সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.35Thursday 05 November 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৬তম বর্ষ. ৩৫তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ০৫ নবেম্বর ২০২৬ / ২০ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

www.jonmobhumi.com



ডেমোক্র্যাটদের ভূমিধস বিজয়

ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ মধ্যবর্তী ভোটে ধরাশায়ী, হার নিজের বাছাই করা প্রায় সব প্রার্থীরা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব খুইয়ে 'ভেটো'র জুজু দেখাচ্ছেন ট্রাম্প ট্রাম্পের শাসনের মূল হাতিয়ার হল 'ভয়'। হয় কর্তৃত্ব মেনে নাও, শর্ত মেনে কাজ করো, না হলে ফল ভোগার জন্য প্রস্তুত থাকো। মঙ্গলবার রাতে সেই দর্শনটাই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে আমেরিকার আমজনতা।গোটা দেশে ঝড় তুলে মার্কিন কংগ্রেসের দখল নিল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর বাছাই করা প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান, আরও সঠিক ভাবে বললে ধরাশায়ী করল আমেরিকার আমজনতা-**বাকী অংশ ১৪পাতায়**

দেশে পোশাক শিল্পে চলমান সহিংসতার নেপথ্যে



ঢাকা ডেস্ক ঃ দেশে টানা অশান্তির মাঝে বদলি মজুরি বোর্ডের মাথার! ডিসেম্বর থেকে বর্ধিত মাইনের আশ্বাস, বুধবারও চলল সংঘর্ষ, গাড়িতে আগুন।

এতদিন বাংলাদেশের মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শেখ আশফাকুর রহমান। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না শ্রমিকেরা। তা নিয়ে ক্ষোভও ছিল। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বাংলাদেশে শ্রমিক বিক্ষোভ অব্যাহত। বুধবারও ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। কোথাও আগুন -**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**



ইরান যুদ্ধ নিয়ে 'একগুঁয়েমি'তে একঘরে ট্রাম্প,?

নিউইর্য়ক ডেস্ক ঃইরানে হামলার সিদ্ধান্তই ব্যুমেরাং হয়েছে, মেনে নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মিড টার্ম নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে তাঁর দল রিপাবলিকের। সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-দু'টোই হাতছাড়া হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি ট্রাম্প থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সকলেই দায়ী করছেন ইরান যুদ্ধকে। যদিও রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, ইরান যুদ্ধের শুরুটা আমেরিকা এবং ইজরায়েলের তরফ থেকেই হয়েছিল। -**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন যারা

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে একাধিক প্রার্থীর জয় নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফলের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দেশটির ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ, আদিবাসী ও লাতিনা নারী গভর্নর নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নতুন রেকর্ড তৈরি হতে যাচ্ছে।-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

একসঙ্গে কোণঠাসা,ট্রাম্প-নেতানিয়াহু

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ইতিহাসে পরিবর্তন এলো না। কয়েক দশকের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারাল ক্ষমতাসীন দল। যা রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একচ্ছত্র ক্ষমতার জন্য একটি বড় ধাক্কা।

একই রকম ধাক্কা খেয়েছেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বুধবার তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা শুরু হচ্ছে। যেটির সিদ্ধান্ত আগামী শুক্রবারের মধ্যে সামনে আসতে পারে।-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

মুসলিম-কৃষ্ণাঙ্গ-সমকামী নেতাদের ঐতিহাসিক জয়

নিউইর্য়কঃ মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের ব্যাপক বিজয়ের পাশাপাশি সংখ্যালঘু প্রার্থীদের হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক ঐতিহাসিক নজির। গভর্নর ও সিনেট নির্বাচনে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বাধা ভেঙে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী গভর্নর, প্রথম প্রকাশ্যে সমকামী পুরুষ সিনেটর এবং প্রথম মুসলিম-আমেরিকান সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন।-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

হাসিনার ফেরার সম্ভাবনা নেই তবু চলছে প্রোপাগান্ডা

ঢাকা ডেস্কঃ মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত ভারতে পলাতক ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়। তবে তার দেশে ফেরার গুঞ্জনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা প্রোপাগান্ডা। নাশকতার মাধ্যমে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টাও করা হচ্ছে।

এরই অংশ হিসেবে পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারের পক্ষ থেকেও শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর জড়িত থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে-**বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

মধ্যবর্তী নির্বাচনে হেরে ট্রাম্প কি এবার অভিশংসনের মুখে পড়বেন?

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের দুয়ারে পৌঁছে গেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। এই নির্বাচন শুধু কংগ্রেসের ক্ষমতা নির্ধারণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ভোট ঠিক করে দেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট জীবনের শেষ দুই বছর-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ বছর

ক্ষমতার স্বার্থে বারবার কাটাছেঁড়া এবার সংশোধন সংস্কার বিতর্ক

ঢাকা ডেস্কঃ প্রণয়নের পর ৫৪ বছরে বারবার কাটাছেঁড়া হয়েছে সংবিধানে। ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনের নামে একদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**







অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন






আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com



৪ হাজার ৬৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনে মোংলা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ হাজার ৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোংলা বন্দরে দুটি নতুন কন্টেইনার জেটি, ইয়ার্ড ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণকাজের উদ্বোধন করতে মোংলা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) তার মোংলা যাওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে গত ২২ অক্টোবর মোংলা বন্দরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা পর্যালোচনায় বন্দরটি পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা গণমাধ্যমকে জানান, মোংলা বন্দরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় দুটি নতুন কন্টেইনার জেটি ও ইয়ার্ড নির্মাণকাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্পের উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ভিত্তিতেই প্রকল্পটির উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

তিনি জানান, ৪ হাজার ৬৮ কোটি টাকার এ প্রকল্পের আওতায় দুটি নতুন কন্টেইনার জেটি ও কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের পাশাপাশি পণ্য ওঠানামা ও পরিবহনের কাজে ৪৯টি আধুনিক যন্ত্রপাতি যুক্ত করা হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দেবে ৪৭৫ কোটি টাকা। বাকি অর্থায়ন করবে সংশ্লিষ্ট চীনা প্রতিষ্ঠান।

এদিকে, মোংলা বন্দর বার্থ শিপ অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. জুলফিকার আলী বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, বন্দরের চ্যানেলের নাব্যতা বাড়াতে পরিকল্পিত ড্রেজিং ও নিয়মিত সংরক্ষণ, সড়ক ও রেল যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, ফয়লা বিমানবন্দর চালু এবং দ্রুত বন্দরের আকরাম পয়েন্টে এলএনজি স্টেশন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বন্দর ব্যবহারকারীরা আরও বেশি উপকৃত হবেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী লায়ন ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, প্রধানমন্ত্রী মোংলা বন্দরে চীনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্মিতব্য দুটি নতুন কন্টেইনার জেটির কাজ উদ্বোধনের পাশাপাশি ইনভেস্ট বাংলাদেশ ও চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন করপোরেশনের মধ্যে রেলওয়ে সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

তিনি বলেন, এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর থেকে কন্টেইনার পরিবহনে রেলসেবা চালু হবে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের আগ্রহ বাড়বে, পাশাপাশি বন্দরে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে যে বার্তা দিলেন মোজতবা খামেনি

ঢাকা, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালালে এর জবাব আরও ব্যাপক পরিসরে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছেন তিনি।

বুধবার (৪ নভেম্বর) কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, 'বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বার্তায় খামেনি এ কথা বলেন।

মোজতবা খামেনি বলেন, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং অঞ্চলটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হামলা ওয়াশিংটনের সামরিক পদক্ষেপের পাল্টা জবাব।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এ ধরনের আগ্রাসন আবার ঘটলে এর জবাব আরও ব্যাপক মাত্রা ধারণ করবে।'

মার্কিন জনগণ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে: ওবামা

ঢাকা,মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি এই ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন। বুধবার (৪ নভেম্বর) দ্য গার্ডিয়ানের লাইভ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ওবামা লিখেছেন, আজ রাতে মার্কিন জনগণ একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে– তারা এমন রাজনীতি চায় যা মানুষকে বিভক্ত না করে একত্রিত করে, এবং এমন নেতা চায় যারা তাদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলোর সুনির্দিষ্ট সমাধান দেবেন।তিনি আরও লিখেছেন, এই ফল কেবল তখনই সম্ভব হয়েছে যখন দেশের প্রতিটি অঞ্চলে, এমনকি একসময় অসম্ভব বলে বিবেচিত এলাকাগুলো থেকেও অসামান্য প্রার্থীরা এগিয়ে এসেছেন।



পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

ঢাকা, চিত্রনায়িকা পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদের করা হত্যাচেষ্টা মামলায় বুধবার ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাহফুজুর রাহমান এ আদেশ দেন।

জানা যায়, এলার্জিজনিত সমস্যার কারণে পরীমণি আজ আদালতে হাজির হতে পারেননি। এ কারণে মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণের আবেদন করা হয়েছিল। তবে আদালত সেই আবেদন নাকচ করে পরীমণির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালত সূত্র জানায়, বুধবার মামলার শুনানিতে বাদী নাসির উদ্দিন মাহমুদ উপস্থিত হয়ে আসামিদের জামিন বাতিলের আবেদন করেন। এ সময় আসামিপক্ষের কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। শুনানি শেষে আদালত আসামিদের জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন।

আদালতে পরীমণির পক্ষ থেকে আইনজীবী সময়ের আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, বুধবার মামলাটির সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু এলার্জিজনিত অসুস্থতার কারণে পরীমণি আদালতে উপস্থিত হতে পারেননি। এ অবস্থায় সময় দেওয়া না হলে আসামির অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৬ জুলাই ঢাকার আদালতে পরীমণিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদ। এজাহারে তার অভিযোগ, পরীমণি ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন নামীদামি ক্লাবে গিয়ে অ্যালকোহল পান করতেন এবং পার্সেল নিলেও মূল্য পরিশোধ করতেন না। এ ছাড়া পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তাদের দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে হয়রানি করতেন। এজাহারে ২০২১ সালের ৯ জুন রাতে সাভারের বোট ক্লাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দেন নাসির উদ্দিন। তার অভিযোগ, রাত ১২টার পর পরীমণি ও তার সহযোগীরা ক্লাবে প্রবেশ করে দ্বিতীয় তলার ওয়াশরুম ব্যবহার করেন। পরে ক্লাবের ভেতরে বসে অ্যালকোহল পান করেন তারা। রাত সোয়া একটার দিকে বাদী নাসির উদ্দিন ও তার সহযোগী শাহ শহিদুল আলম ক্লাব থেকে বের হওয়ার সময় পরীমণি তাকে ডাকেন এবং তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসার অনুরোধ করেন। একপর্যায়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং একটি ব্লু লেবেল অ্যালকোহলের বোতল বিনা মূল্যে পার্সেল দেওয়ার জন্য চাপ দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাসির উদ্দিনের অভিযোগ, বিনামূল্যে বোতল দিতে রাজি না হওয়ায় পরীমণি তাকে গালাগাল করেন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে পরীমণি তার দিকে একটি সার্ভিং গ্লাস ছুড়ে মারেন। এ ছাড়া হাতে থাকা মুঠোফোনও ছুড়ে মারেন। এতে তার মাথা ও বুকে আঘাত লাগে। পরীমণি ও তার সহযোগীরা তাকে মারধর, হত্যার হুমকি এবং ক্লাবে ভাঙচুর করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।মামলাটির তদন্ত করেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ–পিবিআই ঢাকা জেলার পরিদর্শক মো. মনির হোসেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্‌স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

শেখ হাসিনার পালানোর ভিডিওর সঙ্গে তাহসিফ হত্যা

ঢাকা, বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা কে এম তাহসিফ সাউরি হত্যার পেছনে অন্য কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্ত সংস্থা। তাহসিফের শেয়ার করা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হেলিকপ্টারে দেশত্যাগের ভিডিও এবং তার কাছে সেদিনের আরও কোনো ভিডিও ফুটেজ ছিল কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

বুধবার (৪ নভেম্বর) আদালতে এক অভিযুক্ত নারী আসামির পুনরায় রিমান্ড শুনানি শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী।

এদিন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুরুল ইসলামের আদালতে তাহসিফ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ওই নারীর রিমান্ড শুনানি হয়। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, তাহসিফের ধারণ (শেয়ার) করা ভিডিওটি দেশের মানুষের কাছে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টারে দেশত্যাগের দৃশ্য তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ওই ভিডিওর কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা কোনো একটি বিষয়কে সামনে রেখে তদন্ত করছেন না। তাহসিফের ওই ভিডিও, সেদিনের অন্য কোনো ঘটনার ফুটেজ তার কাছে ছিল কি না এবং এসবের সঙ্গে হত্যাকা ের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না- সব বিষয়ই বিবেচনায় রাখা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এর আগে আদালতে শুনানির শুরুতে তদন্ত কর্মকর্তা আগের রিমান্ডে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। পরে রাষ্ট্রপক্ষের হয়ে ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, তদন্তে দুজনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ সামনে এসেছে। তারা বিভিন্ন সময়ে একেক রকম বক্তব্য দিচ্ছেন। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে তাদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।

শুনানিতে আসামিপক্ষের আইনজীবী বলেন, আমার মক্কেলকে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত তাহসিফ নিজেই তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে এমনটি হওয়ার কথা নয় বলে দাবি করেন তিনি। পরে আসামির নারী ও ছাত্রী পরিচয় বিবেচনায় নিয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানান।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত ওই নারীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

তাহসিফের সেই বান্ধবী 'অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির'

ঢাকা,বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা তাহসিফ সাউরি হত্যা মামলায় তার বান্ধবী জেরিকা তাসনিম দিশার দ্বিতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। তদন্ত সংস্থার দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে দিশা বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তাকে 'অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির' উল্লেখ করে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা।

বুধবার (৪ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুরুল ইসলামের আদালতে দিশার রিমান্ড শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে এসব যুক্তি তুলে ধরেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী। তদন্ত কর্মকর্তা টঙ্গী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক ফিরোজ উদ্দিন এদিন দিশাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছিলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে বলা হয়, প্রথম দফায় চার দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ সময় দিশা জানান, ঘটনার আগে ২৭ অক্টোবর রাতে তিনি তাহসিফের সঙ্গে উত্তরার 'নেস্ট বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে' গিয়েছিলেন। ওই দিন সন্ধ্যায় তারা একাধিকবার 'সিপি ফাইভ স্টার' স্ন্যাকস খান। পরে তাহসিফের সঙ্গে একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজেও যান তিনি।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, তাহসিফের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত এবং ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে দিশা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে সেসব তথ্যের বিস্তারিত প্রকাশ না করে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

তদন্ত কর্মকর্তার ভাষ্য, 'এ আসামি অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির হওয়ায় একাধিক প্রশ্নের জবাব কৌশলে এড়িয়ে যায় এবং নীরবতা পালন করে।'

মামলার অপর আসামি আহমেদ শাহরিয়ার রেজা দীপের বক্তব্যের সঙ্গে দিশার দেওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথাও রিমান্ড আবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। দীপ বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডে রয়েছেন। তাদের দুজনের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য যাচাই করতে চায় তদন্ত সংস্থা।

এ ছাড়া তাহসিফের মুঠোফোনের কললিস্ট বিশ্লেষণ করে দিশার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের তথ্য পাওয়ার কথা আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনায় দিশার সম্পৃক্ততার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা। মামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটন এবং অন্য আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের স্বার্থে তাকে আরও নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে আবেদনে জানানো হয়।

তাহসিফের ভিডিও নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য

শুনানিতে তাহসিফের ধারণ করা একটি ভিডিওর বিষয়ও সামনে আনেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। তিনি বলেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের সময়কার ভিডিও ধারণ করে প্রকাশ করেছিলেন তাহসিফ। ভিডিওটি প্রকাশ না করা হলে শেখ হাসিনা কীভাবে দেশ ছেড়েছিলেন, তা মানুষ জানতে পারত না বলে মন্তব্য করেন তিনি।তাহসিফের ওই ভিডিও প্রকাশের কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না, কিংবা হত্যাকা ের পেছনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো বিষয় রয়েছে কি না, সেসব দিকও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান ফারুকী।

রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন

অন্যদিকে দিশার পক্ষে তার আইনজীবী ইমাম হোসেন জাবেদ রিমান্ড বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানিতে তিনি বলেন, তাহসিফ ও দিশা আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। ঘটনার দিন তারা একসঙ্গে রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন। রাত ১২টার দিকে তাহসিফ দিশাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যান। তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ বা সম্পর্কের অবনতি হলে তাহসিফ তাকে বাসায় পৌঁছে দিতেন না বলে যুক্তি দেন আইনজীবী।তিনি আরও বলেন, মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেছেন, রাত একটার দিকে তাহসিফকে ফোন করা হয়েছিল। তিনি কেন বাসায় ফিরছেন না, জানতে চাইলে তাহসিফ ৩০ মিনিটের মধ্যে বাসায় পৌঁছানোর কথা জানান।

আইনজীবীর দাবি, আসামিকে শুধু ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে। ঘটনার দিন রাত ১২টার পর তাহসিফের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। প্রথম দফায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেও তদন্তে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এসব যুক্তিতে তিনি দিশার রিমান্ড বাতিল করে জামিনের আবেদন জানান।

'আমি প্রার্থী হলে ভূমিধস জয় পেতাম'–ট্রাম্প

নিউইর্য়কঃযুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাট দল জয়ী হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি নিজে নির্বাচনে প্রার্থী হলে তার দল রিপাবলিকান পার্টি 'ভূমিধস' জয় পেত।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, 'আমি ব্যালটে ছিলাম না। আর যদি থাকতাম, তাহলে আমরা ভূমিধস জয় পেতাম! বিষয়টির প্রতি আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।'

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ডেমোক্র্যাটদের। জর্জিয়ার গভর্নর নির্বাচনে জয় পেয়েছে দলটি। পাশাপাশি রিপাবলিকানদের কাছ থেকে সিনেটের গুরুত্বপূর্ণ আসন ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। এতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বড় ধরনের রাজনৈতিক ধাক্কার মুখে পড়েছেন।

নির্বাচনকে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের অস্থির শাসনামল নিয়ে দেশজুড়ে এক ধরনের মূল্যায়ন হিসেবে দেখা হচ্ছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, শুল্কনীতি এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ–যার প্রভাবে জ্বালানির দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে–এসব বিষয় রিপাবলিকানদের জন্য চাপ তৈরি করেছে। একই সময়ে ট্রাম্পের জনসমর্থনও রেকর্ড পরিমাণ নিম্নমুখী অবস্থানের কাছাকাছি রয়েছে।

নির্বাচনের অন্যতম বড় চমক এসেছে দক্ষিণ ক্যারোলাইনায়। সংবাদমাধ্যমের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সেখানে রিপাবলিকান প্রার্থী ডারলিন গ্রাহামকে হারিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও শিশু চিকিৎসক অ্যানি অ্যান্ড্রুজ। ট্রাম্পের সমর্থন পাওয়া ডারলিনকে তার ভাই ও দীর্ঘদিনের রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের মৃত্যুর পর ওই আসনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। গত জুলাইয়ে লিন্ডসে গ্রাহামের মৃত্যু হয়। গভীরভাবে রক্ষণশীল এই অঙ্গরাজ্যে ১৯৯৮ সালের পর কোনো সিনেট নির্বাচনে জয় পায়নি ডেমোক্র্যাটরা।

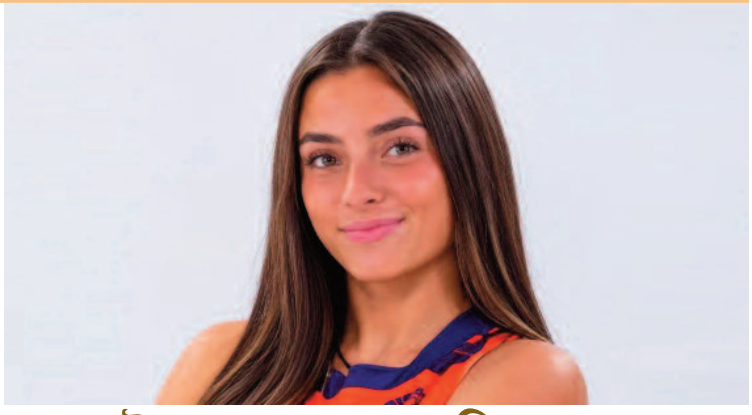
এর আগে নর্থ ক্যারোলাইনাতেও সিনেট আসন হারিয়েছে রিপাবলিকানরা। সেখানে ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন জনপ্রিয় সাবেক গভর্নর রয় কুপার।

'ইনশাআল্লাহ' থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ'

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিনেট আসনে রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্সকে পরাজিত করে ইতিহাস গড়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী আব্দুল এল-সায়েদ। ঐতিহাসিক এই জয়ের পর দেওয়া এক বিস্ফোরক বিজয় ভাষণে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে তীব্র কটাক্ষ ও উপহাস করেছেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প শিবির থেকে তার নাম এবং ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে নানান কদর্য আক্রমণ চালানো হলেও শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে বিজয়ের হাসি হাসেন এল-সায়েদ। ভাষণের শুরুতেই তিনি উল্লাস প্রকাশ করে বলেন, "খারাপ মানুষেরা হেরে গেছে"। এছাড়া তিনি তার নির্বাচনী প্রচারণার বহুল ব্যবহৃত শব্দ 'ইনশাআল্লাহ' কে আজ 'আলহামদুলিল্লাহ'-এ রূপান্তর করার কথা জানান। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে উদ্দেশ করে তিনি এক মজার কিন্তু তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। এল-সায়েদ বলেন, "জেডি, হাবিবি (প্রিয়), এর চেয়ে সুস্বাদু বিদ্রুপ আর কী হতে পারে যে, আগামী জানুয়ারি মাসে সংবিধান অনুযায়ী আমাকে সিনেটর হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাতে আপনি বাধ্য!"

ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, "ডোনাল্ড, আমি জানি আমার নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আপনার বেশ কষ্ট হয়।



ভাই-এর স্মরণে তহবিল সংগ্রহে ম্যারাথনে অংশ নিয়ে মৃত্যু

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি ম্যারাথনে ফিনিশ লাইনের মাত্র দুই মাইল দূরে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ম্যারাথন অ্যাথলেট র্যাচেল অ্যাপা।

সেন্ট্রাল পার্কের কাছ থেকে এই ২৪ বছর বয়সী সাবেক কলেজ অ্যাথলেটকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

সম্পূর্ণ সুস্থ ও চমৎকার শারীরিক গঠনের অধিকারী এই তরুণীর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও ক্রীড়াঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গত রবিবার ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কে রেসের শেষ প্রান্তে এসে স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান র্যাচেল।

দৌড়ানো অবস্থায় র্যাচেল যখন রাস্তায় পড়ে যান, তখন রেস দেখতে আসা মিশেলা নিকোলাস নামের এক হাসপাতাল সোশ্যাল ওয়ার্কার দ্রুত তার সাহায্যে এগিয়ে যান।

মিশেলা জানান, তিনি র্যাচেলের স্পন্দন পাচ্ছিলেন না। এরপর সেখানে উপস্থিত দর্শকদের মধ্য থেকে দুজন চিকিৎসক দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং অ্যাম্বুল্যান্স আসার আগ পর্যন্ত পালাক্রমে র্যাচেলকে সিপিআর দিতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর ম্যারাথনের নিজস্ব মেডিকেল টিম ডিফিব্রিলেটর নিয়ে পৌঁছায় এবং দ্রুত মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা টানা ছয় ঘণ্টা লড়াই করার পর রাত ৯টা ৪০ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

র্যাচেলের বাবা স্টিভ অ্যাপা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসকে জানান, চিকিৎসকদের মতে র্যাচেলের মৃত্যুর কারণ ছিল 'র‍্যাবডোমায়োলাইসিস'। এটি একটি বিরল ও মারাত্মক শারীরিক অবস্থা, যেখানে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে মাংসপেশি দ্রুত ভেঙে রক্তে ক্ষতিকর উপাদান ছড়িয়ে দেয়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে স্টিভ অ্যাপা বলেন, 'এটি ভাবাই যায় না। মাত্র ২৪ বছর বয়স, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর এবং নিখুঁত ফিটনেস ছিল ওর।' পেনসিলভেনিয়ার বাসিন্দা র্যাচেল বাকনেল ইউনিভার্সিটির একজন সাবেক ডিভিশন-১ ফিল্ড হকি খেলোয়াড় ছিলেন।এটি ছিল তার জীবনের প্রথম ম্যারাথন। ২০২২ সালে পার্কিনসন্স রোগে মারা যাওয়া তার প্রিয় দাদার স্মরণে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি এই রেসে অংশ নিয়েছিলেন।মৃত্যুর আগে রেসের ২৪ নম্বর মাইলে পৌঁছানোর পর তিনি তার বাবাকে শেষ টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, যেখানে লেখা ছিল– 'ফাইনাল স্ট্রেচ' (শেষ মুহূর্ত)। কিন্তু সেই ফিনিশ লাইন আর স্পর্শ করা হলো না র্যাচেলের।

ডিসেম্বরে নির্ধারণ হবে পোশাক শ্রমিকদের নতুন মজুরি

ঢাকা, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের নতুন নিম্নতম মজুরি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে ডিসেম্বরের বেতনের সঙ্গে বর্ধিত মজুরি পাবেন পোশাক শ্রমিকেরা। এ বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ একমত হয়েছে।

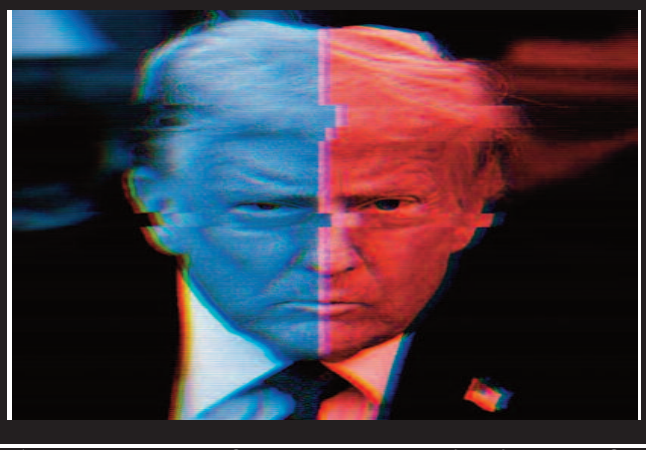
বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় নতুন গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের প্রথম সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে, বেলা ১১টায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সভাকক্ষে বৈঠক শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র জেলা জজ শেখ আশফাকুর রহমান।

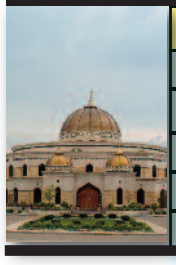
সভায় তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের নতুন নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়। ডিসেম্বরের মধ্যে মজুরি চূড়ান্ত করে জানুয়ারি থেকে কার্যকরের বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা ঐকমত্যে পৌঁছান।এর আগে, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের মধ্যে গত ১ নভেম্বর সরকার নিম্নতম মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের পাশাপাশি পোশাকশিল্পের জন্য পৃথক মজুরি বোর্ড গঠন করে।

এদিকে, নিম্নতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে কয়েক দিন ধরে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন করছেন পোশাক শ্রমিকরা। বুধবারও ঢাকা ও গাজীপুরের কয়েকটি এলাকায় শ্রমিকদের অবরোধকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন



নামাজের সময়সূচী



নবেম্বর	২৯	৩০	৩১	০১	০২	০৩	০৪
ফজর	০৩:৪৭	০৩:৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

পূজার সময়সূচী



কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী



মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায়
দুপুরের পূজা ১২ টায়
সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী



নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পৃণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত রুনা খানের সাক্ষাৎ

ঢাকা,জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-২০২৬ প্রাপ্ত বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ফ্রেন্ডশিপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক রুনা খান।

বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে ডেপুটি স্পিকারের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে ডেপুটি স্পীকার রুনা খানকে তার এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক পরিম-লে বাংলাদেশের একজন নাগরিকের এ ধরনের অর্জন সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। মানবকল্যাণ, সমাজের উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে নিবেদিত ব্যক্তিদের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেশের অন্যদেরও জনকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করবে।

এ সময় তারা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, মানবিক উদ্যোগ এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় করেন। ডেপুটি স্পিকার রুনা খানকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনি আমাদের দেশের সম্পদ, আমাদের ভবিষ্যৎ।'

মতবিনিময়কালে ডেপুটি স্পিকার তার নিজ জেলা নেত্রকোণার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও জীবন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নেত্রকোণার হাওরাঞ্চলের মানুষ এখনো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

তিনি হাওরাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে একটি স্যাটেলাইট হাসপাতাল স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি জরুরি রোগী পরিবহন, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, শিশু ও মুমূর্ষু রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার জন্য নৌ-অ্যাম্বুলেন্স বা ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

ডেপুটি স্পিকার আরও বলেন, জীবিকার তাগিদে হাওরাঞ্চলের অনেক মানুষ নিজ এলাকা ছেড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে রিকশা চালানোসহ নানা পেশায় যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ একসময় এ হাওরাঞ্চল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। পরিকল্পিত উদ্যোগ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্তমানে এ অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

হাওরের জলমহাল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে সমাজের বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জলমহাল ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করছেন। অথচ প্রকৃত জেলেদের জীবিকা ও অধিকার সুরক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। জলমহাল ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জেলে ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের জীবিকার সুযোগ বাড়বে এবং স্থানীয় মানুষের পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হবে।

হাওরাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য প্রতিদিন দুই থেকে তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেক শিশু মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ডেপুটি স্পিকার আরও বলেন, হাওরাঞ্চলের রয়েছে বিপুল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। মৎস্যসম্পদ, কৃষি, জীববৈচিত্র্য ও পর্যটনকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা গেলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনমানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্ভব। এ জন্য হাওরাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তার মতে, হাওরকে শুধু একটি ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা না করে জাতীয় অর্থনীতি, খাদ্যনিরাপত্তা, মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে দেখতে হবে।

ডেপুটি স্পিকার নেত্রকোণার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি এলাকার মানুষের প্রয়োজন ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জবাবে রুনা খান হাওরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ডেপুটি স্পিকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও ভাবনার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

রুনা খান নেত্রকোণার হাওরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে তার প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেন্ডশিপ'-এর পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন ও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়ে ডেপুটি স্পিকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

এ বৈঠকে ফ্রেন্ডশিপ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম তরুণী

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের সিনেট নির্বাচনে জয় পেয়েছেন ২৭ বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম তরুণী নাবিলা সৈয়দ। তিনি বর্তমান রিপাবলিকান সিনেটর ডার্বি হিলসকে পরাজিত করেছেন। এ নির্বাচনে ৫৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী নাবিলা। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডার্বি পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ ভোট।

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রায় ৯৪ শতাংশ ভোট গণনা শেষে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে জেতার পর সমর্থকদের উদ্দেশে নাবিলা বলেন, 'আমাদের প্রচার দলের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে পেরেছেন। শুধু ভোট জেতার আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং সহমর্মিতা ও সহানুভূতিকে সামনে রেখেই আমরা প্রচার চালিয়েছি।'

ইলিনয়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরতলির এই আসনটিতে নির্বাচন ছিল অঙ্গরাজ্যের আইনসভা নির্বাচনের ইতিহাসে অন্যতম ব্যয়বহুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই। ইলিনয়ভিত্তিক সংস্থা রিফর্ম ফর ইলিনয়ের নির্বাহী পরিচালক আলিসা কাপলান জানান, দুই প্রার্থীর প্রচারে মোট ৬৫ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে।

কাপলানের তথ্য অনুযায়ী, নাবিলা নির্বাচনী প্রচারে অন্তত ৪৭ লাখ ডলার অনুদান পেয়েছেন। এর বড় অংশ এসেছে তার নিজ দল থেকে। অন্যদিকে ডার্বি হিলস পেয়েছেন ১৮ লাখ ডলার।

নাবিলা ইলিনয় ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং ইলিনয় সিনেট ডেমোক্রেটিক ফান্ড থেকে ৩০ লাখ ডলারের বেশি অনুদান পেয়েছেন। এই তহবিলটি নিয়ন্ত্রণ করেন ইলিনয় সিনেটের প্রেসিডেন্ট ডন হারমন। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে 'অসৎ কৌশল' অবলম্বনের অভিযোগ তুলেছেন ডার্বি হিলস। তার দল ইলিনয় সিনেট রিপাবলিকান ক্যাম্পেইন সর্বশেষ গত আগস্টে তাকে ৩ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছিল।

নাবিলার বিরোধিতায় গত মাসে 'স্ট্রং ইন্ডিপেনডেন্ট লিডারশিপ কমিটি' নামে একটি রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটিও গঠন করা হয়। চরমপন্থি প্রার্থীদের বিরোধিতা করে শক্তিশালী ও স্বাধীন নেতৃত্ব নিশ্চিত করাই তাদের ঘোষিত লক্ষ্য। নর্থ ব্যারিংটনের ভিন্স ফোগলিয়া কমিটিটি গঠন করেন এবং এতে ৫ লাখ ডলার অনুদান দেন। আলাদাভাবে ফোগলিয়া ও তার পরিবারের সদস্যরাও ডার্বি হিলসের নির্বাচনী প্রচারে ৫ লাখ ডলার দিয়েছেন।

রাজনীতিতে নাবিলার উত্থান

নাবিলা সৈয়দের বয়স ২৭ বছর। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে ক্যাম্পাস থেকে ২০২১ সালে স্নাতক শেষ করার পর তিনি ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদের ৫১তম ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি নিজের দ্বিতীয় মেয়াদের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইলিনয়ের আইনসভায় নির্বাচিত সবচেয়ে কম বয়সি নারী এবং অল্প কয়েকজন মুসলিম সদস্যের একজন ছিলেন নাবিলা।

অন্যদিকে ড্যান ম্যাককনচির পদত্যাগের পর তার আসনে নিয়োগ পেয়েছিলেন ৫০ বছর বয়সি ডার্বি হিলস। এর আগে ডার্বি একজন সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২১ সালে তিনি 'মিসেস ইলিনয় আমেরিকা' খেতাবও জিতেছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে জননিরাপত্তা, বিশেষ করে শিশুদের নিরাপত্তা, কর কমানো এবং সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।



নির্বাচনী প্রচারে নাবিলার বয়স ও অভিজ্ঞতাকে ইস্যু করেছিলেন ডার্বি। প্রচারের শেষ দিকে নাবিলাকে নিজের নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 'অতিরিক্ত চরমপন্থি' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে নিজের নির্বাচনী প্রচারে মুসলিমবিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেন নাবিলা। তিনি বলেন, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে গেলে মানুষের কাছ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ, ভীতিকর ও হুমকিমূলক কথা শুনতে হচ্ছে। এই এলাকাতেই আমার বেড়ে ওঠা। অথচ আমাকে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে আমি এই দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি।'

নাবিলা জানান, জীবনযাত্রার ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং স্বাস্থ্যসেবায় মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা তার প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়া ডেটা সেন্টার নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর আরও নজরদারি বাড়ানোর বিষয়ে দুই প্রার্থীই একমত ছিলেন। সূত্রঃ শিকাগো সান টাইমস

ট্রাম্পকে 'ব্যর্থ ও ক্ষমতাচ্যুত' আখ্যা দিলেন ডেমোক্রেট নেতা

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য জোরালো বিজয়কে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন জর্জিয়ার সিনেটর জন অসফ। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তাকে 'ব্যর্থ ও ক্ষমতাচ্যুত' বলে উল্লেখ করেন।

একই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নীতিহীনতা, দুর্নীতি ও চরম অদক্ষতার অভিযোগ তোলেন তিনি। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর দেওয়া এক বক্তব্যে অসফ বলেন, নির্বাচনী ফলাফল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মার্কিন ভোটাররা ট্রাম্পের নেতৃত্বকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

তিনি আরও বলেন, 'অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো বিজয়ের মাধ্যমে মার্কিন জনগণ ব্যর্থ ও ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিহীনতা, দুর্নীতি এবং অদক্ষতার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।'

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে জন অসফ বলেন, মার্কিন রাজনীতি এখন ক্রমেই ধনী ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহলের ব্যক্তিগত এজেন্ডা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছে। সেখানে দৃঢ় নৈতিক মূল্যবোধের অভাব রয়েছে, যা সমাজকে গভীর বিভাজনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, তখন প্রভাবশালী ও রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে চলেছেন—এমনটাই মন্তব্য করেন তিনি।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জর্জিয়ার সিনেট আসনে ট্রাম্প-সমর্থিত রিপাবলিকান প্রতিনিধি মাইক কলিন্সকে পরাজিত করে ডেমোক্রেট নেতা জন অসফ আবারও সিনেটে নিজের আসন ধরে রেখেছেন।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.
IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC
167-09 [redacted] Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
০৫ নবেম্বর ২০২৬, বাংলা ২০ কার্তিক ১৪৩৩

সম্পাদক রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

শ্রমিকদের আস্থা ফেরান

তৈরি পোশাকশিল্পের অস্থিরতা জাতিকে ভাবিয়ে তুলেছে। শ্রমিকদের দাবি মেনে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন এবং নতুন বেতন জানুয়ারি থেকে কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ১৭ লাখের বেশি শ্রমিক এখনো কর্মবিরতি পালন করছেন। সারা দেশের ৬৭৯ কারখানা সহিংসতার মুখে বন্ধ রাখা হয়েছে। সোমবার ঢাকা; গাজীপুরের সাভার, আশুলিয়া ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৪০ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। গাজীপুরে পুলিশের ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়েছে। আশুলিয়ায় আগুন দেওয়া হয়েছে একটি কাভার্ড ভ্যানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গাজীপুরে ১০ প্লাটুন বিজিবি এবং সাভার ও আশুলিয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। রাজধানীর মিরপুরে আগের দিনের সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভাঙচুরের ঘটনায় করা তিন মামলায় ২৬ জনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। শ্রমিকদের অভিযোগ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়লেও তাঁদের মজুরি বাড়েনি। বর্তমান বেতনে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর ধরে তাঁদের বেতন না বাড়ায় বাধ্য হয়ে রাজপথে নেমেছেন তাঁরা। ৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা। সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তৈরি পোশাকশিল্পে অস্থিরতার পেছনে শিল্পমালিক, সাবেক এমপি, প্রতিমন্ত্রী জড়িত। তৈরি পোশাক খাতের অস্থিরতায় আশঙ্কায় ভুগছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো এ অবস্থান দখল করতে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে শ্রমিকদের উসকে দিতে পারে। দেশের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের এই খাত বিপন্ন হলে অর্থনীতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। সরকারের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের অবস্থান জোরদার করতে শ্রমিক অসন্তোষ কাজে লাগাচ্ছে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে অসন্তোষের পেছনে বাইরের কারও কালোহাত খোঁজার চেয়েও কীভাবে শ্রমিকদের আস্থা ফেরানো যায়, সে বিষয়ে সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে। ষড়যন্ত্র নস্যাতের সেটিই প্রকৃষ্ট পথ।

কীটনাশকে ভেজাল

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রা এবং জীবিকার একটা বড় অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশে খাদ্যনিরাপত্তারও প্রধান ভিত্তি কৃষি। আর ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল কোটি কোটি কৃষক। এই নির্ভরশীলতাকেই পুঁজি করে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল, নকল, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের কীটনাশক বিক্রি করছেন। এঁরা নির্ভরযোগ্য কোম্পানির নাম ও লোগো ব্যবহার করে নকল কীটনাশক তৈরি ও বাজারজাত করছেন। কোথাও বা হুবহু আসল পণ্যের বোতল বা মোড়কের আদলে প্যাকেট তৈরি করা হচ্ছে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে তখন আসল-নকল শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁরা সরল বিশ্বাসে যে কীটনাশক ব্যবহার করছেন, তাতে ফসলের রোগবালাই সারছে না; পোকামাকড়ও মরছে না। ফলে মাঠের ফসল, ফলমূল, শাকসবজির উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে যে শুধু কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তা নয়। আখেরে আঘাতটা লাগছে জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে। মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নানা চাপে পেরেসান ভোক্তাকে গুনতে হচ্ছে আরও বাড়তি অর্থ। কৃষি বিভাগ প্রতারক চক্রের দৌরাত্ম্য দমনে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। গত এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল ভেজাল কীটনাশক জব্দ করেছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। অনেকের জেলজরিমানা হয়েছে। বেশ কিছু নকল কীটনাশক তৈরির কারখানা সিলগালা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান আরও সম্প্রসারিত পরিসরে, সারা দেশে অধিক কঠোর ও নিবিড়ভাবে পরিচালনা প্রয়োজন। এটাকে নিয়মিত চর্চার বিষয়ে পরিণত করতে হবে। কৃষকের স্বার্থরক্ষায় কীটনাশক উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও বিক্রির প্রতিটি পর্যায়ে নজরদারি বাড়ানো দরকার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে নিয়মিত বাজার তদারকি এবং সন্দেহজনক পণ্যের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কীটনাশক, সারসহ কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত সব পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। সে দায়িত্ব পালনে তাদের শতভাগ নিষ্ঠা ও সফলতা জাতীয় স্বার্থেই অত্যাবশ্যক। এবং জাতির কাম্য।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

পরিস্থিতি শান্ত করে মজুরি দাবির নিষ্পত্তি সম্ভব

হাসান মামুন

তৈরি পোশাক খাতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অভাবনীয় নয়। তবে এটা এড়ানো যেত। ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের কাজটা মাস তিনেক আগে করলেও দেশের প্রধান এই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কর্মীরা আশ্বস্ত থাকতেন। তারা খুশি হয়েছিলেন পাঁচ বছরের বদলে তিন বছর পরপর মজুরি কাঠামো হালনাগাদের বিধান চালু হওয়ায়। তবে সেই ধারায় মজুরি বোর্ড গঠনে সরকার বিলম্ব করে ফেলেছে। ডিসেম্বর থেকেই নতুন কাঠামোয় এ খাতের শ্রমিকদের মজুরি পাওয়ার কথা। হাতে আছে মাত্র এক মাস।

এর মধ্যে ১ নভেম্বর থেকে সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে স্কেল অনুযায়ী বেতন প্রদান শুরু হয়েছে। তাদের সিংহভাগ জুলাই-সেপ্টেম্বরের বেতনও একত্রে পেয়েছেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এর আওতায় আনার কাজ চলছে। ১১ বছর পর নতুন কাঠামোয় তাদের বেতনপ্রাপ্তি নিয়ে বড় আপত্তি নেই। সরকারও তার আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এর বাস্তবায়নে এগিয়েছে। তবে এর পাশাপাশি প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিকের পোশাক খাতে মজুরি বৃদ্ধির কাজটি যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস ছিল না বলেই প্রতীয়মান।



সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মত নিয়ে এবং পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের রাজি করিয়ে নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণে কয়েক মাস লেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই শ্রমিকদের মনে শঙ্কা, আরও কয়েক মাস পুরোনো কাঠামোতেই মজুরি পেতে হবে। এ অবস্থায় সরকারের ঘোষণা থাকতে পারে–চলতি মাসের মধ্যেই আলোচনা সম্পন্ন করে ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কার্যকর করা হবে। পরিস্থিতি শান্ত করে আনতে পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সমিতিসহ সব পক্ষই রাখতে পারে ইতিবাচক বক্তব্য।

এবার ৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি উঠেছে। এর আগেরবার, ২০২৩ সালেও যে ন্যূনতম মজুরির দাবি উঠেছিল, তার চাইতে অনেক কম মজুরি শ্রমিকরা মেনে নিয়েছিলেন। তবে শ্রমিকসহ সারাদেশের মানুষ এখন আছেন টানা উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে। মাঝে কিছুটা কমে আসার পর এটা আবার 'ডাবল ডিজিটের দিকে ধাবমান'। এ অবস্থায় পোশাক শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। খাতটির উদ্যোক্তারা আয় করেন ডলারে, আর মজুরি দেন টাকায়। ডলারের দাম এর মধ্যে অনেক বেড়েছে এবং কমেছে টাকার দাম। আর তৈরি পোশাকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় হলেও ন্যূনতম মজুরিতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আমরা কতখানি পিছিয়ে, সেটিও এখন সবার জানা।

এমন তো নয়, মজুরির বাইরে অন্যান্য সুবিধা শ্রমিকরা অনেক বেশি পেয়ে থাকেন। কিছু ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান বাদে এ খাতে কর্মপরিবেশের উন্নতি হয়নি আজও। অগ্নি নিরাপত্তাসহ যেসব সংস্কার হয়েছে, সেটাও পশ্চিমা ক্রেতাদের চাপে। ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগও এ খাতে সীমিত। অনেকে বলছেন, এর সুস্থ চর্চা থাকলে সেই মাধ্যমেই মজুরিসহ বিভিন্ন প্রশ্নের নিষ্পত্তি হতো। বারবার মজুরি ঘিরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। সে কারণেই আবার এই শঙ্কার বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত ছিল সরকার ও উদ্যোক্তাদের। বিশ্ববাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা করে বিকাশ লাভকারী একটি খাতে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরির সুযোগ রাখা তো উচিত নয়। ক্রেতারা এতে উদ্বিগ্ন হতে পারেন। এর সুযোগ স্বভাবতই নেবেন প্রতিযোগীরা।

ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবিতে এর আগে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। একটা সময় পর্যন্ত কোনো মজুরি কাঠামোই তো ছিল না পোশাক খাতে। সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধির আওতায় নতুন কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে, সেটাও নয়। শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির পর, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাদের দাবি কিছুটা আদায় হয়েছে। পোশাক খাতে অটোমেশনের কারণে কাজের সুযোগ সংকোচন, ছাঁটাই, 'কালো তালিকাভুক্তি'র যন্ত্রণাও রয়েছে। গভীরভাবে দেখলে এগুলোও বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ। জীবনযাত্রার অব্যাহত ব্যয় বৃদ্ধিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিটা রয়েছে অগ্রভাগে।

পোশাক খাতে উদ্যোক্তাদের কোনো যন্ত্রণা নেই, তা নয়। এর মধ্যেও খাতটিকে এগিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বসম্প্রদায়ে তুলে ধরার জন্য তাদের প্রশংসা করা হয়। পোশাক খাতের অগ্রগতিতে অন্যান্য খাতেরও বিকাশ ঘটেছে। দরিদ্র নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা রেখেছে পোশাক খাত, এটাও সবাই বলেন। উদ্যোক্তাদের সাফল্যের পেছনে সরকারের অব্যাহত নীতি-সহায়তার ভূমিকাও অনস্বীকার্য।-বাকী অংশ ২৯ পাতায়

জাপানি সহায়তা এবং 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড

আবু আহমেদ

জাপানের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জাপান সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দায়িত্ব গ্রহণের পর মালয়েশিয়া ও চীন সফরের পর এটি তার তৃতীয় বিদেশ সফর। এ সফরকে কেন্দ্র করে অনেক সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে বাংলাদেশের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর এ জাপান সফরকে অবশ্যই স্বাগতম জানাই। কেননা জাপান আমাদের বিশ্বস্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র। জাপান আমাদের অতীতে অনেক সাহায্য করেছে, খুবই অল্প সুদে ঋণ দিয়েছে আমাদের অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

বর্তমানে দেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে জাপানি বিনিয়োগ দরকার। অটোমোবাইল, জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শিল্প উৎপাদনসহ বিভিন্ন খাতে জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে এসব বিনিয়োগে উৎপাদিত পণ্যকে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশে কিংবা বিদেশে-যেখানেই বিক্রি হোক, পণ্যটি বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য হিসাবে পরিচিতি পাবে। প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকে কেন্দ্র করে এমনই একটি সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে, সেটা হলো, জাপানি বিনিয়োগে বাংলাদেশে বিশ্বমানের গাড়ি তৈরি হবে। বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে পড়বে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড। টয়োটার মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে দেশে গাড়ি উৎপাদন শুরু হলে গড়ে উঠবে হাজারো সহযোগী শিল্প, আসবে নতুন বিনিয়োগ, বাড়বে কর্মসংস্থান। একই সঙ্গে জাপানি প্রযুক্তি ও বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে দেশের শিল্পায়নে খুলবে নতুন দরজা।



জাপানি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা বড় শিল্পে যুক্ত হতে পারবেন। বিশ্বজুড়েই জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। একটি গাড়ি তৈরিতে প্রায় ৩ হাজার ৩০০ ধরনের যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে টয়োটা গাড়ি উৎপাদন শুরু হলে এসব যন্ত্রাংশ তৈরিতে অসংখ্য পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প বা ব্যাক-ওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হবে। এতে নতুন বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও কর্মসংস্থান বাড়বে। একই সঙ্গে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ডের গাড়ি দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই আশার একটি খবর। একটি জাতীয় দৈনিক থেকে জানতে পারলাম, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩৫০টি জাপানি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু দেশে জাপানের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ এখনো ৫০ কোটি ডলারের নিচে। অর্থাৎ জাপানি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি থাকলেও বাংলাদেশের শিল্প ও রপ্তানি খাতে তাদের বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ গত অর্থবছরে জাপানে ১৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে; বিপরীতে আমদানি করেছে ২১৬ কোটি ডলারের পণ্য। এ ব্যবধান কমাতে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশে উৎপাদন সম্প্রসারণ জরুরি। জাপানি বিনিয়োগের সম্ভাব্য নতুন ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অটোমোবাইল শিল্প বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশে গাড়ি উৎপাদন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার কথা টয়োটা ইতোমধ্যে সরকারকে জানিয়েছে। পূর্ণ উৎপাদন ২০২৯ সালের মধ্যে শুরু করার লক্ষ্য রয়েছে। তবে কারখানাটির বিনিয়োগের অঙ্ক, উৎপাদন সক্ষমতা, নির্দিষ্ট মডেল ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি।

জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা জেট্রোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি কাজুইকি কাতাওকার তথ্য অনুযায়ী, টয়োটা সুসো করপোরেশন ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্রয়, সার্ভিস এবং খুচরা যন্ত্রাংশের দুটি কেন্দ্রে প্রায় চার কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। এসব কেন্দ্রের নির্মাণকাজ নভেম্বরেই শুরু হওয়ার কথা। পাশাপাশি জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর উন্নয়নকাজ ২০২৭ সালে শুরু এবং ২০২৯ সালে পূর্ণ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসব সংবাদে আমরা খুবই আশাবাদী। তবে জাপানের বর্তমান পলিসিতে আগের মতো সেই উদারতা নেই, এর অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জাপান এখন মিলিটারি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হতে চাচ্ছে। জাপান এখন বিমানবাহী রণতরি তৈরি করছে। সুতরাং তারা বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাচ্ছে, বিশেষ করে চায়নার বিরুদ্ধে। সুতরাং জাপানের সঙ্গে আমরা যাই করি না কেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের একটু হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কেননা জাপান আগের মতো সেই স্বল্প হার সুদে আমাদের ঋণ দেবে না। কোনো সাহায্য করবে না। কারণ জাপান এখন বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু দেখছে। প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের সূত্র ধরে মাতারবাড়ী নিয়ে জাপান যেটা বলতে চাচ্ছে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মাতারবাড়ী-বাকী অংশ ২৯ পাতায়

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

রিপাবলিকানদের অস্ত্র 'ইসলামোফোবিয়া'

মাবাশরা তাজামাল

১২ অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নারী ইলহান ওমরের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ফেডারেল এজেন্টরা। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সপ্তাহ তিনেক আগে কংগ্রেসের একজন বর্তমান সদস্যকে লক্ষ্য করে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা প্রেসিডেন্ট পর্যায়ের বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগে রূপ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি একটি বার্তায় পরিণত হয়েছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনকে প্রায়ই ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট এবং পরোক্ষভাবে তাঁর দলের জন্য একটি মূল্যায়নপত্র হিসেবে দেখা হয়। জনসমর্থনের হার কম থাকা এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টি এখন মুসলিম আমেরিকানদের লক্ষ্য করে অবমাননাকর ইসলামবিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ওপর বাজি ধরছে। মার্কিন নির্বাচনী প্রচারণায় কাদা ছোড়াছুড়ির ঘটনা নতুন কিছু নয়, তবে বর্তমানে নতুন তা হলো এর ব্যাপকতা। রিপাবলিকানদের কাছে এখন ভয় ও ঘৃণা শুধু নির্বাচনী কৌশল নয়, বরং তাদের মূল রাজনৈতিক ভিত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এটি শুধু ট্রাম্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন একজন রিপাবলিকান খুঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি কোনো না কোনোভাবে 'ইসলামোফোবিয়া'কে ব্যবহার করছেন না।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শুরু থেকে প্রায় ১০০ জন রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম বা মুসলমানদের নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন,



যার প্রায় সবই নেতিবাচক। এমনকি তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমানদের দেশ থেকে বহিষ্কার করারও আহবান জানিয়েছেন।

এপ্রিলে 'সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজড হেট'-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে রিপাবলিকান কর্মকর্তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত প্রচারণা চালিয়েছেন। এর আওতায় ছিল এক হাজার ১১১টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পোস্ট, আটটি বিল এবং ৬২ সদস্যের কংগ্রেসনাল ককাস। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, এসব পোস্টের অনেকগুলোই সহিংসতা উসকে দেওয়ার মতো বক্তব্যের পাঁচটি মানদণ্ডের সব কটিই পূরণ করেছিল। এখানে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে কোনো পরোক্ষ ইঙ্গিত বা প্রচ্ছন্ন সংকেত নেই, শুধু প্রকাশ্য ঘৃণা রয়েছে।

রিপাবলিকান এই ইসলামোফোবিয়া মুসলিম আমেরিকানদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং তাদের নিজেদের দেশেই সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করছে, যা তাদের ভাবতে বাধ্য করছে যে তারা কি আদৌ নিরাপদ, এই সমাজে তাদের কোনো স্থান আছে? মুসলিম আমেরিকানরা কোনো বিশেষ সুবিধা চাচ্ছে না, তারা শুধু সেই সমান অধিকারটুকু চাচ্ছে, যা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

১২ অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নারী ইলহান ওমরের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ফেডারেল এজেন্টরা। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সপ্তাহ তিনেক আগে কংগ্রেসের

ব্যক্তিগত কুসংস্কার একটি বাস্তবতা, আর রাজনীতিবিদরা তা ভালোভাবেই জানেন। ২৫ বছর ধরে তাঁরা এটিকে উসকে দিয়ে আসছেন। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত পিউয়ের একটি জরিপে দেখা গেছে, ইসলামের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ৯/১১-এর পরবর্তী সময়ের চেয়েও খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমনটি কিভাবে সম্ভব? গত দুই দশকের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক আখ্যানগুলো ছড়িয়ে দিতে রাজনৈতিক অঙ্গনের সব রাজনীতিবিদের একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা ছিল। ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছে। অনেক প্রার্থী মুসলমানদের নিয়ে ভয় ও ঘৃণা ছড়িয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, আবার অনেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিজেদের নীতিগত ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য ইসলামের নামে একটি কৃত্রিম ভয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন।

রাজনীতিবিদদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে 'ইসলামোফোবিয়া শিল্প', যা মুসলিমবিদ্বেষকে একটি লাভজনক ব্যাবসায়িক উদ্যোগে পরিণত করেছে। পিউয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, ৪৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক মনে করেন যে অন্যান্য আমেরিকানের তুলনায় মুসলিমরা কম দেশপ্রেমিক।

এটি মুসলিম আমেরিকানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াও বটে। জোহরান মামদানি যখন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন, তখন তাঁকে তীব্র ইসলামোফোবিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাঁর বিরোধীরা বৈষম্যমূলক প্রচারণায় লাখ লাখ ডলার ব্যয় করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

এখন একই ধরনের আক্রমণ চালানো হচ্ছে আল-সায়েদের বিরুদ্ধে। ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রথম মুসলিম আমেরিকান সিনেটর হতে পারেন। এত বিদ্বেষ সত্ত্বেও বর্তমানে ২৫৫ জনেরও বেশি মুসলিম আমেরিকান বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছেন। মুসলিম আমেরিকানরা দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণ করছেন, গড়ে তুলেছেন বিস্তৃত জোট ও সাংগঠনিক কাঠামো এবং আমেরিকান হিসেবে নিজেদের অধিকারের দাবি জানাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে ইসলামোফোবিয়া পিছু হটছে না। রাজনীতিবিদদের বক্তব্যে যে বিপজ্জনক সুর ফুটে উঠছে, যেসব নীতি -বাকী অংশ ২৯ পাতায়

পুতিন যে কৌশলে ট্রাম্পকে কাজে লাগিয়েছেন

মাইকেল ম্যাকফল

ভ্লাদিমির পুতিন দীর্ঘমেয়াদি ছক কষে খেলেন। কয়েক দশক ধরে তিনি ইউক্রেনকে নিজের অধীনে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বহু বছর ধরেই তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছেন।

এখন সেই দ্বিতীয় প্রচেষ্টার সাফল্য পুতিনকে প্রথম ক্ষেত্রের ব্যর্থতাগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে। ইউক্রেন যুদ্ধে প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাশিয়ার লক্ষ্য ভেস্তে যাওয়ার পর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট এখন তাঁকে জয়ের মুখ দেখতে সাহায্য করছেন।

রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে, ইউক্রেনে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা ছাঁটাই করে, গোয়েন্দা তথ্যের আদান-প্রদান ব্যাহত করে এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে পুতিনের যুদ্ধের শর্তগুলো মেনে নিতে চাপ দিয়ে ট্রাম্প রাশিয়ার জন্য ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল এবং কিয়েভের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তগুলোয় কার্যত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছেন।



ইউক্রেনে পুতিনের পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরুর পর থেকে রণক্ষেত্রের চিত্র বারবার বদলেছে। শুরুতে রুশ বাহিনীর দাপট ছিল বেশি। কিন্তু ২০২২ সালের শরতের মধ্যে ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে রুশ বাহিনীর দখলে থাকা এতটাই এলাকা মুক্ত করে যে ইউক্রেনীয়দের এই অগ্রগতি ঠেকাতে পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন বলে ওয়াশিংটন আশঙ্কায় পড়েছিল।

এরপর যুদ্ধটি এক বিষাদময় স্থবিরতায় রূপ নেয়–গত বসন্ত পর্যন্ত যা বহাল ছিল। কিয়েভ যখন রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের ভেতরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম নতুন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, পূর্ব ইউক্রেনের দখল করা এলাকাগুলোয় রাশিয়ার রসদ সরবরাহের পথ আক্রমণ করার মতো মাঝারি পাল্লার ড্রোন এবং ইউক্রেনীয় শহরগুলোয় রাশিয়ার হামলা রুখে দেওয়ার মতো উন্নত ইন্টারসেপ্টর ড্রোন মোতায়েন করল, তখন ইউক্রেনের পক্ষে মোড় ঘুরতে শুরু করে।

পুতিনের সেনাবাহিনী সামনের সারিতে এগোতে পারছিল না, বরং ইউক্রেনীয় বাহিনীই ধীরে ধীরে নিজেদের ভূখণ্ড মুক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ট্রাম্পকে ঘিরে পুতিনের দীর্ঘমেয়াদি ছক শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে। নির্দিষ্ট কোনো তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য থেকে নয়, বরং ক্রেমলিনের প্রভাব ট্রাম্পের ওপর থাকলে কোনো একদিন তা কাজে লাগতে পারে–কেজিবির এই পুরোনো কৌশল থেকেই এর উৎপত্তি। আর আজ সেই দিন এসেছে। কিন্তু ট্রাম্পের ভূমিকা আবারও রাশিয়ার পালে হাওয়া দিয়েছে। রণক্ষেত্রের অগ্রযাত্রায় বাধা পেয়ে পুতিন এখন সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের জীবনযাত্রার জন্য জরুরি অবকাঠামো–বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর রকেট ও ড্রোন হামলা চালিয়ে ইউক্রেনীয় সমাজে আতঙ্ক ছড়ানোর কৌশল নিয়েছেন।

তাঁর আশা, অবর্ণনীয় কষ্টের মুখে পড়ে জনগণ জেলেনস্কিকে আত্মসমর্পণ করতে চাপ দেবে। রাশিয়ার হাতে বিপুল সৈন্য, বিশাল সামরিক উৎপাদনক্ষমতা এবং বেশ কিছু উন্নত অস্ত্র থাকায় পুতিন বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ স্থবির মনে হলেও তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন।

ট্রাম্পের সমর্থন পুতিনের এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে যে সময় তাঁর পক্ষেই কাজ করছে। ঠিক গত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প ও তাঁর সহযোগীরা মস্কোর প্রতি সহায়তার হাত আরও বাড়িয়েছেন: নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা, রাশিয়ার ডিজেল কেনা, ইউক্রেনের 'স্টারলিংক' ও 'স্টারশিল্ড' যোগাযোগব্যবস্থার সুবিধা ব্যাহত করা, এমনকি জেলেনস্কিকে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জোরালো দাবি তোলা।

জেলেনস্কি যেমনটা বলেছেন, 'এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে যখন কিছু অংশীদার রাশিয়ার ওপর থেকে চাপ কমিয়ে দেয়, তখন তা পুতিনের মনে এই বিশ্বাসই জোরদার করে যে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের খুব কাছাকাছি।'

ওয়াশিংটনে প্রতিনিধি

ট্রাম্পকে ঘিরে পুতিনের দীর্ঘমেয়াদি ছক শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে। নির্দিষ্ট কোনো তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য থেকে নয়, বরং ক্রেমলিনের প্রভাব ট্রাম্পের ওপর থাকলে কোনো একদিন তা কাজে লাগতে পারে–কেজিবির এই পুরোনো কৌশল থেকেই এর উৎপত্তি। আর আজ সেই দিন এসেছে।

ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বহু বছর আগেই পুতিনের ঘনিষ্ঠ রুশ ব্যক্তিরা এই আবাসন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরিতে তৎপর হন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ২০১৩ সালে মস্কোতে ট্রাম্পের সহযোগিতায় 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, যেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন এমিন ও আরাশ আগালারভ।

এরপর ট্রাম্পকে জেতাতে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনকে হারাতে পুতিন ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে-বাকী অংশ ২৯ পাতায়



পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



কিম জং-উনের শাসন যেভাবে ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে

জিউন বায়েক

২০১৫ সালে উত্তর কোরিয়ার কূটনীতিক থায়ে ইয়াং হো লন্ডনে নেতা কিম জং-উনের ভাই কিম জং-চোলের এরিক ক্ল্যাপটনের কনসার্ট সফরের দেখাশোনার দায়িত্ব পান। শাসক পরিবারের সেবা করাকে বড় সম্মান মনে করে থায়ে তাঁর দুই ছেলেকে বিষয়টি জানালে তারা আনন্দিত না হয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ছেলেরা থায়েকে মনে করিয়ে দেয়, যে পশ্চিমা গান শোনার অপরাধে সাধারণ উত্তর কোরীয়দের কঠোর শাস্তি পেতে হয়, সেই বিনোদনেই কিম পরিবার এক সন্ধ্যায় হাজার হাজার ডলার ওড়াচ্ছে। থায়ে পরে তাঁর স্মৃতিকথা 'পাসওয়ার্ড টু দ্য থার্ড ফ্লোর'-এ লিখেছেন, সন্তানদের চোখের সেই দৃষ্টি তাঁকে অনুধাবন করিয়েছিল, তিনি আসলে একজন বন্দী, যাঁকে কারাগারের রক্ষীর সেবা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সন্তানদের প্রতিক্রিয়া তাঁকে গভীরভাবে লজ্জিত করেছিল।

পরের বছর থায়ে স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে যান। তাঁর এই দলত্যাগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চমকে দিয়েছিল। কারণ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও থায়ে পূর্ণ আবেগ দিয়ে উত্তর কোরিয়ার শাসনব্যবস্থার পক্ষে সাফাই গাইছিলেন।

তবে উত্তর কোরিয়ার অভিজাত শ্রেণির ভেতরের জীবনকে যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাছে এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ খুবই পরিচিত–কর্মকর্তারা উত্তর কোরিয়ার রাজপরিবারের প্রতি শতভাগ আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেন ঠিক সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তাঁরা দেশ ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

জনসমক্ষে প্রদর্শিত আনুগত্য আর ভেতরের প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যকার এই পার্থক্য বাইরে থেকে বোঝা অসম্ভব বললেই চলে। পিয়ংইয়ংয়ের পার্টি, সেনাবাহিনী, দূতাবাস ও প্রযুক্তি খাতের উচ্চপদস্থ সাবেক কর্মকর্তাদের ওপর করা এক দশকের বেশি সময়ের সাক্ষাৎকার থেকে এ বাস্তবতা উঠে এসেছে।

তাঁদের কেউ একসময় এ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, আবার কেউ শুরুতেই অনুধাবন করেছিলেন, কিম জং-উনের প্রতি আনুগত্য মূলত এক আজীবন নাটক। সাক্ষাৎকার দেওয়া প্রায় সবাই নিশ্চিত করেছেন, উত্তর কোরিয়ার বর্তমান অভিজাত শ্রেণি অভূতপূর্ব মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

কিম বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও পদোন্নতি দিয়ে কিছুটা ক্ষোভ কমালেও পরিবারের টিকে থাকার স্বার্থে আরোপিত কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা সম্ভব নয়। ফলে এ ব্যবস্থা যেকোনো সংগঠিত প্রতিরোধ দমনে সক্ষম হলেও অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর কিম জং-উন প্রবীণ কর্মকর্তা ও সামরিক ব্যক্তিত্বদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন, রদবদল ও মৃত্যুদণ্ড চালিয়ে অভিজাতদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করেছেন। ফলে সামান্য ভুলেই পরিবারসহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটান তাঁরা। কোভিড মহামারির পর সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের পালানোর পথও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সংকীর্ণ।

তবে যেসব উত্তর কোরীয় এখনো নানা উপায়ে পালাতে সক্ষম হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অভিজাতদের হার সবচেয়ে বেশি। ২০২৪ সালের আগস্টের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, কিম জং-উনের শাসনামলে উত্তর কোরিয়ার উচ্চবিত্ত শ্রেণি থেকে দলত্যাগের সংখ্যা কিম ইল সং (১৯৪৮-১৯৯৪) ও কিম জং ইলের (১৯৯৪-২০১১) সম্মিলিত শাসনামলের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি।

এ প্রবণতাকে এখনই শাসকগোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক পতনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা ভুল হবে। কারণ, ক্ষোভকে রাজনৈতিক প্রতিরোধে রূপ নিতে না দেওয়ায় উত্তর কোরিয়া অত্যন্ত পারদর্শী। রাষ্ট্র চায় না প্রত্যেক কর্মকর্তা মন থেকে শাসনব্যবস্থাকে বিশ্বাস করুন; তার মূল উদ্দেশ্য হলো সন্দেহবাদী ও হতাশ কর্মকর্তারা যেন নিজেদের সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন মনে করেন।

উত্তর কোরিয়াকে 'হেরমিট কিংডম' বলা হলেও এটি মোটেও বিচ্ছিন্ন কোনো রাষ্ট্র নয়। পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই দেশের সঙ্গে বিশ্বের ১৬০টির বেশি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সক্রিয় সেনাবাহিনী ও অত্যন্ত দক্ষ সাইবার বাহিনী। সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রীয় প্রচারণায় আবদ্ধ থাকলেও উত্তর কোরিয়ার অভিজাত শ্রেণির বড় একটি অংশ বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে বেশ সচেতন।

উচ্চপদস্থ উত্তর কোরীয়দের জন্য অনুগত থাকা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। সুযোগ-সুবিধা ও ভীতি দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা গেলেও রাষ্ট্র অভিজাতদের কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা ও তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারছে না।

কিম বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও পদোন্নতি দিয়ে কিছুটা ক্ষোভ কমালেও পরিবারের টিকে থাকার স্বার্থে আরোপিত কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা সম্ভব নয়। ফলে এ ব্যবস্থা যেকোনো সংগঠিত প্রতিরোধ দমনে সক্ষম হলেও অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় আশ্রয় নেওয়া ৩৪ হাজারের বেশি উত্তর কোরীয় দলত্যাগীর অধিকাংশই চীনের সীমান্তবর্তী দরিদ্র অঞ্চলের মানুষ, যাঁরা দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক কষ্ট থেকে বাঁচতে পালিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় বর্বরতা দেখলেও ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কম।

বিপরীতে অভিজাত দলত্যাগীদের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা কেবল ৩০ লাখ বাছাই করা মানুষের শহর পিয়ংইয়ংয়ের বাসিন্দা, যেখানে তাঁরা বিদ্যুৎ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বড় হয়েছেন এবং শাসনব্যবস্থার সেবায় বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

উত্তর কোরিয়ায় যেকোনো স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলা অসম্ভব। কারণ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও পরিবারে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিবেশীদের চরম নজরদারি বিদ্যমান। শৈশব থেকেই প্রতিটি নাগরিককে কোনো না কোনো রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অধীন থাকতে হয়।

পার্টির শক্তিশালী সংস্থা 'অর্গানাইজেশন অ্যান্ড গাইডেন্স ডিপার্টমেন্ট' (ওজিডি) দেশজুড়ে নিয়োগ, পরিদর্শন ও শৃঙ্খলার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যেখান থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কর্মকর্তার দলত্যাগের খবর পাওয়া যায়নি। এমনকি বিদেশে নিযুক্ত কূটনীতিক ও কর্মীদের পাসপোর্ট জমা রাখতে হয় এবং দেশে ফেরার পর দীর্ঘ মতাদর্শগত পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

সাবেক জ্যেষ্ঠ পার্টি ক্যাডার কিম সে ইউন (ছদ্মনাম) জানান, বিদেশ থেকে পিয়ংইয়ংয়ে ফেরার পর কর্মকর্তাদের এক মাসব্যাপী কঠোর কেন্দ্রীয় পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। মদ খাওয়ার মতো ছোটখাটো বিষয়ও সেখানে রিপোর্ট করতে হতো, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈশ্বিক প্রভাব নির্মূল করা।

অভিজাত পদমর্যাদা সুযোগ-সুবিধা আনলেও নেতাদের ভুলের কারণে যেকোনো মুহূর্তে পরিবারসহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। পিয়ংইয়ংয়ের প্রচলিত প্রবাদটিই তাঁদের জীবনের এই নির্মম সত্যকে ফুটিয়ে তোলে, 'সূর্যের যত কাছাকাছি যাবেন, পুড়ে ছাই হওয়ার আশঙ্কা তত বেশি।'

কিম কিছু অর্থনৈতিক পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন; বাজারগুলো এখন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও করযুক্ত। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট এবং স্থানীয় স্মার্টফোন ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন মেনে চলা কর্মকর্তাও যেকোনো সময় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বা স্বজনপ্রীতির বলি হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন।

২০১৩ সালে জং সং থায়েকের পতন উত্তর কোরিয়ার অভিজাত শ্রেণিকে এ শিক্ষা সবচেয়ে নির্মমভাবে দিয়েছিল। তাঁর আকস্মিক গ্রেপ্তার ও নৃশংস মৃত্যুদণ্ড পিয়ংইয়ংজুড়ে এক দীর্ঘস্থায়ী ভয়ের জন্ম দেয়। প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তি তাঁর এই হত্যাকাণ্ডের অন্তর্নিহিত বার্তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন।

জং এর আগে তিনবার 'বিপ্লবীকরণ'-এর মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এটি উত্তর কোরিয়ার একটি বিশেষ শাস্তি, যা সাধারণত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের শায়েস্তা করতে ব্যবহৃত হয়। এতে কর্মকর্তার পদবি কেড়ে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে শারীরিক পরিশ্রম ও রাজনৈতিক পুনঃশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। জং তিনবারই ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নেতার সেবা করেছিলেন, তাঁর হাতেই প্রাণ দিতে হয়।

২০১১ সালের ডিসেম্বরে কিম জং-উন যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২০-এর কোঠায়। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের আমলে দায়িত্ব পালন করা প্রবীণ ক্যাডার ও সামরিক কর্মকর্তাদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন চালিয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর কোরিয়ায় শৈশব থেকেই 'সংবুন' বা বংশানুক্রমিক আনুগত্যের ভিত্তিতে নাগরিকদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এই শ্রেণিবিভাগ এবং রাজনৈতিক আচরণের ওপর নির্ভর করে শিক্ষা, চাকরি ও পদোন্নতি। প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত আত্মসমালোচনা সেশনে অংশ নিতে হয়।

বাড়িতে কিমদের প্রতিকৃতি দেয়ালের সবচেয়ে উঁচু স্থানে একদম পরিষ্কার রাখতে হয়। একজন নারী আমাকে বলেছেন, শ্বেতশুভ্র গ্লাভস পরা পরিদর্শকেরা তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন ছবিতে ধুলো আছে কি না তা দেখতে।

জনসমক্ষে নিখুঁত আনুগত্য প্রদর্শনের এসব অনুষ্ঠান প্রায়ই ছিল একেকটি পরিকল্পিত অভিনয়। আত্মসমালোচনা সেশনের আগে সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিতেন কে কার সামান্য কী ভুল ধরবেন, যাতে নিয়ম রক্ষা হলেও কারও বড় ক্ষতি না হয়।

২০১১ সালে কিম জং ইলের মৃত্যুর পর জনসমক্ষে শোক প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই অভিনয়ের রূপ দেখা যায়। এক অভিজাত নারী জানান, নেতার মৃত্যুতে তিনি স্বস্তি পেলেও বিপদের আশঙ্কায় নিজের ব্যক্তিগত বেদনাদায়ক স্মৃতি মনে করে কান্নার চেষ্টা করেন। আর চোখে জল না এলে মাথা নিচু ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে কান্নার অভিনয় করতেন–যাঁর মতে, ভিড়ের অনেকেই তখন একই অভিনয় করছিলেন।সমাজবিজ্ঞানীরা এ ব্যবস্থার নাম দিয়েছেন 'প্রেফারেন্স ফলসিফিকেশন' বা সত্য পছন্দের অপলাপ–বিপদের ভয়ে মানুষ নিজের আসল মতামত গোপন রেখে মিথ্যা আনুগত্য প্রদর্শন করে। পিয়ংইয়ংয়ে এটি প্রতিদিনের বেঁচে থাকার কৌশল।

উত্তর কোরিয়ার সমাজের শীর্ষ অবস্থান কেউ সহজে ছাড়তে চান না, তাই কিম জং-উনও বিলাসবহুল আবাসন ও উপহার প্রদান করে অভিজাতদের পদমর্যাদা ও প্রভাব টিকিয়ে রেখেছেন। একজন আমলার ক্ষমতার সম্মান ও প্রভাব রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ সত্ত্বেও তাঁদের দেশে আটকে রাখতে সাহায্য করে।তরুণ ও মধ্যবয়সী অভিজাতরা আগের মতো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নন। অভিভাবকেরা আর চান না যে তাঁদের ছেলেরা সেনাবাহিনীতে ১০ বছর পার করুক বা কেবল পার্টিতে ক্যারিয়ার গড়ুক। তাঁরা চান ব্যবসা, প্রযুক্তি শিক্ষা, বিদেশে পড়াশোনা এবং ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরি।অর্থের আগমন উত্তর কোরিয়ার এই তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক স্বর্গে' নতুন নিয়ম তৈরি করেছে। এক দলত্যাগকারী আমাকে রসিকতা করে বলেছিলেন, কিম জং-উনের পর উত্তর কোরিয়ার চতুর্থ শাসক হবে 'টাকা'।

কিম কিছু অর্থনৈতিক পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন; বাজারগুলো এখন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও করযুক্ত। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট এবং স্থানীয় স্মার্টফোন ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন মেনে চলা কর্মকর্তাও যেকোনো সময় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বা স্বজনপ্রীতির বলি হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন।

একলা, কিন্তু একসঙ্গে

অভিজাতদের অসন্তোষ বাড়লেই যে অভ্যুত্থান ঘটবে, এমন নয়। অসন্তোষ নিরসনে তাঁদের সামনে পাঁচটি পথ খোলা থাকে–চুপ থাকা, পালানো, সমান্তরাল অর্থের নেটওয়ার্ক তৈরি করা, প্রতিবাদ করা বা সংস্কারের দাবি তোলা। শেষের তিনটি উত্তর কোরিয়ায় মারাত্মক বিপজ্জনক।

অধিকাংশ মানুষ থেকে যাওয়ার পথটিই বেছে নেন। পরিবারভিত্তিক যৌথ শাস্তির ভয়ে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। প্রতিবেশী, সহকর্মী, এমনকি স্বজনদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা লি চুল ইউন, যিনি ছয় কিলোমিটার সাঁতরে দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়েছিলেন, উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তাব্যবস্থাকে এক জটিল 'মাকড়সার জাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে তিনি চরম উন্মাদনা বলে মনে করেন।

রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য চীনের সাথে বাণিজ্য, অস্ত্র বিক্রি, সাইবার অপরাধ এবং বিদেশে শ্রমিক পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে পারমাণবিক কর্মসূচি ও অভিজাতদের বিলাসিতা বজায় রাখছে। দুর্ভিক্ষ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা–সবকিছুর পরও রাষ্ট্র টিকে গেছে।

তবে সবচেয়ে বড় হুমকি কোনো সাধারণ গণ-অভ্যুত্থান থেকে নয়, বরং পিয়ংইয়ংয়ের ভেতরের অভিজাতদের থেকেই আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে তাঁরা একত্র হতে পারছেন না।



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



রিকশায় চড়া প্রধানমন্ত্রী ও কন্যাকাহিনি

সুমন পালিত

www.jonmobhumi.com

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক। দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত। পাকিস্তান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর। শুরু হয় ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরতম গণহত্যা। চেঙ্গিস, হালাকু আর হিটলার, মুসোলিনির বশংবদ ইয়াহিয়া খানের অনুচর টিক্কা খান ও নিয়াজিরা মেশিন-গান, কামান, ট্যাংক নিয়ে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় তা"ব চালান। বাঙালির স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নেন তিনি তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনেই থাকবেন। তাজউদ্দীনসহ সিনিয়র নেতারা বাসভবন ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি রাজি হননি। পালিয়ে যাওয়ার বদলে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ভাগ্যবরণ করেন তিনি। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন দলের সেকেন্ডম্যান। স্বভাবতই সেই কঠিন সময়ে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ওপর। তবে সে দায়িত্ব পালন অত সহজ ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের সুবাদে সারা দেশে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন চার খলিফা নামধারী ছাত্রনেতারা। যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ।

এই চার খলিফার নেতা হিসেবে বিবেচিত হতেন সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মণি। বলছিলাম শেখ সাহেবের কথা। ২৫ মার্চের কালরাতেই গ্রেপ্তার হন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর গ্রেপ্তারে দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নেতা তাজউদ্দীনের জন্য পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তবে তিনি হার মানার পাত্র ছিলেন না। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তখন চলছিল গণহত্যা। বিশেষ করে ঢাকায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মারণাস্ত্র নিয়ে। তাজউদ্দীন সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতে যাবেন। সেখানে গিয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি নেবেন। দলের শীর্ষ পর্যায়ে ঐকমত্য ছিল পাকিস্তান বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার। এ ব্যাপারে ভারতের সহায়তা পাওয়া যাবে বলেও মনে করতেন তাঁরা। তবে সবকিছুর আগে তাজউদ্দীনের জন্য নিরাপদে ঢাকা ত্যাগ আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ঢাকা ছাড়ার ও ভারতে যাওয়ার সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে। তাঁরা দুজন ঢাকায় ছদ্মবেশ ধরে দুই দিন কাটান এ আস্তানা থেকে সে আস্তানায়। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে পৌঁছান। ঢাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পর্যন্ত কখনো হেঁটে বা নৌকায় কখনো অন্য কোনো যানবাহন ব্যবহার করেন তাঁরা। ভারত সীমান্তে পৌঁছানোর পর তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সে দেশে যেতে চান, আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে নয়। বাংলাদেশের মাটিতে থাকতেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আমীর-উল ইসলামকে তাগিদ দেন। যোগাযোগের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষাও করেন। ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন সীমান্তবর্তী কালভার্টের ওপর। তারপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়ার পর বিএসএফের আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদারের উপস্থিতিতে তাঁরা সসম্মানে ভারতের বুকে পা রাখেন। পরদিন ৩১ মার্চের প্রথম প্রহরে তাঁদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কন্যাকাহিনিভারতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাজউদ্দীন আহমদ। দুই নেতার বৈঠক হয় দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে। সে সময় প্রবাসী সরকার গঠনের আলোচনা হয়। তাজউদ্দীন এ ব্যাপারে ভারতের সহায়তা কামনা করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং বিপুল শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়েও তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতি আদায় করেন। তবে ভারতের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রবাসী সরকারকে সহায়তা করা সহজ ছিল না। 'অ্যা গোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ' বইতে শ্রীনাথ রাঘভান লিখেছেন, মিসেস গান্ধী ও তাঁর মুখ্য সচিব পি এন হাকসার একমত হন, পূর্ব-পাকিস্তানের বিষয়ে তাঁদের সাবধানে পা ফেলতে হবে। পাকিস্তান জাতিসংঘের সদস্য। সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভালোভাবে নেবে না। রাঘভানের মতে, ভারতের সর্বোচ্চ মহলের অভিমত ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পেতে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের নিজেদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন তাজউদ্দীন আহমদ। অথচ সে সময় এই শীর্ষ নেতার ছিল একটি মাত্র শার্ট। যে শার্টটি ময়লা হলে তিনি রাতে নিজ হাতে ধুয়ে শুকিয়ে পরদিন গায়ে চাপাতেন। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবারের সঙ্গে তাজউদ্দীনের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে।

রিকশায় চড়া প্রধানমন্ত্রী

স্বনামধন্য আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক ও লেখক কামরুদ্দীন আহমদকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে ভাবা হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতাও ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালে কামরুদ্দীন আহমদকে ঢাকা জেলে বন্দি রাখে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী। তাঁর পুত্র নিজামুদ্দীন আজাদ ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর কামরুদ্দীন আহমদ জেল থেকে ছাড়া পান। জানতে পারেন তাঁর প্রিয়পুত্র নিজামুদ্দীন আজাদ আর নেই। বেতিয়ারায় গেরিলা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। বীরপুত্র আজাদের শোকে ভেঙে পড়েন কামরুদ্দীন। সারা দিন পড়ে থাকতেন বাড়িতেই। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় ফিরে আসে ২২ ডিসেম্বর বুধবার। এর দুই দিন পর ২৫ ডিসেম্বর শনিবার প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গেলেন কামরুদ্দীন আহমদের বাড়িতে। সান্ত্বনা দেন সন্তানহারা পিতাকে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন একপর্যায়ে কামরুদ্দীনকে অনুরোধ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি পদটি গ্রহণ করার জন্য। এমন প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। ম্লান হেসে কামরুদ্দীন বলেন, মুক্তিযুদ্ধে আমি পুত্র হারিয়েছি। আপনি কি সেই ক্ষতিপূরণের জন্য পদটি আমাকে দিতে চান?

তাজউদ্দীন বললেন, শুধু পুত্র হারানো নয়, '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে ৬ দফা প্রণয়ন এবং সব আন্দোলনে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা অনন্য। দেশে এখন আপনার মতো যোগ্য লোকের প্রয়োজন। আমরা এ কারণেই এই প্রস্তাব দিচ্ছি। কামরুদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের অনুরোধে রাজি হলেন না। বললেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে তিনি বিধ্বস্ত। তাঁর পক্ষে এমন গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। কথাবার্তা শেষ হলে তাজউদ্দীন বিদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ান। তাঁকে এগিয়ে দিতে গিয়ে কামরুদ্দীন আহমদ সবিস্ময়ে দেখেন, বাড়ির বাইরে গাড়ি নয়, একটি রিকশা দাঁড়িয়ে। প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, আপনি রিকশায় এসেছেন? তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, হ্যাঁ। আজ বড়দিনের সরকারি ছুটি। গাড়ি ব্যবহার না করে তাই রিকশায় এসেছি।

কামরুদ্দীন বললেন, নিরাপত্তার কথাটি অন্তত ভাবা উচিত।

তাজউদ্দীন সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। মৃদু হেসে রিকশায় উঠলেন।

-এমনই ছিলেন আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

কন্যাকাহিনি

তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় নাম। বেগম জোহরা তাজউদ্দীনও দেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলক। এরশাদের ক্ষমতায় আসা এবং তাঁর শাসন সুসংহত করার পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখেন এক সামরিক কর্মকর্তা। তাঁর নাম মেজর মনিরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্না। যিনি ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দীনের বড় মেয়ে শারমিন আহমদ রিপির প্রথম স্বামী। শারমিনের বাবা-মা আজীবন গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করেছেন। অথচ তাঁদের জ্যেষ্ঠ কন্যা শারমিনের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন রয়েছে, শারমিন তাঁর প্রথম স্বামী মনিরুল ইসলামকে নানাভাবে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মদত জুগিয়েছেন। আর তাঁর দ্বিতীয় স্বামী একজন মিসরীয় ইসলামিস্ট নেতা।

মুন্না ছিলেন ১৫ আগস্ট হত্যাকা"ের মৃত্যুদ"প্রাপ্ত কর্নেল রশীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। রিপির দ্বিতীয় স্বামী মিসরের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের ড. আমর খাইরি আবদুল্লাহ! ১৯৯৮ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম ব্রাদারহুড অভিন্ন আদর্শের দল হিসেবে পরিচিত। শারমিন আহমদের সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার নাতি তারিক রামাদানের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি ও তাঁর মিসরীয় স্বামী ড. আমর ইহুদি, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আন্তধর্মীয় সংলাপে অংশ নেন। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে শারমিন ও তাঁর স্বামী ইহুদিদের রোশ হাশানাহ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ইহুদি ধর্মসভায় ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। আরব বসন্তের প্রভাবে মিসরে ২০১১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির গণ অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন ঘটে। সে সময় স্ত্রী শারমিনকে সঙ্গে নিয়ে আমর তাহরির স্কয়ারে হাজির হন। এ অভ্যুত্থানের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পান ব্রাদারহুড নেতা মোহাম্মদ মুরসি। তাহরির স্কয়ারে হাজির হতে পেরে শারমিন নিজেকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবানদের একজন' হিসেবে অভিহিত করেন। ব্রাদারহুড নেতা ইউসুফ আল কারজাভির ইমামতিতে ২০১১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কায়রোর তাহরির স্কয়ারে জুমার নামাজও পড়েন তিনি। এজন্য উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তাঁর লেখা বইয়ের নাম 'ডটার অব বাংলাদেশ লিবারেশন উইটনেস তাহরির ইমাঙ্গিপেশন ইন ইজিপ্ট : অ্যা কান্ট্রি দ্যাট ওয়াজ রক্ড বাই অ্যা রেভল্যুশন'। বইটিতে জঙ্গি সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

-যোগ্য বাবা-মায়ের অন্যরকম এক কন্যা বটে।

লেখক : সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

অপমানে বিধ্বস্ত হয়ে কলম ধরি
হরিশংকর জলদাস

শৈশবের স্মরণীয় মুহূর্ত
টুনটুনি পাখি হত্যা করা। ছয়-সাত বছর বয়স তখন। ক্ষুদ্র পাখিটিকে হত্যা করে বড় কেঁদেছিলাম। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাটিচাপা দিয়েছিলাম। অপরাধবোধ ছেড়ে যায়নি আমায়। বহুবছর পর নাতনির (দৌহিত্রী) নাম রেখেছি টুনটুনি।
সাহিত্যের প্রতি কখন প্রথম আগ্রহ
সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি তখন। আমার কাছে সাহিত্য মানে গল্পকাহিনি। বাড়িতে মহাভারত ছিল–কাশীদাসী মহাভারত। পড়া শুরু করি। মজে যাই। তখন থেকেই সাহিত্যের প্রতি টান জমে। আর লোকসাহিত্যগুলো শুনতাম ঠাকুরাদি পরানেশ্বরীর কাছে। ধীরে ধীরে সাহিত্যপ্রীতি মনে দানা বাঁধতে থাকে। এ তো গেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্ন গল্প। সেখানে লুকিয়ে আছে সামাজিক অপমান। পঞ্চাশ পেরোনো হরিশংকর অপমানে বিধ্বস্ত হয়ে কলম ধরে।
আড্ডা-তর্কের সঙ্গী যারা
দুটো জীবন আমার। গ্রামজীবন আর শহরজীবন। গ্রামে যখন থাকি পাড়ার বয়সী-কমবয়সী জলদাসরা আমার আড্ডার সঙ্গী। শহরের সঙ্গী-শিক্ষিত-মার্জিতরা সব সময় আড্ডা দেয় না; মাঝেসাঝে আড্ডা হয়। তখন সঙ্গী বয়সীরা। গ্রামীণ আড্ডায় আমার শৈশবজীবন থাকে। থাকে বঙ্গোপসাগরের নোনাজলে ডুবসাঁতারের বৃত্তান্ত। শহুরে আড্ডায় শুধুই কৃত্রিমতা।
ভাবাদর্শকে প্রভাবিত করেছে যে গ্রন্থ, যে ব্যক্তি, এবং যেভাবে
রামসুন্দর বসাক প্রণীত 'আদি বাল্যশিক্ষা' আমার ভাবাদর্শকে প্রভাবিত করেছে। সত্তর দশকের আগে যাদের বর্ণপরিচয় ঘটেছে, তাদের অপরিহার্য বইটির নাম 'আদি বাল্যশিক্ষা'। মানবজীবনের প্রায় সকল তথ্য-সত্য এই বইতে লিপিবদ্ধ আছে। বলা যায়, বাঙালির সংক্ষিপ্ত জীবনবেদ এই গ্রন্থটি।
প্রভাবিত করেছে এমন ব্যক্তি অনেক। প্রথমে বাবা যুধিষ্ঠির জলদাসের দ্বারা প্রভাবিত হই। পরে জীবনের নানা বাঁকে নানা ব্যক্তিত্ব তাদের লেখা এবং জীবনাচরণ দিয়ে প্রভাবিত করেছেন।
প্রথম প্রকাশিত বই ও বইটি ঘিরে স্মৃতি
'জলপুত্র' উপন্যাস। ৫৫ বছর বয়সে লিখিত। ২০০৭ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার ঈদসংখ্যার জন্য নবীন ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনেক পাণ্ডুলিপির মধ্যে এটি প্রথম স্থান লাভ করে। এরপর ২০০৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়। 'জলপুত্র'-এর আগে একটি ছোটগল্পও লিখিনি। কী করে লিখতে হয়, তাও জানতাম না। একদিন আবেগতাড়িত হলাম। 'জলপুত্র' লিখলাম বটে, তবে এটা যে উপন্যাস হয়েছে বুঝতে পারিনি। প্রকাশের পর পাঠকরা যখন পড়তে শুরু করেছে, বুঝতে পারলাম কিছু একটা হয়েছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসটি ২০১২ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে।
প্রিয় লেখক যারা, এবং যে কারণে প্রিয়
প্রিয় লেখক তো অনেক। লিখে কি শেষ করা যাবে? দু-একজনের নাম বলছি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মাহমুদুল হক, ওবায়েদ হক, আবুল ফজল (রোজ অরজ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, রবিশঙ্কর বল, মঈন শেখ এবং আরও অনেকে। সেই অনেকের মধ্যে আছেন নির্মলেন্দু গুণ, শহীদ কাদরী, আবুল হাসান প্রমুখ। এই কবি লেখকরা বাঙালি জীবনের কথা লেখেন বলে তারা আমার প্রিয়।
এখন যা লিখছি, পড়ছি, অনুবাদ করছি
লিখছি উপন্যাস–কস্তুরীগন্ধী যুবতীর। আরেকটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছা খুব। লবণচাষিদের নিয়ে। মহামূল্যবান খাদ্যের নির্মাতারা।
পড়ছি অনেক। দুচারটার নাম–হরিপদ ভৌমিকের 'মাছতুতো বাঙালি', টম স্ট্যান্ডেজের 'ছয় গ্লাসে পৃথিবীর ইতিহাস', ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের 'চাণক্য', সিরাজ সালেকীনের 'চুল: সমাজ, সংস্কার, অভিব্যক্তি'। আমি শুধু একটি বই পড়ি না, একসঙ্গে অনেক বই পড়তে শুরু করি। সময়, স্থান, আবহাওয়া ভেদে বইগুলো পড়তে থাকি।
অনুবাদ করি না।
মানুষের যে গুণ সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে
সত্যকথন। সত্য বড় কঠিন। সবাই সত্য কথা বলে না। কখনও কখনও বলে। সর্বদা সত্য কথা বলার লোক বর্তমানে নেই বললেই চলে। যারা বলেন তাদের পূজা করি আমি।
নিজের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সীমাবদ্ধতা
শক্তি: ভুল করলে দোষ স্বীকার করে নেওয়া। সবাই নিজের ভুল স্বীকার করেন না। তার জন্য হিম্মত লাগে। সেই আত্মশক্তি আমার আছে।
সীমাবদ্ধতা: দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারা। চোখের সামনে কী বিপুল অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে প্রতিদিন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। করতে পারি না কিছুই। এই বেদনা নিত্যদিন কুরে কুরে খায়। এর চেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা আর কী থাকতে পারে?
প্রিয় উক্তি
মানুষ ক্ষমতা আর মমতার কাছে বন্দি।

মিছিল হোক
সোমা মুৎসুদ্দী

আবারও একটি মিছিল হোক,
প্রতিবাদী একটি কবিতার জন্য
সংগ্রামী একটি গানের জন্য
জীবনমুখী একটি নাটকের জন্য
প্রেয়সীর হাসিমাখা মুখ
নয়তো একজন সাহসী দেশপ্রেমিকের জন্য।

ঝুম ঝুম খেলাঘরে
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

ঝুম ঝুম নূপুরের
ছন্দ পায়ে বাজে,
খুকুমণি খুশি মুখে
কত সুখে সাজে।
সাথে সাজে পুষি রাঙা
ঝুনঝুনি ওই,
খুকুমণি খেলাঘরে
হাসি-হইচই।
ঝুম ঝুম খেলাঘরে
ধুম ধাম খেলা,
খেলাঘরে চাঁদ হাসে
মিষ্টি চাঁদ মেলা।
রকমারি খানাপিনা
আনন্দের ধুম,
মন হয় এলোমেলো
হাওয়ার চুম।
যায় দিন ঝুম ঝুম
খেলাঘরে ঠিক,
ছুটি দিনে ছোটাছুটি
এই ঠিকঠিক।

দীপাবলি
সুশান্ত কুমার দে

এলো এলো আলোর শুভ দীপাবলি
আঁধারের ভ্রু কুটি- দাও জলাঞ্জলি।
অশান্ত এ মর্ত্যের আজন্ম যত পাপ
সবকিছু ধুয়ে মুছে করে দাও সাফ।
দীপ শিখা জ্বালিয়ে, তাড়াও অসুর,
আকাশে বাতাসে আলোয় ভরপুর।
উজ্জ্বল ঝলমলে আকাশেও তারা,
পৃথিবীতেও নেমেছে আলোর ধারা।
মিটিমিটি জোছনায় হাসেন মা কালী
রক্ত রাঙ্গা লাল জবা নিয়ে এল মালী।
শেফালির গন্ধে যেন ভরে ওঠে মন,
ডানা মেলে মৌমাছির করে গুঞ্জন।
আতসবাজির রোশনাই পুজোর গন্ধ,
চারিদিকে হৈ হুল্লোড় স্কুলটা ঐ বন্ধ।
এসো ওগো শ্যামা মা- ,তুমি কৃপা সিন্ধু
তুমিই আঁধার রাতে জ্বেলে দাও ইন্দু!
অশুভ- অলক্ষ্মীর ছায়ায় যাদের ভর
তাদের দাও- শুভবুদ্ধি; করোনা দুর্বল

দহনদগ্ধ হেমন্ত
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

হেমন্তের আজ রূপ ভয়ংকর মাটি চিরে বাড়ছে জ্বালা,
তৃষ্ণায় ফাটে ধূ-ধূ প্রান্তর দিনের বুকে আগুন ঢালা।
হিমের দোরে ক্রুদ্ধ তপন গ্রীষ্মকালের দর্প হারে,
দহন-দাপে জ্বলছে জীবন বাঁচা দায় এই তাপের ভারে।

ধানের গাছও মুমূর্ষু প্রায় শিকড়ে নেই রসের ধারা,
শস্য পুড়ে যায় মাঠে প্রায় কৃষক কেঁদে দিশেহারা!
তপ্ত বাতাস চাবুক হানে শুকিয়েছে খাল-বিল নদী,
বিবর্ণ মাঠ ছাতকসম চায় বরিষা নিরবধি!

আকাশ-জোড়া ঘোর শূন্যতা,সূর্য ছোড়ে বিষাক্ত শর,
দেশের বুকে হাহাকার আজ প্রকৃতির রঙ মলিন ধূসর।
ঊর্ধপানে মেঘ ভেসে যায় নেমে এসে দেয় না সাড়া,
শিউলি-কুঁড়ি শুকায় তাপে শারদ-শোভা ছন্নছাড়া!

ষড়ঋতুর রূপের ভাঁজে"
ফারুক আহম্মেদ জীবন

সারা নিশিভোর ঝিরিঝিরি ঝরছে
হিমের শিশিরও কণা,
ভোরে নিদ্রা থেকে জেগে দেখি দূর্বা ডগে
রবির কিরণে জ্বলে মুক্তা দানা।



বিন্দু বিন্দু শিশির জমে তৃণ ডগে
হাসে যেনো শুভ্র দাঁতে,
সে হাসি খুঁজে পাই ফসলের মাঠ জুড়ে
হেমন্তের আমন ধানের ক্ষেতে।

চিকচিক করে জ্বলে শিশির কণা
প্রভাতে ঊষার কিরণে,
হীরা জোহরা মণি তো অনেক দামী শুনি
তবু তুলনা কি হয় ওর সনে?

এ যে আমার বাংলা ষড়ঋতুর দেশ
বাজে কি রূপের মাদল,
গ্রীষ্মের পর আষাঢ় শ্রাবণে অঝোর ধারায়
টাপুরটুপুর রিমঝিম ঝরে বাদল।

ভাদ্র আশ্বিন মাসের শরত কালে
শুভ্র কাশফুল ফোটে,
জল সোওয়ারে শুভ্র মেঘের নৌকা খানি
যেনো নীল গগনের বুকে ছোটে।

অগ্রহায়নের সোনা ধান কাড়ে প্রাণ
ফোটে কৃষকের মুখে হাসি,
শীতের মিষ্টি রস গুড়ের ভাপা পুলি পিঠা
রসের পায়েস কে- না ভালোবাসি।

আসে ফাল্গুন চৈত্রের ঋতুরাজ বসন্ত
বৃক্ষ- রাজি নব্য রূপে সাজে,
রকমারি পুষ্প ফোটে খুশিতে ভ্রমর ছোটে
আহা! কি রূপ ঋতুর রূপের ভাঁজে।

সঠিক পথ
লুৎফুর রহমান চৌধুরী

তাজমহলটা চাই না আমি
চাই না সিংহাসন
খোদা আমায় সঠিক পথ
করতে দাও অনুসরণ।

কষ্টে কাঁটে প্রতি মুহূর্ত
অশ্রু ঝরে পড়ে
শান্তির ঘরটা পেতে খোদা
কাঁদি বসে ঘরে।

মিনতি করি দু'হাত তুলে
আমায় করো ক্ষমা
ভুল ভ্রান্তি যতো আছে
মনের ঘরে জমা।

নামাজ পড়ে দোয়া চাই
পরিবারের জন্য
হালাল রুজির পথ দেখাও
খুঁজে নিতে অন্ন।

জেগে থেকে যে ঘুমায় মৃতের সমান
আবু জাফর দিলু

নিঃশব্দ ক্রন্দন ওড়ে ধুলি হাওয়ায় নিশিদিন
তবু মুখে মুক্তা হাসি দুখের ডানায় ঘুরে ফিরে,
চামচিকার দৌরাত্ম যেন দিব্বি সাগরের ঢেউ
ভাঙছে কূল কিনারা ধরা কাঁদে বিষময় নীড়ে !

নিরাশার দোলাচলে ক্রমাগত হাঁটছে স্বদেশ
সেই তিমিরেই ঘর বেঁধে আছে সুখের আশায়,
কেউ আড়মোড়া ভেঙে খুলে খুনসুটি লুকোচুরি
সময়ের স্বপ্নময় দৌড়ঝাঁপ কে তবে ভাসায়?

পানকৌড়ির স্বভাব ঠোঁটে কাড়ে প্রাণবন্ত প্রাণ
কিছু মানুষ এমনি এ সমাজেই তার বসবাস,
বুঝে না আপন-পর, চষে ফিরে সব অলিগলি
অশনিসংকেত ঝড় বয়ে দেয় স্বার্থে করে নাশ।

শতাব্দী থেকে শতাব্দী কতেক হিতৈষী মানুষের
আত্মবলি আছে তাই স্বপ্ন দেখে পৃথিবীর প্রাণ,
আশাহীন জেগে থেকে যে ঘুমায় মৃতের সমান;
পৌর খাওয়া মানুষ জীবনের ডাকে গায় গান।

প্রবারণা
স্বর্ণা তালুকদার

তিনমাস বর্ষাবাস শেষে
হয় কঠিন চীবরদান
সকলের সাধুবাদ দানে হয় শ্রেষ্ঠদান
কল্পতরু,ত্রিচীবর, অষ্টপরিষ্কার দানে
সমবেত হয় সকলে মুক্তির অন্বেষণে
জ্ঞান অর্জিত হয় মধুর ভাষণে
পবিত্র হয় মন শুভক্ষণে
যখন ফানুস উড়ে গগনে
ধর্মজ্ঞানে দূর হোক ভবতৃষ্ণা,অবিদ্যা
বুদ্ধের শাসন করি ভীষণ শ্রদ্ধা
মানব জীবন দুর্লভ
যদিও দুঃখময়
চীবরদানের দিন দূর হোক
সকল পাপরতি
বিহারে যাই দলে দলে
বয়ে শ্রদ্ধাতরী
রঙ্গীন ফানুস বাতির আলোতে
লোভ দ্বেষ ত্যাগের
চিন্তা হোক ভাবনাতে।

হেমন্ত
মাসুদ রানা

হেমন্ত আসে শীতের ঘ্রাণে
শিশির ভেজা ঘাসে,
হেমন্ত আসে নতুন ধানের
পিঠা, ফিন্নি,পায়সে।

হেমন্ত আসে শিউলি ফুলে
কামিনী,মল্লিকায়,
হেমন্ত আসে ছাতিম ফুলে
চারদিকে কুয়াশায়।

হেমন্ত আসে সোনালী রোদ
মাঠে পাকা ধানে,
হেমন্ত আসে বাংলার গ্রামে
কৃষক উৎসব গানে।

হেমন্ত আসে চালতা, ডালিম
জলপাই, আমড়া ভরপুর,
হেমন্ত আসে ওই কুয়াশার
উঠান জুড়ে রোদ্দুর।

হেমন্ত আসে শিশির পরে
টিনের চালে মধুর।
হেমন্ত আসে নদীর বুকে
রোদে স্নিগ্ধ দুপুর।

দৃষ্টি আকর্ষণ!
কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

সম্পদের দেবী দেবী লক্ষ্মী

অরুণ মুখোপাধ্যায়

(গত সংখ্যার পর)

কোচবিহার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীপুজো মদনমোহন মন্দিরের কাঠামিয়া বাড়িতে হয়। দেবী প্রতিমার গায়ের রং রক্তলাল। চতুর্ভুজা দেবীর পাশে বাহন কিন্তু পেঁচা নয়। থাকে চারটি সাদা হাতি। শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। শুঁড়ে মালা ঝোলে। মহালক্ষ্মী দেবীর দুই হাতে থাকে পদ্মফুল। অন্য দু'টি হাতে থাকে বরাভয় আশীর্বাদ। বংশ পরম্পরায় রাজপ্রথাতে এভাবেই প্রতিমা তৈরি হয়। লক্ষ্মীপুজোয় পাঁঠা ও পায়রা বলির প্রচলন আছে। (চলবে)

দেবী বলির রক্তে তুষ্ট হন। রক্তরঙা মহালক্ষ্মীর পাশে হলুদ রঙের ইন্দ্র দেবতার পুজোরও চল আছে। দেবরাজ ইন্দ্র হাতির পিঠে চেপে থাকেন। তাঁর হাতে থাকে বজ্র। ১৮৮৯ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই কোচবিহারের বাসিন্দাদের মঙ্গল কামনায় এবং মহারাজাদের ধনসম্পদ লাভের আশায় এই মহালক্ষ্মীর পুজো শুরু হয়েছিল।



দেবীর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তার গায়ের রঙও পরিবর্তিত হয়। ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীর গায়ের রং কৃষ্ণাভ। দেবী স্বর্ণ-হলুদ বর্ণ ধারণ করেন যখন তিনি ধনসম্পদের দেবী। আর যখন মাতৃত্বের প্রতীক তখন তাঁর গা থেকে বিচ্ছুরিত হয় গোলাপি আভা। দেবী লক্ষ্মী নারী শক্তিরই এক রূপ। দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির প্রতীক অসুরকে দমনকালে উগ্রচণ্ডীর রূপ ধারণ করেছিলেন। আর অসুরকে নিধনের পর পৃথিবীকে শান্তি, ঐশ্বর্য ও সম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ধীরে ধীরে লক্ষ্মীদেবী নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই তিনি শস্য ও সম্পদের দেবী। সানন্দ চিত্তে আমরা তাঁর আরাধনা করি। দেবীর প্রণামমন্ত্র– 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে/ সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্তু তে।' হে পদ্মধারিণি, হে পদ্মবাসিনি, হে শুভপ্রদে, হে মহালক্ষ্মী, তুমি বিশ্বরূপের অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর ভার্য্যা। তুমি আমাকে সকল দুঃখ থেকে রক্ষা কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি। একটি পারিজাত ফুলের মালা দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র মালাটি ঐরাবতের মাথায় পরিয়ে দেন। ঐরাবত মালাটি ছিঁড়ে ফেলে। দুর্বাসা রেগে যান এবং তিনি অভিশাপ দেন যে স্বর্গ লক্ষ্মীহীন হবে। নারায়ণের অনুমতি নিয়ে লক্ষ্মী স্বর্গ থেকে চলে যান এবং সমুদ্রকন্যা হয়ে জন্ম নেন। এরপর সেই সমুদ্র মন্থনের কাহিনি। ধীরে ধীরে পদ্মহস্তে দেবী লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য সুরাসুরের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে শ্রীবিষ্ণু মায়া বিস্তার করে লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীহীন স্বর্গ লক্ষ্মীময় হয়ে ওঠে। ইন্দ্রের লক্ষ্মীস্তুতিতে লক্ষ্মী তুষ্ট হন। দেবরাজ ইন্দ্র বলছেন, তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা। তুমিই সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা শ্রদ্ধা, সরস্বতী। তুমিই যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, বিমুক্তি-ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা।

যে বেদিতে দুর্গাপুজো হয় সেই বেদিতেই সাতদিন পরে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজো হয়। মুদ্রা অথবা ধানের শীষের মাধ্যমে লক্ষ্মীর পুজো হয়। বহু জায়গায় বহুরকম ভাবে লক্ষ্মীর পুজো হয়। কখনো ঘটে পুজো, কখনো বা কলাগাছের থোড় কেটে তাতেই দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কলাগাছে লাল কাপড় জড়িয়ে লক্ষ্মীপুজোর রীতি আছে বাংলাদেশে। এক গোছা ধানগাছকে লাল চেলি কাপড় পরিয়ে লক্ষ্মীজ্ঞানে পুজো করা হয়। সিঁদুর কৌটো এবং শাঁখা পলা এই পুজোর উপকরণ। লক্ষ্মীর সরা আজ অনেক বাড়িতেই দর্শনীয় উপকরণ হিসাবে থাকলেও লক্ষ্মীসরা অনেক বাড়িতেই পুজো হয়ে থাকে। বঙ্গদেশের মানুষ বিশ্বাস করেন কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে দেবী লক্ষ্মী ঘুরে ঘুরে দেখেন কে অত্যন্ত আকুল হয়ে তাঁর জন্য রাত জাগছে। তাঁর নামে ধূপ-দীপ জ্বালছে? কুটিরে আলপনা দিয়ে সাজিয়ে রেখে দেবীর আবাহন গান গাইছে–'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারই ঘরে থাকো আলো করে।' কোজাগরী রাত জেগে অপেক্ষায় থাকে ভক্তের দল।

কো জাগর্তি এই কথাটি থেকেই কোজাগরী শব্দের উৎপত্তি। পটচিত্রে লক্ষ্মীপুজোর অপূর্ব সম্বন্ধ আছে কোজাগরীর সঙ্গে। কার্তিক মাসের দীপাবলির অমাবস্যার রাত হল কালীপুজোর রাত। সেদিনও দেবী লক্ষ্মীর আবাহন করা হয়। আর কলহপ্রবণা অলক্ষ্মীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। ভয়ানক অন্ধকার থেকে দেবী লক্ষ্মী ক্রমশ মানুষকে আলোর পথ দেখান।

সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বাহন হল পেঁচা। ধানের শত্রু ইঁদুরকে সংহার করে ধান রক্ষায় সাহায্য করতে পারে একমাত্র পেঁচা। তাই লক্ষ্মী তাঁর বাহন হিসাবে পেঁচাকে গ্রহণ করেছেন।

লক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র হল–'পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ শৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ/পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং।/ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং/রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।' লক্ষ্মীর দক্ষিণ ভাগে পাশ অস্ত্র ও জপমালা। বাম ভাগে পদ্ম ও অঙ্কুশ। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। তিনি ত্রিভুবনের মাতা। গৌরবর্ণা, সুরূপা ও সকল অলংকারে ভূষিতা। তাঁর বাম হাতে রয়েছে স্বর্ণপদ্ম এবং তিনি ডান হাতে বর দান করছেন।

দেবী লক্ষ্মীর প্রার্থনামন্ত্র– 'নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।/ যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ।।' হে হরিপ্রিয়ে, তুমি সকল প্রাণীকে বর প্রদান করে থাকো, তোমাকে আমি প্রণাম করি। যারা তোমার শরণাগত হয়, তাদের যে গতি, তোমার পুজোর ফলে আমার যেন সেই গতি হয়। আচমন করে এবার পুজোয় বসা যাক।

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন





শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার ৬ উপায়

মুফতি ওমর বিন নাছির

(গত সংখ্যার পর)

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই।

২. নিয়মিত নামাজ আদায় ও কোরআন তিলাওয়াত করা

নামাজ মুমিনের জীবনে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। নিয়মিত নামাজ মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয় এবং অন্যায় থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করে।অন্যদিকে, কোরআন তিলাওয়াত মানুষের অন্তরে ঈমানি চেতনা জাগ্রত করে এবং সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

৩. আল্লাহর জিকির ও ইস্তিগফারে অভ্যস্ত হওয়া

আল্লাহর স্মরণ মানুষের অন্তরকে প্রশান্ত করে এবং তাকে নিজের দায়িত্ব ও পরিণতি সম্পর্কে সচেতন রাখে। বিপরীতে, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে পড়লে মানুষ অনেক সময় প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পাপের দিকে ঝুঁকে যায়। এ কারণে মুমিনের উচিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহকে স্মরণ করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' (সুরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮)



আল্লাহর জিকিরের মধ্যে রয়েছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন জিকির ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দোয়াগুলো নিয়মিত পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

৪. রাগ ও উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখা রাগ মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন রাগ অনেক সময় মানুষকে এমন কথা বলতে কিংবা এমন কাজ করতে প্ররোচিত করে, যার জন্য পরে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়। পারিবারিক কলহ, সম্পর্কের অবনতি, অন্যকে অপমান করা এবং অন্যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনেও অনেক সময় রাগের ভূমিকা থাকে।

শয়তান এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে বিরোধ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়। সুলাইমান ইবনে সারদ (রা.) থেকে বর্ণিত, দুজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে বিবাদে জড়িয়ে পড়লে তাঁদের একজন প্রচণ্ড রাগান্বিত হন। তখন নবীজি (সা.) বলেন, 'আমি এমন একটি বাক্য জানি, যা সে বললে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। যদি সে বলে, 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, তাহলে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩২৮২)

৫. গুনাহের পর নিরাশ না হয়ে দ্রুত তওবা করা

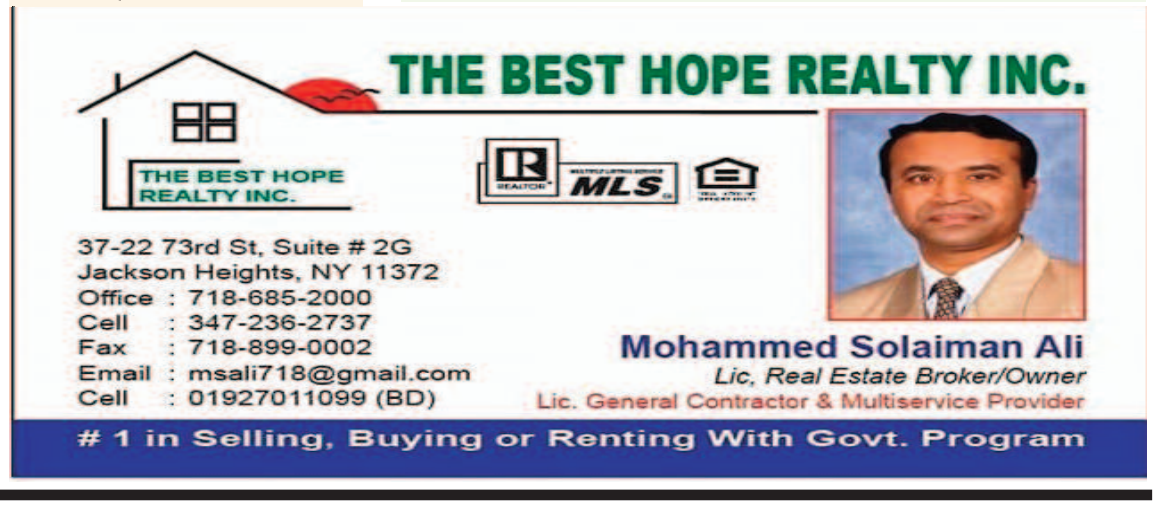
শয়তানের প্রতারণার একটি ভয়ংকর দিক হলো, সে মানুষকে প্রথমে পাপের দিকে প্রলুব্ধ করে, এরপর সেই পাপের কারণে তাকে হতাশ করে তোলে। সে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, তার গুনাহ এত বেশি হয়ে গেছে যে আল্লাহ আর তাকে ক্ষমা করবেন না। অথচ এটি শয়তানের আরেকটি প্রতারণা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তওবার মাধ্যমে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলুন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা : জুমার, আয়াত : ৫৩)

৬. সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা এবং পাপের পরিবেশ থেকে দূরে থাকা

মানুষের চিন্তা, অভ্যাস ও আচরণ গঠনে সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো মানুষের সাহচর্য মানুষকে নেক আমলে উৎসাহিত করে, ভুল থেকে সতর্ক করে এবং বিপদের সময় সঠিক পরামর্শ দেয়। অন্যদিকে, অসৎ সঙ্গ মানুষকে ধীরে ধীরে গুনাহের প্রতি অভ্যস্ত করে তুলতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১১৯)

সুতরাং এমন মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা উচিত, যারা নামাজ, সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, হালাল উপার্জন ও আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করেন। পাশাপাশি এমন পরিবেশ, বিনোদন, অভ্যাস ও যোগাযোগ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে, যেগুলো বারবার পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করুন, নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



শেখ হাসিনাকে সমর্থনের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টার্গেট করা হচ্ছে: এইচআরডব্লিউ

ঢাকা,সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে শাস্তি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

সংস্থাটি বলেছে, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কিংবা কারও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দেয়া হলে তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত মতপ্রকাশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতার লঙ্ঘন।

বুধবার (৪ নভেম্বর) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এইচআরডব্লিউ বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের বরখাস্ত, সাময়িক বহিষ্কার এবং পাঠদানে বিধিনিষেধ আরোপের মতো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

এসব পদক্ষেপের পেছনে অভিযোগ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, তারা হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের সহিংসতায় সহযোগিতা করেছেন, দলটির পক্ষে 'ধ্বংসাত্মক' কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন কিংবা ইসলামি পোশাক পরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগের সদস্য ও সমর্থক বলে অভিযোগ থাকা শত শত শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

এইচআরডব্লিউর এশিয়াবিষয়ক উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক বিতর্কের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এমন বিতর্কে ভয় পাওয়ার কথা কেবল স্বৈরশাসকদের, ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গঠিত কোনো সরকারের নয়। অতীতের দমন-পীড়নের অধ্যায় পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার বদলে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে একই ধরনের আচরণ পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়।

এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, তারা এক ডজনের বেশি ভুক্তভোগী শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠিপত্র, টেলিভিশনে প্রচারিত একটি আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিও পর্যালোচনা করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারে বহিষ্কার, পরীক্ষার সনদ আটকে রাখা এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশে বাধা দেয়ার বিষয়ও উঠে এসেছে।

২০২৬ সালের আগস্টে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আওয়ামী লীগপন্থি শিক্ষকদের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অন্তত ৪০৪ জন শিক্ষককে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এইচআরডব্লিউকে বলেন, ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন না করা আওয়ামী লীগপন্থি শিক্ষকদের মিথ্যা অভিযোগে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'এখন যা ঘটছে তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগঘনিষ্ঠ এবং ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন না করা শিক্ষকদের মিথ্যা অভিযোগে টার্গেট করছে। আমাদের ক্লাস নিতে দেয়া হচ্ছে না, গবেষণা করতে পারছি না, কিছুই করতে পারছি না।'

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র আন্দোলন দমনে পুলিশের নৃশংস অভিযানে শত শত মানুষ নিহত হয়েছেন। ওই আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান।

পরবর্তী সময়ে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় ফেরে। এর আগে ২০২৫ সালের মে মাসে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

এইচআরডব্লিউ বলেছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া এবং অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ঘটনা অতীতেও ঘটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নিয়োগ পাওয়া কর্তৃপক্ষ ৪৪ জন শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। আরও ২৫ জনের পাঠদানের দায়িত্ব সীমিত করা হয়। স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য শৃঙ্খলামূলক তদন্ত ছাড়াই এসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে এইচআর-ডব্লিউ। পরে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছয় শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। আরও ১৪ শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই ধরনের তদন্ত শুরু হয়েছে।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'তদন্ত কমিশন' গঠনের পর ১২ জন শিক্ষককে বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত কিংবা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। আরও ৩৪ জনের পদাবনতি করা হয় অথবা তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত করা হয়েছে। তবে এসব পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনস্বীকৃত শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়া মেনে নেয়া হয়েছে বলে মনে হয়নি।

ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তের পর ১২ জন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত এবং আরও ১০ জনকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষকদের অভিযোগ, তদন্তের শুনানিতে তাদের অংশ নিতে দেয়া হয়নি। এ ছাড়া আরও ৮৫ জন শিক্ষককে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এইচআরডব্লিউর অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, সব মিলিয়ে ২০টির বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১২৬ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করে এবং তাদের পরীক্ষার সনদ আটকে রাখে।

কমিটির দাবি ছিল, এসব শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলায় জড়িত থাকার ছবি, ভিডিও কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগপন্থি আরও ২৭৭ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মামলা করা হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় তারা ক্যাম্পাসে আসছেন না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের অনেকেই সহিংসতায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক সুযোগ দেয়নি।

শাস্তির মুখে পড়া শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মশিউর রহমান। ২০১৭ সাল থেকে তিনি অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তাকে সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর একটি হলো, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি টেলিভিশন আলোচনায় তিনি ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করে একে 'অবৈধ, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক' বলেছিলেন। তবে এইচআরডব্লিউ ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও পর্যালোচনা করে এমন কোনো মন্তব্যের প্রমাণ পায়নি।

আরেকটি অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এক বৈঠকে তিনি 'গণহত্যায় উসকানি' দিয়েছিলেন। তবে ওই বৈঠকটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজন করেছিল এবং সব উপাচার্যের জন্য এতে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

মশিউর রহমান এইচআরডব্লিউকে বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ তাকে দেখানো হয়নি। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০২৬ সালের ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে স্থায়ীভাবে সাময়িক বরখাস্তের সুপারিশ করে। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল ভিত্তি হলো ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগপন্থি একটি মিছিলে অংশ নেয়া। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার এক দিন আগে ওই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে মিছিলটিকে 'সন্ত্রাসী' মিছিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ফেসবুক পেজে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট প্রকাশিত একটি ভিডিও এইচআরডব্লিউ বিশ্লেষণ করেছে। এতে দেখা যায়, একদল মানুষ ক্যাম্পাসে স্লোগান দিতে দিতে হাঁটছেন। তবে ভিডিওতে সরাসরি কোনো সংঘর্ষের দৃশ্য দেখা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক পূর্বা ইসলামকে ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট ওই মিছিলে 'স্লোগান দেয়ার' অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, তিনি 'ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নিপীড়ন, নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতি সমর্থন' জানিয়েছেন। তবে এইচআরডব্লিউ পর্যালোচিত ভিডিওতে তাকে স্লোগান দিতে দেখা যায়নি।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমেল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস বিভাগের অধ্যাপক ইয়াহিয়া খন্দকারকেও ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ক্যাম্পাসে শেখ হাসিনার 'গণহত্যার পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান' নিয়েছিলেন।

তবে ইয়াহিয়া খন্দকার বলেছেন, পুরো আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকায় পরিবারের সঙ্গে ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না। হাইকোর্ট তার বরখাস্তের আদেশ স্থগিত করেছেন। তবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এর বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

এদিকে, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিন শিক্ষাবিদের দণ্ড হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন কারাগারে রয়েছেন। আরেকজনের বিচার এখনো বাকি।

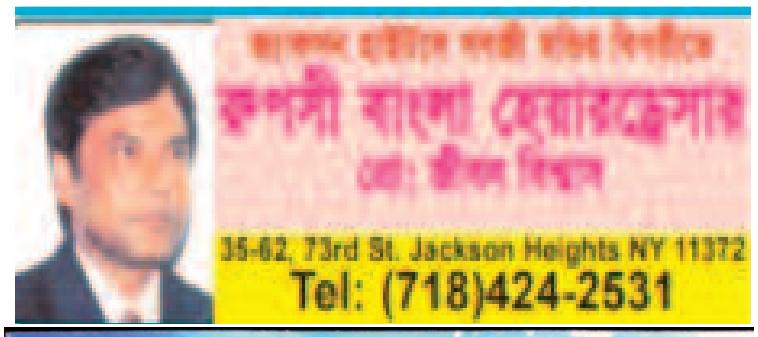
মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, আগের সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে সমর্থন করার কারণে কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা প্রমাণ করবে যে বাংলাদেশে মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় এমন জায়গা হওয়া উচিত, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারবেন; যে জায়গায় দিনের ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি সমর্থন চাপিয়ে দেয়া হবে, তা নয়।

যে কারণে ইকবাল সোবহানকে আটক করা হলো

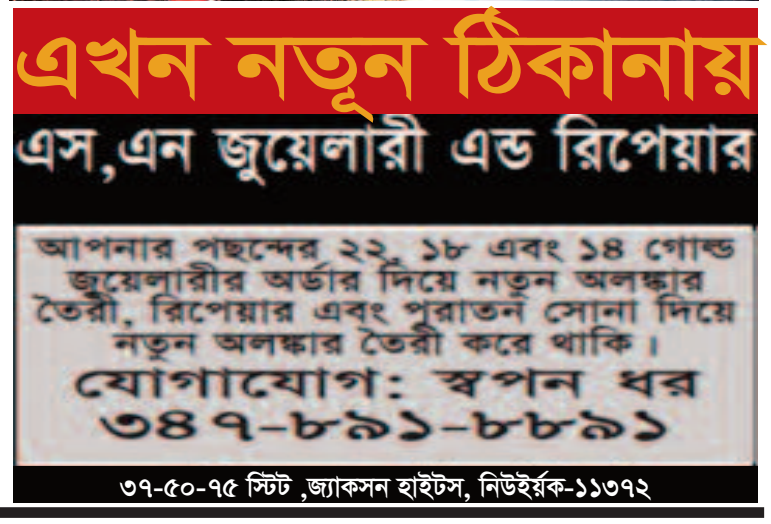
ঢাকা,রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত ডিবিসি নিউজের কার্যালয় থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য উপদেষ্টা ও ডিবিসি নিউজের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং ডিবিসি নিউজের ক্রাইম চিফ রাজিব ঘোষকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে তাদের মহাখালীতে অবস্থিত ডিবিসি কার্যালয় থেকে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে রাজধানীর মিন্টো রোডে অবস্থিত ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. আখতার হোসেন বলেন, একটি নিউজ প্রচারকে কেন্দ্র করে সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ওই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ডিবি পুলিশ বিষয়টি জানতে পারে এবং ঘটনাস্থলে যায়। পরে ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও রাজিব ঘোষকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে তাদের সঙ্গে ডিবি পুলিশ কথা বলছে। তাদের নিরাপদে হেফাজতে নিয়ে ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত তাদের আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তার কাছে নেই জানিয়ে তিনি বলেন, পরবর্তী বিষয়গুলো পরে জানানো হবে।এর আগে গত ১৫ এপ্রিল পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার সময় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে। সেদিন সৌদি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তার জেদ্দা যাওয়ার কথা ছিল। তবে কী কারণে তাকে বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।



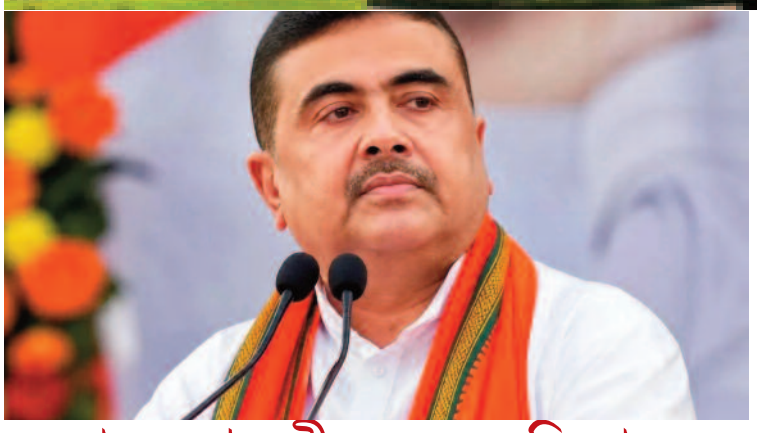






অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা



নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ও সজ্জন জিন্দালের সাক্ষাৎ, কী কথা হল দু'জনের?

কোলকাতা ডেস্কঃ বাংলায় শিল্প সম্ভাবনা যে আরও উজ্জ্বল তা এদিন স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষ্মীবারে শিল্পনীতি ঘোষণা করবে শুভেন্দু সরকার। তার আগে বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জেএসডব্লিউ গ্রুপের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দালের বৈঠক। বাংলায় শিল্প সম্ভাবনা যে আরও উজ্জ্বল তা এদিন স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বুধবার রাতে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, "সজ্জন জিন্দাল দেখা করেছেন। বড় বিনিয়োগ হচ্ছে। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মেদিনীপুরে পাওয়ার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিটের ভূমিপুজো হবে।" স্বাভাবিকভাবে ওই প্রকল্পে কর্মসংস্থান হবে অনেক। আবার সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে রাজ্য সরকারের সমস্ত শর্ত মেনে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে জিন্দল গোষ্ঠী। হার্ট ইউনিট, শিশুদের এসএনসিইউয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উন্নয়ন হবে। সরকারি শর্ত অনুযায়ী হাসপাতালের মানোন্নয়নই লক্ষ্য। এছাড়া রাজ্যের পুরনো মন্দির সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, শিল্প টানতে এর আগে প্রতি বছর কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করত পূর্বতন তৃণমূল সরকার। তবে তা সত্ত্বেও রাজ্যে সেভাবে শিল্প আসেনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশে গিয়ে লগ্নি আনার কথাও বলেছেন বহুবার। তা সত্ত্বেও রাজ্যে শিল্পখরা মেটেনি। ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির একটাই লক্ষ্য শিল্পখরা কাটিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন। কারণ, শিল্প ছাড়া একটি রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিল্প এবং কর্মসংস্থানে দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। বুধবার সজ্জন জিন্দাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের নির্যাসও যেন সেই বার্তাই দেয়।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জোর চর্চা।

দুই শিবিরে বিভক্ত এনসিপি-র মিলন জল্পনা নিয়ে যখন 'উথাল-পাথাল' জাতীয় রাজনীতি, তখন শরদ পওয়ারকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিকভাবে এনসিপি প্রধানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি। তবে শরদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিঠল মানিয়ার জানান, ফোনালাপে শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ চালানোর বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সম্প্রতি পুণেতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিঠল। তিনি বলেন, "আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী সাহেবের (শরদ) স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী সাহেবকে বিশ্রামের আর্জি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সুপ্রিয়া এখন প্রস্তুত। সুপ্রিয়া এবং আমরা সবাই মিলে দেশ সামলে নেব। আপনি বিশ্রাম নিন।" বিঠল আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শরদ জানান, তিনি বিশ্রামই নিচ্ছেন। দেশ নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই।" বিঠলের কথায়, "সাহেব মোদিকে জানান, আপাতত তিনি বিশ্রামে রয়েছেন। তাঁরা সবাই যখন আছেন, তখন দেশ নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই।" তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সুপ্রিয়ার মোদি মন্ত্রিসভায় যোগের জল্পনা বেশ কয়েকমাস ধরেই চলছে। তাহলে সেই জল্পনায় কি শীঘ্রই সিলমোহর পড়তে চলেছে? এই প্রশ্নটিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে? অন্যদিকে, স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শরদ। তবে এনসিপি প্রধান বা মোদি কেউই তাঁদের কথোপকথনের বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শরদ। কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলার পর বুধবার তিনি ছাড়া পান।

এদিকে, গত সোমবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন এনসিপি নেতা (অজিত পওয়ার গোষ্ঠী) প্রফুল প্যাটেল, সুনীল তটকরে, ছগন ভুজবল, দিলীপ ওয়ালসে প্যাটেল, ধনঞ্জয় মুন্ডের মতো নেতারা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সেই বৈঠকে ছিলেন না প্রয়াত অজিতের স্ত্রী তথা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার এবং তাঁর পুত্র পার্থ পওয়ার। সূত্রের খবর, তাঁদের বাদ দিয়েই শরদ পওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি-র সঙ্গে 'সংযুক্তি'র সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে শাহের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, দুই গোষ্ঠীর জুড়ে যাওয়ার পর এনসিপি-র বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে শরদ-মোদির ফোনালাপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাহলে কি দুই এনসিপির মিলন এবং শরদের এনসিপি গমন কি শুধুই সময়ের অপেক্ষা? যদিও মোদি-শরদের এই ফোনালাপকে 'সৌজন্যমূলক' বলেই ব্যখ্যা করছেন এনসিপি (শরদ গোষ্ঠী) এবং বিজেপি শিবির।

রাহুলের আদেশ অমান্য! রামলীলায় গরহাজির ৫০০ নেতাকে বিরাট শাস্তি দিচ্ছে কংগ্রেস

রাহুল গান্ধীর নির্দেশ ছিল, প্রত্যেককে হাজিরা দিতে হবে রামলীলা ময়দানে। 'না' বলা যাবে না। এমন কড়া নির্দেশিকা সত্ত্বেও দিল্লির কর্মসূচিতে গরহাজির কংগ্রেসের একঝাঁক নেতাকর্মী।

রাহুল গান্ধীর নির্দেশ ছিল, প্রত্যেককে হাজিরা দিতে হবে রামলীলা ময়দানে। 'না' বলা যাবে না। এমন কড়া নির্দেশিকা সত্ত্বেও দিল্লির কর্মসূচিতে গরহাজির কংগ্রেসের একঝাঁক নেতাকর্মী। তার জেরে এবার কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে হাত শিবির। সূত্রের খবর, দেশজুড়ে যুব কংগ্রেসের (ণড়ঁঃয ঈড়হমৎবংং) অন্তত ৫০০ নেতাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই শাস্তির কোপে পড়েছেন অন্তত ৮০ জন।

জানা গিয়েছে, যুব কংগ্রেসের কর্মীদের হাজিরার হিসাব রাখার জন্য বারকোডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল রামলীলা ময়দানে। ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেসের অ্যাপে প্রত্যেক পদাধিকারী এবং তাঁদের সঙ্গী দলীয় কর্মীদের হাজিরা নথিভুক্ত করা হয়। রবিবার সভা শেষে যুব কংগ্রেস জানিয়েছে, অন্তত পনেরো হাজার কর্মী এসেছিলেন মিছিলে। কিন্তু অ্যাপে নাম নথিভুক্ত করেছেন মাত্র ২৮৩১ জন। তারপর থেকেই দলের অন্দরে প্রশ্ন, উপস্থিতির সংখ্যায় এতখানি হেরফের হয় কী করে? যুব কর্মীদের একাংশ জানান, ওই এলাকায় ইন্টারনেটের গতি কম থাকার কারণে অনেকেই রেজিস্টার করাতে পারেননি।

কিন্তু নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও দেশজুড়ে যুব কংগ্রেসের বহু পদাধিকারী রামলীলা ময়দানে যাননি। তাঁদের বিরুদ্ধে এবার খড়্গহস্ত হবে দল, জানিয়ে দিয়েছেন দলের প্রেসিডেন্ট উদয়ভানু চিব। সূত্রের খবর, কোন রাজ্য থেকে কতজন পদাধিকারী গরহাজির ছিলেন তার তালিকা তৈরি হচ্ছে। যারা উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারছেন না, তাঁদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশের ৬০ জন, হিমাচল প্রদেশের ১৩জন এবং হরিয়ানার ১০ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এই সাসপেনশনের সংখ্যাটা পাঁচশোয় পৌঁছতে পারে। বাংলার বেশ কয়েকজন যুবনেতার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী শিবিরের ভোট বঁাচাও, দেশ বাঁচাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল ইন্ডিয়া জোট। সেখানে ইন্ডিয়া জোটের একাধিক নেতা হাজির ছিলেন। সভায় লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হয়েছিল বলে দাবি কংগ্রেসের। যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ বিজেপি। তাদের দাবি, এআই দিয়ে ভিড়ের ছবি বানাচ্ছে হাত শিবির।



শরদের এনসিপি কি এ বার বিজেপির সহযোগী হচ্ছে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি মোদীর মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাচ্ছেন সুপ্রিয়া

কোলকাতা ডেস্কঃ জল্পনা শুরু হয়েছিল গত রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সভায় 'বক্তৃতা বিভ্রাটের' পর থেকেই। বুধবার তা নতুন মাত্রা পেল। মহারাষ্ট্রে বিজেপির সহযোগী দল আরপিআই(এ)-র প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস অঠওয়ালে দাবি করলেন শরদ পওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি) শীঘ্রই বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবে। এমনকী, শরদের কন্যা তথা সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেতে পারেন বলে জানিয়ে অঠওয়ালে বলেন, ''এমনটা হলে আমি খুবই খুশি হব।''

ঘটনাচক্রে, শরদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিঠল মানিয়া জানিয়েছেন এনসিপি প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে মোদীর টেলিফোনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ''সাহেবের (শরদ) স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিয়া এখন প্রস্তুত। আমরা সবাই মিলে দেশ সামলে নেব। আপনি বিশ্রাম নিন'।" রবিবার রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডিয়া'র সভায় সিপিআইএমএল লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এবং দলের ছাত্র সংগঠন 'আইসা'র নেত্রী নেহা বোরা দু'জনেই বক্তৃতার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শরদ পওয়ারের কন্যা তথা এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এবং উদ্ধব ঠাকরপন্থী শিবসেনা (ইউবিটি)-র সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে 'সময়ের অভাবে' বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রে বিরোধী জোট 'মহাবিকাশ আঘাড়ী'র অন্দরে উষ্মার আঁচ মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে জল্পনা তৈরি হল শরদের 'ইন্ডিয়া' ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রামলীলার সভার পরদিনই মহারাষ্ট্রে এনসিপি (অজিত পাওয়ার)-র প্রফুল পটেল, সুনীল তটকরে, ছগন ভুজবল, দিলীপ ওয়ালসে পাটিল, ধনঞ্জয় মুন্ডের মতো প্রভাবশালী নেতারা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন। সূত্রের খবর, প্রয়াত অজিতের স্ত্রী তথা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার এবং তাঁর পুত্র তথা এনসিপির রাজ্যসভা সাংসদ পার্থ পওয়ারকে বাদ দিয়ে শরদের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি)-র সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার 'সম্ভাবনা' নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ওই বৈঠকে। মিলনের পরে দুই সংযুক্ত এনসিপি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিও জোটে যোগ দেবে বলেও প্রফুলরা সে দিন শাহকে প্রতিশ্রুতি দেন বলে প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি। বস্তুত, গত কয়েক মাস ধরেই প্রয়াত অজিতের স্ত্রী সুনেত্রার সঙ্গে প্রফুল-ছগনদের মতবিরোধ নিয়ে জল্পনা চলছে মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে। সূত্রের খবর, দলের একাংশ শরদ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে শামিল হওয়ার পক্ষে। কিন্তু তাতে আপত্তি রয়েছে সুনেত্রা এবং তাঁর পুত্র পার্থের।

পুণের রুবি ক্লিনিক হল থেকে ছাড়া পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসুস্থতা বাড়ায় বুধবার রাতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসাপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে শরদকে।



নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD
Board Certified Internal Medicine
Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



ডেমোক্র্যাটদের ভূমিধস বিজয়

।মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচার পর্বে দেশবাসীকে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'ব্যালট পেপারে আমার নাম রয়েছে, এটা ধরে নিয়ে ভোট দিন'। তার উত্তরে এমন সব জায়গায় তাঁর প্রার্থীরা হেরেছেন, যেগুলি দশকের পর দশক ধরে রিপাবলিকানদের গড়। যেমন, কানসাস। ১৯৩০-এর দশকের পরে এই প্রথম সে রাজ্যের সেনেট আসন ডেমোক্র্যাটদের দখলে গেল। টেক্সসেও ১৯৮৮ সালের পরে সেনেটে হারল রিপাবলিকানেরা। শুধু তা-ই নয়, টেক্সসের গভর্নর পদও ডেমোক্র্যাটদের দখলে গিয়েছে। তিন বারের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে হারিয়েছেন জিনা হিনোজোসা। ট্রাম্প জমানায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে আসা মানুষজন এবং গ্রামীণ জনতার মধ্যে রিপাবলিকানদের প্রভাব বেড়েছিল। এক রাতে সব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে।

আইওয়া, কানসাস, মেইনে, উত্তর ক্যারোলাইনা, দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, ওহাইয়ো এবং টেক্সস–সেনেটের এই সাতটি আসন ডেমোক্র্যাটরা ছিনিয়ে নিয়েছে রিপাবলিকানদের কাছ থেকে। নিজেদের দখলে থাকা একটা আসনও হারেনি। হাউস অফ রিপ্রেজ়ন্টেটিভসের ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ২৫টি রিপাবলিকানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। এটা ঠিক যে, আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন শাসকদলের পক্ষে সাধারণ ভাবে খারাপই যায়। হাউস অফ রিপ্রেজ়ন্টেটিভসের স্পিকার, রিপাবলিকান মাইক জনসনের কথায়, ''হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে গেলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের গত একশো বছরের ইতিহাস যে পাল্টে ফেলতে হবে সেটা আমরা জানতাম।'' কিন্তু আমেরিকার ভোটারেরা যে তীব্রতার সঙ্গে ট্রাম্পের দলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, স্মরণকালে তার নজির নেই। ফলে 'প্রত্যাশিত' হারেও 'হতাশা' গোপন রাখেননি জনসন।

ধ্বস্ত 'ট্রাম্পইজ়ম', পরাস্ত ঘনিষ্ঠরাও

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ইতিহাস বলছে গত এক শতাব্দীর মধ্যে মাত্র তিন বার ক্ষমতাসীন দল জয়ী হয়েছে– ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজ়ভেল্ট প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ১৯৩৪ সালে। বিল ক্লিন্টনের জমানায় ১৯৯৮ সালে এবং জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রেসিডেন্ট পর্বে ২০০২ সালে। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে হাউস অফ রিপ্রেজ়ন্টেটিভসে হেরে গেলেও সেনেটে একটি আসন বেড়েছিল রিপাবলিকানদের। এ বার হাউস অফ রিপ্রেজ়ন্টেটিভসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে বিভিন্ন রাজ্যে আসন পুনর্বিন্যাসের মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন ট্রাম্প। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং আইনি বাধার মুখে পড়ে পিছু হটতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু যে সব আসনের সীমানা পাল্টাতে পেরেছিলেন, তাদেরও অনেকগুলিতে হইহই করে জিতেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। টেক্সসে পুনর্বিন্যাস করা পাঁচটি আসনের বেশির ভাগই তাঁদের দখলে।

বিপুল বিপর্যয়ের দায় এড়ানোর চেষ্টা হোয়াইট হাউস ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ট্রাম্পের দাবি, তিনি নিজে লড়লে বিপুল ভোটে জিততেন। তবে এ দিন স্বভাবের বাইরেও



পা ফেলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সাধারণ ভাবে ভোটে হারলে তাকে কারচুপি, জালিয়াতি বলে উড়িয়ে দেওয়া ট্রাম্পের মজ্জাগত। ২০২০-র প্রেসিডেন্ট ভোটে জো বাইডেনের কাছে হার এখনও স্বীকার করেননি। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে ফক্সনিউজ়কে দেওয়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারে সেই অভিযোগ তোলেননি। উল্টে ডেমোক্র্যাটদের প্রশংসা করেছেন। স্বীকার করেছেন, এই হারের জন্য তাঁর ইরান নীতি খানিকটা হলেও দায়ী। ইজ়রায়েলের চাপে ইরানের উপরে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ, তার জেরে তেলের মূল্যবৃদ্ধি, বাজারের চড়া দাম আমেরিকার গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিমুখ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই সামগ্রিক ছবি নয়। অনেকেই বলছেন, এই হার 'ট্রাম্পইজ়ম'-এরও। ট্রাম্পের নিজের বাছাই করা, সমর্থন করা রিপাবলিকান প্রার্থীদের হারের তালিকা দিকে দিকে দীর্ঘ। ওহাইয়োর গভর্নর পদে লড়া বিবেক রামস্বামী বা টেক্সসের সেনেটর পদের প্রার্থী কেন প্যাক্টনেরা আচারে-আচরণে ট্রাম্পকেই অনুসরণ করেছিলেন। সেই ঔদ্ধত্য, সেই কটু কথা, সেই বিপক্ষকে নস্যাৎ করা, অপমান করা। তাঁরা সকলেই ধরাশায়ী।

স্বৈরাচারের জবাব দিল আমেরিকা?

বুধবার মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল স্পষ্ট হওয়ার পরে হাউস অফ রিপ্রেজ়েন্টেটিভসের ডেমোক্র্যাটিক মাইনরিটি লিডার হাকিম জেফ্রিস বলেন, ''আমেরিকার মানুষ স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জঙ্গিয়ানা তাঁরা আর সহ্য করবেন না।'' জনসনের জায়গায় জেফ্রিসেরই এখন স্পিকার হওয়ার সম্ভাবনা। নিউ ইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক সেনেটর চাক শুমারের মন্তব্য, ''আমেরিকার জনগণকে একটা কথাই বলতে চাই, স্বস্তি আসছে।'' গত দু'বছর ধরে ট্রাম্পের দাপটের কাছে কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যেরা কার্যত কুঁকড়ে ছিলেন। ইরান আক্রমণ থেকে শুল্কযুদ্ধ, প্রেসিডেন্টের যথেচ্ছাচারের নীরব দর্শক ছিল মার্কিন কংগ্রেস। ডেমোক্র্যাটদের জয়ে ছবিটা পাল্টাবে। ট্রাম্পের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘাত অনিবার্য। জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে নতুন কংগ্রেস তৈরি হওয়ার পরে প্রেসিডেন্টের অপছন্দের বিল পাস করাতে সেনেট বা হাউসের সামনে আর কোনও বাধা থাকবে না। এবং প্রায়শই সেটা হবে, ধরেই নেওয়া যায়।

তখন কী করবেন ট্রাম্প?

ট্রাম্পের 'স্বৈরাচারী' শাসনপদ্ধতির সঙ্গে এই শোচনীয় পরাজয় একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁর শাসনের মূল হাতিয়ার হল 'ভয়'। হয় কর্তৃত্ব মেনে নাও, শর্ত মেনে কাজ করো, না হলে ফল ভোগার জন্য প্রস্তুত থাকো। ক্ষমতা সম্পর্কে এই মূল দর্শন মেনেই ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়েছেন ট্রাম্প। তুলে এনে জেলবন্দি করেছেন সার্বভৌম দেশের প্রেসিডেন্টকে। ইরানে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন সে দেশের সর্বাধিনায়ক আয়াতোল্লা খামেনেইকে। অর্ধেক পৃথিবীর উপরে জারি করেছেন শাস্তিমূলক শুল্ক। মঙ্গলবার রাতে এই দর্শনটাই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। এই বাস্তবতার সঙ্গে ট্রাম্প কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন, সেটাই প্রশ্ন।

ভেটো-বার্তায় নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস?

ভোটের গতিপ্রকৃতি যখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখনই সমাজমাধ্যমে একটি ছবি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট– রিপাবলিকান পার্টির লাল টুপি। তাতে সাদা রঙে লেখা 'ভেটো'। পরে সংবাদমাধ্যম এনবিসি-কে দেওয়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারে বলেই দিয়েছেন, ''আমি মিস্টার ভেটো হয়ে যাব।'' আমেরিকার সংবিধানের ১ নম্বর অধ্যায়ের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হওয়া সব বিল প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে। তিনি সহমত হলে সই করবেন। না হলে আপত্তির কারণ জানিয়ে ফেরত পাঠাবেন। প্রেসিডেন্টের ভেটো দেওয়া বিল পাস করাতে হলে সেনেট এবং হাউস দু'জায়গাতেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। ১০০ সদস্যের সেনেটে সংখ্যাটা ৬৭। ৪৩৫ আসনের হাউসে ২৯০। এতটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনও কক্ষেই ডেমোক্র্যাটদের নেই। ফলে রিপাবলিকান জনপ্রতিনিধিদের বড় অংশ পাশে না দাঁড়ালে প্রেসিডেন্টের 'ইচ্ছা'র বিরোধিতা করা মার্কিন কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৭৮৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৫৯৯ বার ভেটো দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা। মাত্র ১১২ বার খারিজ হয়েছে সেই ভেটো।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করা, সে তিনি যতই জনপ্রিয়তা হারান না কেন, মোটেই ছেলেখেলা নয়। মার্কিন কংগ্রেসে বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও নয়। আমেরিকার বিদেশনীতির উপরে এখনও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ থাকবে ট্রাম্পের। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ করা বা গ্রিনল্যান্ড দখল করার চেষ্টা থেকে তাঁকে বিরত করার ক্ষমতা মার্কিন কংগ্রেসের থাকবে না।



জাতীয় নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের প্রশ্নে শেষ কথাও ট্রাম্পই বলবেন। তাঁর নির্দেশেই এফবিআই, সিআইএ-র মতো বিভিন্ন এজেন্সি চলবে। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে ব্যবসা-বাণিজ্যে, শেয়ার বাজারের ওঠাপড়ায়।

তার পরেও কিছু কিন্তু আছে। এখন থেকে ট্রাম্পের অন্যায় আব্দার মেনে নেওয়ার আগে এজেন্সির কর্তাদের বা বণিককুলকে দু'বার ভাবতে হবে। কারণ, সে ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসে জবাবদিহি করতে হবে তাঁদের। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ট্রাম্পের আর সেই



দাপট থাকবে না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, ট্রাম্পের হাতের 'সাংবিধানিক অস্ত্র' শক্তিশালী হলেও মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই ধাক্কা রিপাবলিকান পার্টির উপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ কতটা শিথিল করবে, তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। 'ট্রাম্প ভোটে জেতান', এই ভরসায় দলের অনেকেই তাঁর অনুগত। সেই আনুগত্যে ফাটলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থই নির্ধারণ করবে আমেরিকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।







www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



দেশে পোশাক শিল্পে চলমান সহিংসতার নেপথ্যে

ধরানো হয়েছে পুলিশের গাড়িতে। কোথাও চলেছে ইটবর্ষণ। বিক্ষোভ-আন্দোলনের অস্বস্তির মাঝে বুধবার সকালেই মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান বদলে ফেলেছে তারেক রহমানের সরকার। 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী মাস থেকে নতুন মজুরি কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি মাস থেকে ওই বর্ধিত বেতন হাতে পাবেন শ্রমিকেরা।

দেশের পোশাকশ্রমিকদের দাবি, তাদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ২৩ হাজার টাকা) করতে হবে। এই দাবিতে গত কয়েক দিন ধরেই টানা বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। গত রবিবার থেকে সেই বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নিতে শুরু করেছে। রাজধানী ঢাকা এবং সংলগ্ন এলাকায় একাধিক বার পুলিশের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। বুধবারও ঢাকার সাভারে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান বিক্ষোভকারীরা। চলে ইটবৃষ্টি। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে পুলিশ। বিক্ষোভ চলাকালীন সাভারে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।

এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শেখ আশফাকুর রহমান। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না শ্রমিকেরা। তা নিয়ে ক্ষোভও ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বুধবার সকালেই বাংলাদেশের আইন মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আশফাকুরকে বদলি করে দেয়। তাঁর বদলে বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান করা হয় সৈয়দ আজাদ সুবহানীকে। বুধবার সকালে ঢাকার সেগুনবাগিচায় মজুরি বোর্ডের অফিসে পোশাকশিল্পের মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠকও করেন নতুন চেয়ারম্যান।

বৈঠক শেষে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিরা জানান, পোশাকশিল্পে ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকর হবে। জানুয়ারি থেকে বর্ধিত বেতন হাতে পাবেন শ্রমিকেরা। এ দিনের বৈঠকে এমনটাই আলোচনা হয়েছে বলে জানান তাঁরা। তবে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি পেয়ে কত হবে, তা নির্দিষ্ট ভাবে জানানো হয়নি। বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান বলেন, "পরবর্তী বৈঠকে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ পৃথক ভাবে তাদের মজুরি প্রস্তাব জমা দেবেন। পাশপাশি নিরপেক্ষ সদস্যও একটি মজুরি প্রস্তাব দেবেন। তারপর সেই মজুরি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে।"

বেতনবৃদ্ধির দাবি নিয়ে আলোচনা চললেও অশান্তি বন্ধ হয়নি। ঢাকার সাভারের পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাতেও এ দিন পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ান শ্রমিকেরা। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধের চেষ্টাও করা হয়। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। আটও করা হয় বেশ কয়েক জনকে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয় গাজীপুরেও।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পোশাক শিল্পে বর্তমানে যা ঘটছে তা কোনো স্বাভাবিক শ্রমিক আন্দোলন নয়। মূলত সাধারণ শ্রমিকদের ব্যবহার করে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক সহিংসতা, ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী অপচেষ্টা।

বুধবার মন্ত্রী বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন ২০২৬ এর খসড়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কোনো অমীমাংসিত দাবি-দাওয়া নেই, অথচ একটি মহল চক্রান্ত করে শিল্প খাতে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে। এই বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতার সাথে সাধারণ কোনো শ্রমিক যুক্ত নেই; বরং শ্রমিক আন্দোলনের নামে কিছু বহিরাগত ও অশ্রমিক ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকা" পরিচালনা করছে। তদন্তে দেখা



গেছে, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে থাকা কয়েকজন গার্মেন্টস মালিক, সাবেক সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক এজেন্ডা ও ভূমিকা এর পেছনে কাজ করছে। পাশাপাশি মাফিয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশকে অস্থিতিশীল করতে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পরিচালিত চক্রান্ত বাস্তবায়নের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সরকার এসব রাষ্ট্রবিরোধী সহিংসতা কঠোর হস্তে দমনের নির্দেশনা দিয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল প্রতি তিন বছর পর পর নতুন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন করা। সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সময় আগেই মজুরি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি নাম প্রদানে কিছুটা সময় নেওয়ায় বোর্ড গঠনে সামান্য বিলম্ব হলেও, নাম প্রাপ্তির পর পরই মজুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই এর প্রথম সভা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিনিয়র জেলা জজ পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত এই বোর্ডে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করে আগামী ১লা জানুয়ারি (২০২৭) থেকে নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বোর্ড কাজ পরিচালনা করছে।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত শ্রমবান্ধব, শ্রমিকবান্ধব ও শিল্পবান্ধব। তিনি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের সার্বিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিষয়গুলো বিবেচনা করার স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি গার্মেন্টস মালিকদের সাথে সরকারের দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উভয় পক্ষই একমত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকা" কোনোভাবেই সাধারণ শ্রমিকদের আন্দোলন নয়; বরং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই শ্রমিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেন তারা কোনো অবস্থাতেই "প্রয়োজনের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ" না করেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক সদস্য গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত সংযম প্রদর্শন করেছেন এবং শ্রমিকদের ওপর বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থেকেছেন। তবে এই সুযোগে মাফিয়া ও অপরাধী চক্রকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মন্ত্রী সাধারণ শ্রমিকদের কোনো প্রকার উস্কানি ও গুজবে কান না দিয়ে অবিলম্বে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রমিকরা কাজে ফিরলে শিল্প উৎপাদন সচল থাকবে এবং শ্রমিকদের নিজস্ব কর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনীতি সুরক্ষিত থাকবে।

সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে আটক নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যদি তিনি আটক হয়ে থাকেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকার কারণেই প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়টি আইন অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হবে।

ক্ষমতার স্বার্থে বারবার কাটাছেঁড়া এবার সংশোধন সংস্কার বিতর্ক

দেওয়া হয়েছিল সামরিক শাসনের বৈধতা। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠান সংশোধনী বাতিল করে আরেক সংশোধনে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত করা হয়। তবে এর আগের সংশোধনীতে এই পদ্ধতির নির্দলীয় চরিত্র পাল্টে দেওয়া হয়নি। বারবার কাটাছেঁড়ার পর সংবিধান সংশোধন, নাকি সংস্কার বিতর্কের মধ্যে আবারও জটিলতা তৈরি হচ্ছে তত্ত্বাবায়ক সরকার পদ্ধতি নিয়ে।

ক্ষমতাসীন বিএনপি সংবিধানের অষ্টাদশ সংশোধনীর পথে এগোচ্ছে। সংবিধানের সংস্কার চাওয়া বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর জোট এ প্রক্রিয়া বর্জন করে গণভোটে অনুমোদিত জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে অনড়। নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের পদ্ধতি কী হবে, তা বিএনপি খোলাসা করছে না। জুলাই সনদে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে বিষয়টি রাজপথে যাওয়ারও আভাস মিলেছে। এই রকম বিরোধে ২০০৬ সালে রাজপথে রক্ত ঝরেছিল। এসেছিল সেনা-সমর্থিত শাসন।

সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন ঐকমত্য কমিশনের সাবেক সহস-ভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সমকালকে বলেছেন, বাহাত্তরে সংবিধান প্রণয়নেই গলদ ছিল। সবাইকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। যতটুকু গণতন্ত্র ছিল, তা পরবর্তী সংশোধনীগুলোতে খর্ব হয়। জুলাই সনদে যেসব প্রস্তাব রয়েছে, এগুলো ন্যূনতম সংস্কারের পথে যাত্রা। এটুকুও যদি না হয়, তবে কোনোভাবেই সংবিধান আর গণতান্ত্রিক কাঠামোর হবে না।

সংস্কার, না সংশোধন বিতর্কে সংবিধান

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে ৩৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে সংবিধান-বিষয়ক ৪৮টি সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা রয়েছে জুলাই সনদে। এর মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবে সব দলের ঐকমত্য ছিল। বাকিগুলোতে ঐকমত্য না হওয়ায় জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশের মাধ্যমে গণভোটের আয়োজন করা হয় ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনের দিন।

৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ ভোটার সংস্কারের পক্ষে রায় দেন। জুলাই আদেশে বলা হয়েছিল, গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। সংসদের নির্বাচিত সদস্যরা এই পরিষদের সদস্য হবেন। পরিষদ ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই সনদে বর্ণিত উপায়ে ভোটের অনুপাতে সংবিধান সংশোধন অনুমোদনের ক্ষমতাসহ সংসদের উচ্চকক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে। এতে



আটটি সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে। যে ৩০ সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য হয়েছিল, সেগুলোও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে পরিষদ। বিরোধী দল শপথ নিলেও নির্বাচনের পর বিএনপির সংসদ সদস্যরা শপথ নেননি জুলাই আদেশকে অবৈধ দলিল আখ্যা দিয়ে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে বিরোধী দলের ৫ জন সদস্য থাকার কথা ছিল। কিন্তু সংশোধনের ধারণাকে গণভোটের বিরোধী আখ্যা দিয়ে বিরোধী দল কমিটিতে যোগ দেয়নি। তারা গণভোটের রায় অনু-যায়ী সংস্কারের দাবিতে লংমার্চসহ রাজপথে নানা কর্মসূচি পালন করছে।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বিরোধী দলকে কমিটিতে অংশ নিতে একাধিকবার প্রকাশ্য আহ্বান জানালেও তিনি বলছেন–সংস্কার নয়, সংশোধন হবে। আগামী জানুয়ারিতে কমিটি প্রতিবেদন দেবে সংসদে। সংসদে বিতর্কের পর অষ্টাদশ সংশোধনী পাস হবে।

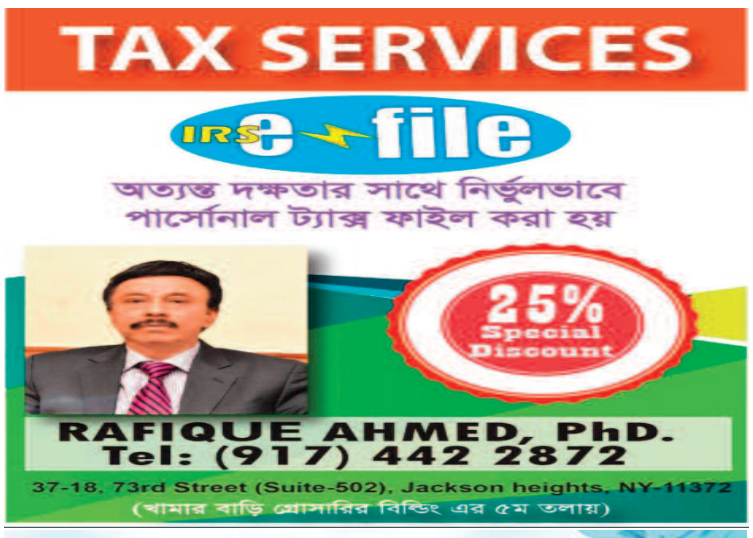
কমিটি এখন পর্যন্ত যতটুকু খসড়া তৈরি করেছে, তাতে ভোটের অনুপাতে নয়; সংসদের উচ্চকক্ষ হবে আসন অনুপাতে। যেভাবে বর্তমানে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন বণ্টন হয়, সেভাবেই উচ্চকক্ষের আসন বণ্টনের প্রস্তাব করতে পারে কমিটি। সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের সম্পৃ ক্ততা থাকবে না।

যদিও গণভোটে অনুমোদিত জুলাই সনদে বলা হয়েছে, ১০০ সদস্যের উচ্চকক্ষ গঠন হবে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে। সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাগবে। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সমকালকে বলেছেন, বিএনপি সংশোধনের নামে শেখ হাসিনার সংবিধান ফিরিয়ে আনছে। সে কারণেই জুলাই সনদ সইয়ের সময় উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিসহ নানা সংস্কারে নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত) না দিলেও এখন তা মানছে না। ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রস্তাব অস্বীকার করে সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত রাখতে চাইছে। তারেক রহমান শেখ হাসিনার মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছেন। এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন সমকালকে বলেছেন, বাহাত্তরে আওয়ামী লীগ যেমন একতরফা সংবিধান প্রণয়ন করেছিল; বিএনপিও একতরফা সংশোধন করছে, তা অবৈধ। আওয়ামী লীগ ২০১১ সালে বিএনপিকে বর্জন করতে বাধ্য করে পঞ্চদশ সংশোধনী করেছিল একতরফা। তা টেকেনি। বিএনপির একতরফা সংশোধনও টিকবে না।

বারবার কাটাছেঁড়াস্বাধীন বাংলাদেশে বাহাত্তরের ১০ এপ্রিল গঠিত গণপরিষদ সাত মাসে সংবিধান প্রণয়ন করে, যা ওই বছরের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয়। এ কারণে দিনটি সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তবে প্রণয়নের ১১ মাসের মধ্যেই সংবিধানে কাটাছেঁড়া শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংবিধানে ১৪১(ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। এতে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা দেওয়া হয় সরকারকে। এ অনুচ্ছেদবলে সরকার জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করার সুযোগ পায়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। চালু হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় ব্যবস্থা বাকশাল। বাকি সব দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচন ছাড়াই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হয়ে যান ৫ বছরের জন্য। সংসদ, সরকার, বিচার বিভাগ; এমনকি স্থানীয় সরকারও চলে যায় রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর ২০ আগস্ট সামারিক শাসন জারি করা হয়। সংবিধান বিলুপ্ত না হলেও চলে যায় সামরিক আইনের অধীনে। ওই বছরের ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হয় সামরিক আইনে ফরমান জারি। পরবর্তী সময়ে সংসদ নয়; আটটি ফরমানে সংবিধানে প্রস্তাবনা, মূলনীতি পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশো-ধনীর মাধ্যমে এগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির পরের চার বছরের পরিবর্তনগুলো ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে এগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



হাসিনার ফেরার সম্ভাবনা নেই তবু চলছে প্রোপাগান্ডা

। আন্দোলনে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে ইতোমধ্যে দলটির বেশকিছু নেতাকর্মীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

ফ্যাসিস্ট হাসিনার কথিত 'ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার ঘোষণা'কে ঘিরে দেশ-বিদেশে নানা অপতৎপরতা শুরু করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা। এর অংশ হিসেবে তারা নাশকতা আর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টি, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলের নামে দলের তথাকথিত 'শক্তি প্রদর্শন'-এর চেষ্টা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গোপন লবিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রকৃতপক্ষে হাসিনা দেশে ফিরবেন না। তবে জুলাই বিপ্লবের পর ভয়ে আত্মগোপনে চলে যাওয়া নেতাকর্মীদের মনোবল ফেরানো, ঝিমিয়ে পড়াদের চাঙা রাখা এবং দেশ-বিদেশে আওয়ামী লীগের অবস্থান জানান দিতে এ ধরনের বার্তা দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর পার হলে কর্মীদের মাঠে ধরে রাখতে নতুন কোনো ঘোষণা আসবে।

বিগত দেড় দশকের নির্বিচারে গুম-হত্যা, ভোটাধিকার হরণ, আর্থিক খাতের লুটপাট, আয়নাঘরের নির্যাতন এবং জুলাই বিপ্লবের সময় ১,৪০০ মানুষকে হত্যার দায় নিয়ে হাসিনার দেশে ফেরার পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। বিশ্লেষকরা বলেন, জুলাইয়ের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। তীব্র ঘৃণা ও ঐতিহাসিক গণধিক্কারের কারণে রাজনৈতিকভাবে তার ফেরার পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, জুলাই আন্দোলনের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে তৈরি হওয়া বিভাজনকে সুযোগ হিসেবে নিতে চায় ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ। তারা নাশকতা করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

ছাত্র-জনতার বিপ্লবে চব্বিশের ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান হাসিনা। পলাতক অবস্থাতেই জুলাই গণহত্যার দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আদালতের আদেশের পর গত বছরের ২১ নভেম্বর প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী হাসিনাকে হস্তান্তরের জন্য ভারতকে চিঠি (কূটনৈতিক পত্র) দেয় বাংলাদেশ। পরে ভারতের তরফ থেকে বিষয়টিকে আইনি উল্লেখ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়।

দুই দেশের চিঠি চালাচালির মধ্যেই প্রথমে ভারতের একটি গণমাধ্যমে এবং পরে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে টেলিফোন সাক্ষাতে হাসিনা ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা দেন। তার ওই ঘোষণার পরপরই দেশ-বিদেশে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যাপক অপতৎপরতা শুরু হয়। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নগণ্যসংখ্যক নেতাকর্মী দিয়ে ঝটিকা মিছিল শুরু করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। দলটির বিদেশে পলাতক নেতারাও প্রস্তুতি সভাসহ নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমসহ আওয়ামী বয়ান তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত একাধিক ইউটিউব চ্যানেলে টকশো, পডকাস্টসহ নানাভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কেউ কেউ হাসিনার সাক্ষাৎকারও নিচ্ছেন। বিদেশে পলাতক নেতারা হাসিনার সঙ্গে ৪০টি বিমান নিয়ে ঢাকায় আসার ঘোষণাও দেন। কেউ কেউ হেলিকপ্টারে আসার কথাও বলেন। দলীয় নেতাকর্মীসহ আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থকরা এও বলতে শুরু করেছেন, হাসিনা দেশে ফিরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন। ব্যাপক হারে গুজব ছড়ানো ও ফেক নিউজ প্রচারের ঘটনাও ঘটছে। নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে তারা জনগণের মাঝে বিশ্বাস তৈরি করাতে চাচ্ছেন, হাসিনা ফিরবেনই।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার দূরত্ব বৃদ্ধির সুযোগে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ। দলটিকে ঘিরে সরকার ও বিরোধী দলের ঠেলাঠেলির ফাঁকে ওই দলই সুবিধা পাচ্ছে। এ সময় দেশকে অস্থিতিশীল করতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে তারা। চলমান শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগে ইতোমধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের ভেতরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে উসকে দেওয়া, শিল্পাঞ্চলগুলোয় কৃত্রিম শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করার পাঁয়তারা এবং গোপনে ঝটিকা মিছিলের ভিডিও তৈরি করে বিদেশে অবস্থানরত নেতৃত্বকে নিজেদের সক্রিয়তা দেখানোর অপপ্রয়াস নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গত সোমবার তৈরি পোশাকশিল্প-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকের পর গণমাধ্যমকে বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পে চলমান সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে প্রকৃত পোশাক শ্রমিকদের কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে এবং শিল্প খাত ধ্বংস করতে সুযোগ সন্ধানী ও ফ্যাসিস্টের সমর্থকরা মুখে মাস্ক পরে আন্দোলনস্থলে অনুপ্রবেশ করেছেন। তারা ভুয়া স্লোগান দিয়ে সহিংসতা ছড়াচ্ছেন। সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী এর সঙ্গে জড়িত বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এদিকে, হাসিনা দেশে ফেরার ঘোষণা দিয়ে তার দলের একটি অংশকে সক্রিয় করতে পারলেও বড় অংশকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ধরপাকড়ের মধ্যে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বড় অংশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জামিনে মুক্তি পেয়ে এলাকায় সক্রিয় হতে শুরু করে। পাশাপাশি দীর্ঘ আত্মগোপনে থাকা একটি অংশও আত্মপ্রকাশ করে নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনাসহ স্বাভাবিক কাজকর্ম করার সুযোগ পায়। তবে হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণায় এসব নেতাকর্মী আবার চাপে পড়েছেন। ডিসেম্বর সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সারা দেশে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও শুরু করেছেন তল্লাশি কার্যক্রম। এতে অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে ফেরা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের আবার গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাড়িঘর ছেড়ে পলাতক জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

একদিকে হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা, অন্যদিকে আইনি বাস্তবতা এবং ভিসা বা ট্রাভেল পাসজনিত বাস্তবতার পাশাপাশি সরকারের শক্ত অবস্থানের কারণে তার এই প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

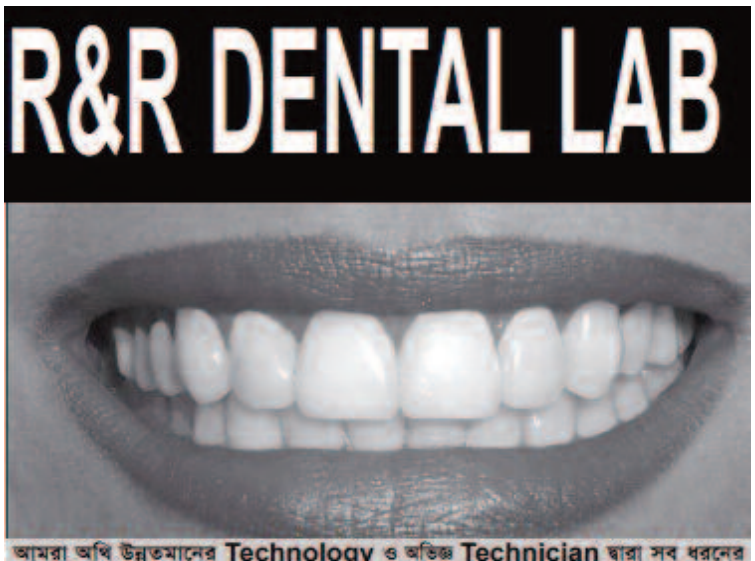
দেশে ফেরার প্রস্তুতি প্রশ্নে সম্প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশি এক সাংবাদিকের সঙ্গে টেলিফোন সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, তার প্রস্তুতি তেমন কিছু না। কারণ, তার পাসপোর্ট ও আইডি কার্ড বন্ধ। টিকিট করতে গেলে করা যায় না। তবে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে জানান, যেভাবে হোক তিনি যাওয়ার একটি ব্যবস্থা করবেন। দেশে ফেরার বিষয়ে সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছেন বলেও জানান তিনি।

এদিকে, বাংলাদেশের কাছে ট্রাভেল পাস চাওয়ার জন্য পাঁচ সদস্যের বিদেশি আইনজীবী প্যানেল প্রস্তুত করার খবর প্রচার হলেও বিষয়টি সত্য নয় বলে হাসিনা নিজেই উল্লেখ করেন। এ-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। আমাকে ট্রাভেল পাসের জন্য বলতে হবে–হয় আমার পাসপোর্ট অ্যাক্টিভেট করে দিতে হবে, না হয় আমাকে ট্রাভেল পাস দিতে হবে, যাতে আমি দেশে ফিরতে পারি। ট্রাভেল পাস বা পাসপোর্ট না পেলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি জানান। তবে ব্যবস্থাটা কী, তা



জানাতে রাজি হননি।তার দেশে ফেরার ইস্যুতে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে দলীয় নেতাকর্মীদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন হাসিনা নিজেই। দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সম্প্রতি অনলাইনে যুক্ত হয়ে হাসিনা সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং আঘাত এলে পাল্টা আঘাতের নির্দেশ দেন। এ সময় সাবেক এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন ভোলা থেকে তিন-চার লাখ লোক নিয়ে ঢাকায় জড়ো হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। জবাবে হাসিনা কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, 'এত লম্বা লম্বা কথা বলো, আওয়ামী লীগ অফিসটা তো এখনো উদ্ধার করতে পারোনি। এক-দেড়শ লোক নিয়ে গেলে কি তোমাদের মেরেকেটে শেষে করে দেবে? আবার বলছ লাখ লাখ লোক আনবে। বাস্তবসম্মত কথা বলবা।'হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার পর ভারতে পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া সেনাবাহিনী ও পুলিশকে প্রকারান্তরে সরকারের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছেন।







www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইতিহাস গড়লেন যারা

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনের ফলাফলের দিকে নজর ছিল পুরো দেশের। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের বিভিন্ন আসনে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারিত হবে। তবে ক্ষমতার লড়াইয়ের বাইরেও এবারের নির্বাচনে মার্কিন রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকজন প্রার্থী জয়ী হয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন।

জর্জিয়ার প্রথম নারী গভর্নর হওয়ার পথে কেইশা ল্যান্স বটমস

এবিসি নিউজের পূর্বাভাস অনুযায়ী, জর্জিয়ার গভর্নর নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কেইশা ল্যান্স বটমস জয়ী হতে যাচ্ছেন। তিনি বিলিয়নিয়ার রিপাবলিকান প্রার্থী রিক জ্যাকসনকে পরাজিত করে রাজ্যটির গভর্নর হতে যাচ্ছেন।

আটলান্টার সাবেক মেয়র বটমসের এ সম্ভাব্য জয়ে জর্জিয়ার গভর্নর পদ ডেমোক্রেটিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে ফিরতে পারে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাজ্যটিতে জয় পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নির্বাচনি প্রচারণার শেষ পর্যায়ে বটমস প্রায়ই বলতেন, জ্যাকসনের অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা এখনো জনগণের হাতে। নির্বাচনি প্রচারণায় নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেন জ্যাকসন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের পর জর্জিয়ায় কোনো ডেমোক্র্যাট গভর্নর নির্বাচিত হননি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আদিবাসী গভর্নর ডেব হালান্ড

নিউ মেক্সিকোর গভর্নর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পূর্বাভাস পেয়েছেন সাবেক মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেব হালান্ড। এর মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম আদিবাসী গভর্নর হওয়ার পথে রয়েছেন। লাগুনা পুয়েবলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য হালান্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, নিউ মেক্সিকোর ৩৩তম গভর্নর নির্বাচিত হওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। তার ভাষায়, ভোটাররা এমন একটি ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছেন, যেখানে কর্মজীবী পরিবারগুলো এগিয়ে যাওয়ার



সুযোগ পাবে এবং রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মতামত গুরুত্ব পাবে।

রিও র‍্যাঞ্চোর সাবেক মেয়র গ্রেগ হালকে পরাজিত করে তার এ জয় এসেছে। এর আগে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম দুই আদিবাসী নারীর একজন ছিলেন হালান্ড।

টেক্সাসের প্রথম লাতিনা নারী গভর্নর জিনা হিনোজোসা

টেক্সাসের গভর্নর নির্বাচনেও ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জিনা হিনোজোসা। এবিসি নিউজের তথ্য অনুসারে, তিনি রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে পরাজিত করে রাজ্যটির প্রথম লাতিনা নারী গভর্নর হতে যাচ্ছেন।

শিক্ষা সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন হিনোজোসা। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ডেটা সেন্টার নিয়েও অ্যাবটের সমালোচনা করেছেন তিনি।

ফ্লোরিডার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর হওয়ার পথে বায়রন ডোনাল্ডস

ফ্লোরিডার গভর্নর নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ও কংগ্রেস সদস্য বায়রন ডোনাল্ডসের জয়ের আভাস দিয়েছে এবিসি নিউজ। এই জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি রাজ্যটির ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পথে রয়েছেন।

বিজয়বার্তায় ডোনাল্ডস বলেন, গভর্নর হিসেবে আমি ফ্লোরিডার মানুষের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাব। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, নিরাপদ সড়ক ও জনপদ নিশ্চিত করা এবং তরুণদের উন্নয়নে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

ওহাইওর প্রথম নারী গভর্নর অ্যামি অ্যাকটন

ওহাইওর সাবেক স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডা. অ্যামি অ্যাকটন গভর্নর নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী বিবেক রামাস্বামীকে পরাজিত করতে যাচ্ছেন বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এবিসি নিউজ। জয়ী হলে তিনি হবেন ওহাইওর ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত নারী গভর্নর এবং প্রথম ইহুদি গভর্নর।

উইসকনসিনের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর ডেভিড ক্রাউলি

উইসকনসিনে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী ডেভিড ক্রাউলির জয়ও নতুন ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছে। মিলওয়াকি কাউন্টির নির্বাহী ক্রাউলি রিপাবলিকান প্রার্থী টম টিফানিকে পরাজিত করে রাজ্যটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর হতে যাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রকাশ্যে সমকামী সিনেটর

নিউ হ্যাম্পশায়ারে সিনেট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পূর্বাভাস পেয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ক্রিস পাপাস। তিনি জয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রকাশ্যে সমকামী সিনেটর হবেন। রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক সিনেটর জন সুনুনুকে পরাজিত করার পথে রয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সিনেটর

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের সিনেট আসনে জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদ। রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্সকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে জয় নিশ্চিত করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সিনেটর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি।

স্বাস্থ্যসেবা ও নির্বাচসি অর্থায়ন সংস্কারকে প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছিলেন এল-সায়েদ। নির্বাচনি প্রচারণায় তাকে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যেরও মুখোমুখি হতে হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।



একসঙ্গে কোণঠাসা,ট্রাম্প-নেতানিয়াহু

কয়েকদিনের ব্যবধানে হওয়া দুই দেশের নির্বাচন প্রভাবশালী নেতাদের ক্ষমতার শেষের শুরু করেছে। তাঁদের রাজনৈতিক পতন অবশ্যম্ভাবী- সেটা বলার সময় এখনো আসেনি। বরং বলা যায়, তাঁরা দুজনই এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে ক্ষমতা ধরে রাখার চেয়ে ক্ষমতার শর্তগুলো নিজেদের পক্ষে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্পের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল কংগ্রেসে তাঁর দলের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মেয়াদ এখনই শেষ হচ্ছে না। নেতানিয়াহুর ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফল সরাসরি সরকার গঠনের প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর দল লিকুদ পার্টি সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬১ আসনের সমর্থন নেই।

কীভাবে তাঁরা শেষের দ্বারপ্রান্তে এলেন

বুধবার বেলা আড়াইটায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। প্রয়োজনীয় ২১৮ আসনের বিপরীতে তারা জিতেছে ২২৫টিতে। ভোট গণনার প্রক্রিয়ায় থাকা আরও ৩৮টি আসনে দলটি এগিয়ে আছে।

উচ্চকক্ষ সিনেটেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৫১টি আসন অতিক্রম করেছে ডেমোক্র্যাটরা। ৫৪টিতে নিশ্চিতভাবে জিতেছে, এগিয়ে আছে আরও একটিতে। বিপরীতে পরিষদ ও সিনেট উভয়কক্ষে রিপাবলিকানরা পেয়েছে যথাক্রমে ১৩৬ ও ৪৩ আসন। চূড়ান্ত ফলাফলে সংখ্যা কিছুটা বাড়তে পারে।

এই ফলকে ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে জনমতের একটি স্পষ্ট বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভোটারদের ক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল জীবনযাত্রার ব্যয়, জ্বালানির দাম, মূল্যস্ফীতি ও ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ। দ্বিতীয় মেয়াদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে প্রতিষ্ঠার বার্তা দিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু যুদ্ধ, জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা ও শুল্কের প্রভাব সেই প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। তাই মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু কংগ্রেসের আসন বণ্টনের লড়াই ছিল না; এটি ট্রাম্পের নেতৃত্বের ওপর এক ধরনের গণভোটে পরিণত হয়।

ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর সংকটের ধরন ট্রাম্পের থেকে আলাদা। গত ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে তাঁর দল লিকুদ পার্টি নেসেটের ১২০ আসনের মধ্যে এককভাবে ২৭টি পেয়েছে। জোটের শরিকদের আসন মিলিয়ে তা দাঁড়ায় ৫৩টি। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ৬১ আসন। বিরোধী জোট ৪৮ আসন পেলেও তাদের সমর্থন দিচ্ছে ১৯ আসন পাওয়া আরব দলগুলো। ফলে বিরোধীরা সরকার গঠনের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

TRAVIS NY INC
ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES
WHOLESALE
Tel: 929-278-9609
73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE | h2o UNLIMITED | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ইরান যুদ্ধ নিয়ে 'একগুঁয়েমি'তে একঘরে ট্রাম্প,?

তাহলে সেটা মেটানোর চেষ্টা হল না কেন?

বুধবার নির্বাচনের ফল বেরনোর পর বিখ্যাত মার্কিন সংবাদ সংস্থা দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তরফে ফোনে যোগাযোগ করা হয় ট্রাম্পের সঙ্গে। হারের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় অনেকগুলো কারণ ছিল। ইরান যুদ্ধ অবশ্যই একটা কারণ। তাছাড়া তেল এবং গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ার বিষয়টা আমজনতা ভালোভাবে নেয়নি। তবে আমার মুখটা তো ব্যালটে ছিল না, তাই মানুষ ভোট দেয়নি।" ট্রাম্পের মতে, এই হার নিয়ে তিনি মোটেই ভাবিত নন। রাতারাতি প্রশাসনে বদল আনার কথাও মোটেই ভাবছেন না।

অন্যদিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এক হ্যান্ডেলে দীর্ঘ বার্তা দিয়ে বলেছেন, 'ইরান যুদ্ধের কারণেই আমরা হারলাম। এছাড়াও দেশে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, আমেরিকা ফার্স্ট নীতি আদৌ কার্যকর হচ্ছে কিনা সেই নিয়ে সন্দেহ-এসব কারণে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সুসম্পর্কও ভোটাররা ভালোভাবে নেননি।' ভ্যান্সের কথায়, ইরান যুদ্ধটা রিপাবলিকানদের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। সেকারণেই যাঁরা ২০২৪ সালে ট্রাম্প বা ভ্যান্সকে ভোট দিয়েছিলেন আজ তাঁরা ঝুঁকেছেন ডেমোক্র্যাটদের দিকে।

উল্লেখ্য, এত দিন মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকানদের হাতে ছিল ২১৮টি আসন। ডেমোক্র্যাটদের দখলে ছিল ২১৪টি আসন। অন্যদিকে, সেনেটে ডেমোক্র্যাট শিবিরের ছিল ৪৭টি এবং রিপাবলিকানদের হাতে ছিল ৫৩টি আসন। বুধবারের ফল বলছে, ১০০ আসনের সেনেটে ৫৪টি জিতেছে ডেমোক্র্যাটরা। অন্যদিকে, ৪৩৫ আসনের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে ২২৮টি ডেমোক্র্যাটদের ঝুলিতে। প্রশ্ন উঠছে ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের একগুঁয়েমির মাশুল কি গুনতে হচ্ছে গোটা দলকে?

ট্রাম্পের ক্ষমতায় বড় ধাক্কা, হারাল কংগ্রেসের দুই কক্ষই

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়েছে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলকে হারিয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট–উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টি।

মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের ডিসিশন ডেস্কের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে ডেমোক্র্যাটরা।



ট্রাম্পের রেকর্ড পরিমাণ অজনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এই জয় পেয়েছে দলটি। এর ফলে প্রেসিডেন্টের মেয়াদের শেষ দুই বছরে ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বাড়তি ক্ষমতা পাচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা।

এই জয়ের মধ্য দিয়ে রিপাবলিকানদের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটিতেও বড় ধরনের ভাঙন ধরিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে ১৮ শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরে যাওয়া সাউথ ক্যারোলাইনায় সিনেট আসন জিতেছে দলটি। টেক্সসেও জয় পেয়েছে তারা। সেখানে ১৯৯৪ সালের পর কোনো ডেমোক্র্যাট প্রার্থী রাজ্যব্যাপী নির্বাচনে জয় পাননি। এ ছাড়া কানসাসেও সিনেট আসন দখল করেছে দলটি। রাজ্যটিতে সর্বশেষ ১৯৩২ সালে কোনো ডেমোক্র্যাট সিনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গত ৫০ বছরে একই নির্বাচনি চক্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ এক দল থেকে অন্য দলের হাতে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে মাত্র দুবার। সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূল্যস্ফীতি, ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক, ইরান যুদ্ধ এবং তার ব্যক্তিগত আচরণ ও সম্পদ বাড়ানোর বিষয়ে ভোটারদের উদ্বেগ রিপাবলিকানদের পরাজয়ের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

সিএনএনের ভোটার জরিপ অনুযায়ী, ১০ জনের ছয়জনের বেশি ভোটার ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের প্রতি অসন্তোষ জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জরিপে অংশ নেওয়া দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার মনে করেন, ট্রাম্পের নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি আরও খারাপ হয়েছে।

রয়টার্স বলছে, প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের জয় অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল। কারণ, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে দলটির প্রয়োজন ছিল মাত্র তিনটি আসন বাড়ানো। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাধারণত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল আসন হারিয়ে থাকে।

তবে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ডেমোক্র্যাটদের এই জয়কে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এই জয় পেতে ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে দুই অঙ্কের ব্যবধানে হেরে যাওয়া একাধিক রাজ্যে জয় পেতে হয়েছে তাদের। সাউথ ক্যারোলাইনা, টেক্সস, ওহাইও, কানসাস ও আইওয়ায় সিনেট আসন জিতেছে দলটি।

নির্বাচনের সব ভোট গণনা শেষ না হওয়ায় কংগ্রেসের দুই কক্ষে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কতটা বড় হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে উভয় কক্ষেই কিছুটা স্বস্তিদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে দলটি। অবশ্য কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ পেলেও নিজেদের পছন্দের সব আইন পাস করানো ডেমোক্র্যাটদের জন্য সহজ হবে না। কারণ, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের কোনো বিলে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এ ছাড়া সিনেটে অধিকাংশ আইন পাসের জন্য ৬০ ভোট প্রয়োজন হয়।

তবে দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে যাওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তদন্তের সুযোগ বাড়বে। এসব তদন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তলব করতে সমন জারির ক্ষমতাও পাবে দলটি। একই সঙ্গে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ট্রাম্পের বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টে কোনো পদ শূন্য হলে সেখানে ট্রাম্পের মনোনীত বিচারকের নিয়োগও বাধাগ্রস্ত করতে পারবে ডেমোক্র্যাটরা।



মুসলিম-কৃষ্ণাঙ্গ-সমকামী নেতাদের ঐতিহাসিক জয়

এসব বিজয়কে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (ডিইআই) নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন ভোটারদের জোরালো প্রত্যাখ্যান হিসেবে দেখছেন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান রো খান্না। নিজের প্রতিনিধি পরিষদের আসন ধরে রাখা খান্না সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এখন তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর রয়েছেন। ফ্লোরিডা, উইসকনসিন ও জর্জিয়ায় যথাক্রমে বায়রন ডোনাল্ডস, ডেভিড ক্রাউলি ও কেইশা ল্যান্স বটমস জয়ী হয়েছেন। ডেমোক্র্যাট বটমস যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঙ্গরাজ্যের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী গভর্নর হওয়ার পাশাপাশি জর্জিয়ার প্রথম নারী গভর্নর হিসেবেও ইতিহাস গড়েছেন।

সংখ্যালঘুদের ঐতিহাসিক অর্জন

মধ্যবর্তী নির্বাচনে অধিকাংশ ঐতিহাসিক অর্জন ডেমোক্র্যাটদের ঝুলিতে গেলেও রিপাবলিকান পার্টিও নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। বায়রন ডোনাল্ডস ফ্লোরিডার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঙ্গরাজ্যে নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রিপাবলিকান গভর্নর।

টেক্সসে ডেমোক্র্যাট জিনা হিনোজোসার বিজয়কে 'প্রথম লাতিনা গভর্নর' নির্বাচনের ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন রো খান্না। রিপাবলিকান গ্রেগ অ্যাবটকে পরাজিত করে হিনোজোসা টেক্সসের গভর্নর পদে তিন দশকেরও বেশি সময়ের রিপাবলিকান আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছেন। ১৯৯৫ সালের পর তিনিই হবেন অঙ্গরাজ্যটির প্রথম নারী গভর্নর।

খান্না বলেন, 'আজ রাতে ডিইআই ফিরে এসেছে। আমেরিকা বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিকে উদযাপন করেছে। তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর, টেক্সসের প্রথম লাতিনা গভর্নর, প্রথম মুসলিম-আমেরিকান সিনেটর, প্রথম সমকামী সিনেটর। আমি এই আমেরিকাকে ভালোবাসি।'

নিউ হ্যাম্পশায়ারে রিপাবলিকান জন সুনুনুকে পরাজিত করে ডেমোক্র্যাট ক্রিস পাপাস মার্কিন সিনেটে নির্বাচিত প্রথম প্রকাশ্যে সমকামী পুরুষ হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন।

কলোরাডোর প্রথম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট মেলাত কিরোস। তিনি অঙ্গরাজ্যটি থেকে প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী।

নিউ জার্সির ১২তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে জয় পেয়েছেন সাবেক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা ও যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনকারী চিকিৎসক ডেমোক্র্যাট আদম হামাওয়ি। এর মধ্য দিয়ে তিনি নিউ জার্সি থেকে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম কংগ্রেস সদস্য হয়েছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রোগীদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন হামাওয়ি।

নিউ ইয়র্কের সপ্তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট ক্লেয়ার ভালদেজ। তিনি অঙ্গরাজ্যটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম পরিচিত আদিবাসী নারী। ভালদেজ ইয়েসলেটা দেল সুর পুয়েবলো গোত্রের সদস্য। এটি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়ভাবে স্বীকৃত তিনটি আদিবাসী গোত্রের একটি।

মিশিগানে ডেমোক্র্যাট আবদুল এল-সায়েদ সিনেটে নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রথম মুসলিম-আমেরিকান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে নির্বাচিত হওয়ার ইতিহাস গড়েছেন।

সব মিলিয়ে এসব বিজয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল ঘৃণা ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে বড় ধরনের বার্তা।

ট্রাম্পের প্রতি কি বার্তা দিলেন ভোটাররা?

এই বিজয়গুলো প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে। তার প্রশাসন বিভিন্ন সরকারি বিভাগে ডিইআই কর্মসূচি বাতিল বা সংকুচিত করেছে। এর পরিবর্তে ট্রাম্প 'মেধাভিত্তিক সুযোগ' পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন।

ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করতে বেশ কয়েকটি বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানও ডিইআই উদ্যোগ থেকে সরে এসেছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, ডিইআই উদ্যোগ ভেঙে দেয়ার প্রশাসনিক প্রচেষ্টাকে মার্কিন ভোটাররা সমর্থন করছেন না। বরং বর্ণ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও মার্কিন রাজনীতিতে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার প্রতি জনগণের আগ্রহ অব্যাহত রয়েছে।



Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation

IRS

Office
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in

* আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
* একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন ।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪









নিউইয়র্কে ঢাবি অ্যালামনাইদের বার্ষিক ডিনারে ঐক্যের প্রত্যয়

নিউইয়র্ক: স্মৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের ক্যাম্পাস, কণ্ঠে গান আর আড্ডায় পুরোনো দিনের গল্প–এমন আবহে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের বার্ষিক ডিনার। গত ৩১ অক্টোবর উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে প্রবাসে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঐক্য জোরদারের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি এম এস আলম। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বেলাল মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সরকারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চিকিৎসক চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন সাবেক সভাপতি সাঈদা আক্তার লিলি, মোহাম্মদ হোসেন খান, সাঈদ-উর বর, মুর্শেদ আলম এবং আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব ইকবাল মুর্শেদসহ অন্যরা।

বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের শেকড় ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখার ওপর গুরুত্ব দেন। সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন তাঁরা। এ সময় তাঁর পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকারও করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা।

নৈশভোজের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। গান পরিবেশন করেন লিলীমা শশী, কাজী আরিফ, ফাতেমা খান, রুহুল আমিনসহ সংগঠনের সদস্য ও নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা। কবিতা আবৃত্তি করেন গোলাম মোস্তফা, প্রীতি, ফারুক ও আজিজুল হক মুন্না। এ ছাড়া 'সংসার-সমাচার' শিরোনামের বিশেষ পরিবেশনা উপস্থিত অতিথিদের আনন্দ দেয়।

নিউইয়র্কে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা ১৯৯৪ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ, ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য।

৯৪ বছরের ইতিহাস ভেঙে কানসাসের ডেমোক্র্যাট সিনেটর

ট্রাম্প-সমর্থিত রিপাবলিকান প্রার্থী রজার মার্শালকে হারিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ৯৪ বছর পর কানসাস থেকে প্রথম ডেমোক্র্যাট সিনেটর নির্বাচিত হলেন তিনি। এই জয়ের ফলে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লড়াইয়ে বড় সুবিধা পেল ডেমোক্র্যাটরা।রয়টার্স জানায়, হ্যামিল্টনের এই জয় ডেমোক্র্যাটদের জন্য বড় সাফল্য। কারণ, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কানসাসে ১৬ শতাংশের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছিলেন ট্রাম্প।শুরুতে অঙ্গরাজ্যটির সিনেট নির্বাচনেও রিপাবলিকানদের জয় অনেকটা নিশ্চিত বলে মনে করা হয়েছিল।মঙ্গলবারের নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ আসনের সিনেটে রিপাবলিকানদের আসন ছিল ৫৩টি। ডেমোক্র্যাটদের ছিল ৪৭টি। সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে ডেমোক্র্যাটদের অন্তত চারটি আসন বাড়াতে হবে।

পার্কে আইসের ঘাঁটি, মামলার হুঁশিয়ারি মামদানির

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইস) শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাঠানো এক চিঠিতে এ অবস্থান জানান মেয়র। একই সঙ্গে ফেডারেল কর্মকর্তাদের প্রবেশ ও কার্যক্রমের বিষয়ে সিটির পার্কস বিভাগের কর্মীদের জন্য নতুন নির্দেশনা দিয়েছে তার প্রশাসন। সিটি প্রশাসনের অভিযোগ, ব্রঙ্কসের ভ্যান কর্টল্যান্ড পার্ক এবং কুইন্সের ফ্লাশিং মেডোজ করোনা পার্কের পশ্চিম পাশে ১১১ স্ট্রিটসংলগ্ন কয়েকটি সিটি-মালিকানাধীন পার্কিং লটে আইস কর্মকর্তারা গাড়ি রাখছেন এবং অভিবাসন অভিযানের প্রস্তুতিমূলক বৈঠক করছেন। কুইন্সের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পার্কিং লট সিটি পরিচালিত একটি প্রাক্‌বিদ্যালয় ও শিশুদের যাতায়াত রয়েছে এমন কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি অবস্থিত।

চিঠিতে মামদানি বলেন, এসব সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য আইসকে কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। নগরীর পার্ক ও পার্কিং লট বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। সেগুলো অভিবাসন অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়। মেয়র বলেন, পরিবার বিচ্ছিন্ন করার কাজে সিটির সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার আইসের নেই। নগরীর প্রতিটি পার্ক ও পার্কিং লটের ক্ষেত্রে এ অবস্থান প্রযোজ্য। অননুমোদিত ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিতে ডিএইচএসের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। কর্মকর্তারা আবার ফিরে এলে সিটি প্রশাসন আদালতে যাবে বলেও সতর্ক করেন। ডিএইচএস সচিব মার্কওয়েন মুলিন, আইসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডেভিড জে. ভেনচুরেলা এবং নিউইয়র্ক ফিল্ড অফিসের পরিচালক কেনেথ জেনালোকে পাঠানো চিঠিতে সংস্থাটির কর্মকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, নিউইয়র্ক সিটির কোনো সম্পত্তি যেন অভিবাসন অভিযান পরিচালনা কিংবা অভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা না হয়।মামদানি প্রশাসনের দাবি, গত ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ১৩ নম্বর নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, বিচারিক পরোয়ানা বা আইনসম্মত বিশেষ অনুমতি ছাড়া সিটির বাইরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা নগরীর সম্পত্তি অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। নিউইয়র্ক সিটির করপোরেশন কাউন্সেল স্টিভেন ব্যাংকস বলেন, বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ডিএইচএসকে জানানো হয়েছে।

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

সাক্ষাতের সময়সূচিঃ
সোম-শুক্র ঃ বিকাল ৬টা-রাত ৯টা
শনি-রবি ঃ সকাল ৯টা- বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ সি.পি

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432
T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499

Gobindapaul.PC@Outlook.com

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জয় হরিচাঁদ জয় হরিবোল জয় গুরুচাঁদ



শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা

২০২৬ইং

তারিখঃ রবিবার ৮ নভেম্বর, ২০২৬ইং

:পূজা মণ্ডপ :

শ্রীশ্রী হরি মন্দির

৯৭-১৯ ১২৭ স্ট্রীট, সাউথ রিচমণ্ড হিল , নিউইয়র্ক ১১৪১৯

অনুষ্ঠান সূচীঃ

- মঙ্গল ঘট স্থাপনঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী রাধামাধবের পূজা এবং অর্চনা: সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা।
- শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত পাঠ, হরি সংগীত এবং মাতামঃ রাত ৮ ঘটিকা।
- শ্যামা সংগীত এবং ভজন কীর্তনঃ রাত ৯.০০ ঘটিকা।

শ্রীশ্রী শ্যামা পুজা, অর্চনা অঞ্জলি এবং আরতিঃ রাত ১১.০০ ঘটিকা।

পুরোহিত
শ্রী অসিত কুমার চক্রবর্তী

সুধী ,

নমস্কার। প্রতিবারের ন্যায় এবারও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক আগামী ৮ নভেম্বর রবিবার পূর্ণ তিথি এবং বিধি মোতাবেক শ্রীশ্রী শ্যামা পুজা ২০২৬ইং উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ মহতী অনুষ্ঠানে আপনার সপরিবারে সবান্ধব অংশগ্রহণ কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক

শ্রী পবিত্র বিশ্বাস ৩৪৭-৪৭৫-৫০৬১ এবং
শ্রীমতী রেখা বিশ্বাস ৩৪৭-৪৭৫৫০৬২
সেবক এবং সেবিকা
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক



হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

শিব মন্দির ইউএসএ, ইনক

Shiva Mandir USA, Inc.

97-28 Liverpool Street, Jamaica, NY 11435

Phone: 917-626-0158

কালী পুজা ও শিব মন্দির ইউএসএর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

শনিবার, ৭ নভেম্বর ২০২৬

সন্ধ্যা ৬:০০ টায়	মঙ্গল ঘট স্থাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
রাত ৯:৩০ টায়	পুজা শুরু

পুরহিত

শ্রী অসিত চক্রবর্তী

আপনাদের সকলকে পরিবারসহ এই পবিত্র কালী পুজা ও শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সেবক ও সেবিকা

রঞ্জন কুমার রক্ষিত (সেবক)

রাখী চৌধুরী কাকলী (সেবিকা)

অন্যান্য পরিচালনায় সহযোগী সদস্যবৃন্দ

ড. উৎপল চৌধুরী
গৌতম রায়
বাবলু কর্মকার
রনজিৎ সাহা

ড. নির্মলা গোলদার
সুইটি সাহা
সঙ্গীতা বৈরাগী

সুক্তি মল্লিক
আনীতা মল্লিক
মৌসুমি ঘোষ

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইনান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিসিট করুন

www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits
BUILD

www.jonmobhumi.com



এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচন্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটু চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন।
হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে।
প্রেমের সম্পর্কে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যাঁরা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন।শেয়ারে একটু ওঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে।ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না।অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে।এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না।
বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উঁচু স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন।সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কৌলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে।পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

২০২৬ সালের বর্ষসেরা শব্দ 'মগিং', অর্থ কী?

ঢাকা, কাউকে বা কোনো কিছুকে ছাড়িয়ে যাওয়া কিংবা তার চেয়ে বেশি নজর কাড়ার অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত 'মগিং' শব্দকে ২০২৬ সালের বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে নির্বাচন করেছে কলিন্স ইংলিশ ডিকশনারি। জেন-জি ও জেন-আলফা প্রজন্মের মধ্যে মজার ছলে ব্যবহৃত এই ইন্টারনেট স্ল্যাংয়ের প্রচলন এ বছর বেড়েছে ২১০ শতাংশ।
মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কলিন্স জানায়, 'রিজ'সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় শব্দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বর্ষসেরা শব্দের খেতাব জিতেছে 'মগিং'।
তবে শব্দটি একেবারে নতুন নয়। কলিন্সের প্রকাশিত একটি ব্লগে বলা হয়েছে, প্রায় এক দশক ধরে শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। এ সময়ে এর অর্থ ও ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে।
ধারণা করা হয়, 'মগিং' শব্দটির উৎপত্তি 'এএমওজি' (অগঙএ) সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে। এর অর্থ 'আলফা মেল অব দ্য গ্রুপ'–অর্থাৎ কোনো দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী পুরুষ। কলিন্সের ব্লগ অনুযায়ী, শুরুতে বডিবিল্ডিং সংস্কৃতিতে শব্দটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জিমে সবচেয়ে শক্তিশালী ও শারীরিকভাবে প্রভাবশালী পুরুষকে বোঝাতে এটি বলা হতো। পরে শব্দটি ক্রিয়াপদে রূপ নেয় এবং কিছু সময়ের জন্য পুরুষকেন্দ্রিক অনলাইন পরিসর 'ম্যানোস্ফিয়ারেও' ব্যবহৃত হয়। গত ১২ মাসে শব্দটির অর্থে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এখন কাউকে বা কোনো কিছুকে ছাড়িয়ে যাওয়া কিংবা তুলনায় ম্লান করে দেওয়ার ঘটনাকে 'মগিং' বলা হচ্ছে।
ধরা যাক, কোনো নৈশভোজের অনুষ্ঠানে নিজের তৈরি কাপকেক নিয়ে আপনি বেশ গর্বিত। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন, আপনার বন্ধু তিন স্তরের অসাধারণ একটি কেক নিয়ে হাজির হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, আপনি 'মগড' হয়েছেন। অর্থাৎ আপনার আয়োজনটি বন্ধুর আয়োজনের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।
একইভাবে, পুরোনো দোকান থেকে কেনা পোশাক পরে নিজেকে বেশ ফ্যাশনেবল মনে হচ্ছিল। কিন্তু পাতালরেলে গিয়ে দেখলেন, পাশের যাত্রীর অনায়াস স্টাইলের ডিজাইনার পোশাক আপনার পোশাককে ম্লান করে দিয়েছে। এটিও 'মগিং'-এর উদাহরণ।
কলিন্সের অভিধানবিদেরা প্রতিবছর ২৭ বিলিয়ন শব্দের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। শুধু কোনো শব্দ কতবার ব্যবহৃত হচ্ছে, তা-ই নয়; শব্দটি কীভাবে এবং কোন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটিও বিশ্লেষণ করেন তারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন কলিন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যালেঙ বিক্রফট।
তিনি বলেন, 'মগিং'কে কলিন্সের বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে নির্বাচন দেখায়, কীভাবে প্রতিটি প্রজন্ম ভাষায় নিজেদের ছাপ রেখে যায়।
তিনি আরও বলেন, 'এটি একটি চমৎকার উদাহরণ, যেখানে জেন-জি ও জেন-আলফা প্রজন্ম একটি শব্দকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেছে এবং মজার স্ল্যাংয়ে রূপ দিয়েছে। এভাবেই তারা ভাষাকে নিজেদের করে নিচ্ছে এবং আমাদের বাকিদেরও 'মগিং' করছে।'











www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-448-5983, Fax: 347-275-0834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

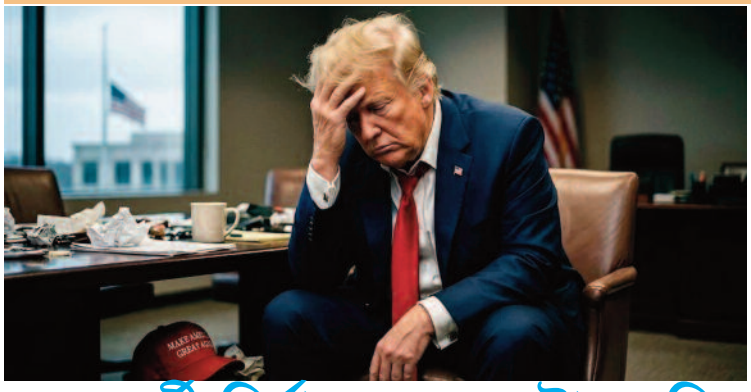
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: diosepaint.com 929-538-7909

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



মধ্যবর্তী নির্বাচনে হেরে ট্রাম্প কি

কেমন কাটবে সেটাও। রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাম্পের সামনে অপেক্ষা করছে তদন্ত, রাজনৈতিক চাপ ও অভিশংসনের নতুন ঝুঁকি।

মঙ্গলবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিলে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক তদন্ত শুরু হতে পারে। তদন্তের আওতায় আসতে পারে প্রশাসনের কাজ, ট্রাম্পের ব্যবসা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা। এমনকি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবার অভিশংসনের উদ্যোগও নিতে পারেন ডেমোক্র্যাটরা।

তবে এর প্রভাব শুধু দেশের রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। নির্বাচনে হারলে বিদেশেও ট্রাম্পের রাজনৈতিক শক্তি কমে যেতে পারে। কারণ, তিনি নিজেই এই ভোটকে নিজের জনপ্রিয়তার পরীক্ষা বানিয়েছেন। বারবার সমর্থকদের বলেছেন, 'ভাবুন, আমি যেন ব্যালটে আছি।'

ট্রাম্পের এই কৌশলের পেছনে ছিল একটি হিসাব। তিনি চেয়েছিলেন, নিজের নাম সামনে রেখে রিপাবলিকান ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনতে। বিশেষ করে যারা ট্রাম্প প্রার্থী না হলে ভোট দিতে আগ্রহী হতেন না, তাদের সক্রিয় করাই ছিল লক্ষ্য।

কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা দেখেছেন অন্য সুযোগ। তাদের মতে, ট্রাম্প নিজেই নির্বাচনে নিজের ভূমিকা বড় করেছেন। এতে ভোটারদের সামনে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তির পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়েছে।

নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট সিনেটর অ্যান্ডি কিম বলেন, 'ট্রাম্পের চাওয়া ছিল সবাই যেন মনে করে, তিনি ব্যালটে আছেন। এখন সেটাই হচ্ছে। সবাই তাকে নিয়ে ভাবছে। তিনি সরাসরি মানুষের যে ক্ষতি করেছেন, সেটাও ভাবছে।'

তদন্ত ও অভিশংসনের চাপ

ট্রাম্প জানেন, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারালে কী হতে পারে। তার প্রথম মেয়াদের শেষ দুই বছরও ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতিনিধি পরিষদের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে কেটেছিল।

তবে ট্রাম্প কখনো কখনো ডেমোক্র্যাটদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার আশঙ্কাকে গুরুত্ব দেননি। ওকলাহোমার এক সমাবেশে তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় গেলে তাকে আবার অভিশংসন করতে পারে।

ট্রাম্পের জন্য বিরোধী দলও রাজনৈতিক শক্তির উৎস। বিরোধীদের সামনে রেখে তিনি নিজের দলের সমর্থন বাড়ান। একই সঙ্গে তহবিল সংগ্রহেও সুবিধা পান।

ডেমোক্র্যাটরা অন্তত কংগ্রেসের একটি কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার আশা করছেন। তারা আগেই তদন্তের লক্ষ্য ঠিক করতে শুরু করেছেন। প্রশাসনের নীতি, কর্মকর্তাদের কাজ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক থাকবে সেই তালিকায়।

প্রতিনিধি পরিষদের নজরদারি কমিটির সম্ভাব্য প্রধান ক্যালিফোর্নিয়ার রবার্ট গার্সিয়া এরই মধ্যে অভিবাসন নীতি নিয়ে তদন্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি অভিবাসন কেন্দ্রে আগাম ঘোষণা ছাড়াই গিয়েছেন। পরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আইসিইর কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি নিশ্চিত করবেন।

ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসা, জেফরি এপস্টেইনের তদন্ত এবং করপোরেট দুর্নীতির অভিযোগও ডেমোক্র্যাটদের নজরে রয়েছে।

কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ পেলে ডেমোক্র্যাটরা কমিটি, বাজেট, কর্মী এবং সমন জারির ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তারা প্রশাসনের কাছ থেকে নথি ও তথ্য চাইতে পারবেন।

তবে হোয়াইট হাউসও পাল্টা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে পারে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে প্রশাসন কংগ্রেসের নথি ও সাক্ষ্য চাওয়ার বিষয়গুলো ধীর করে দিয়েছিল। কিছু তথ্যের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের বিশেষ অধিকারও দাবি করেছিল।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ট্রাম্পের সামনে বড় লড়াই অপেক্ষা করছে। তিনি বলেছেন, তার হাতে শক্তিশালী ভেটো ক্ষমতা আছে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি আশা করি, এমনটা হবে না। তবে হলে, অনেক প্রেসিডেন্টের সময় এমন হয়েছে। আপনার হাতে শক্তিশালী ভেটো থাকে। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা করতে হয়।'

ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ পেলে হাকিম জেফ্রিস স্পিকার হতে পারেন। তখন তার সামনে ট্রাম্পকে তৃতীয়বার অভিশংসনের প্রশ্ন আসতে পারে। ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে দুইবার অভিশংসিত হয়েছিলেন। তবে দুইবারই সিনেটে তিনি দায়মুক্তি পেয়েছিলেন। ডেমোক্র্যাটরা অবশ্য ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও লক্ষ্য করতে পারেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তাদের নজরে রয়েছেন। ইরান যুদ্ধের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিয়ে ডেমোক্র্যাটরা সমালোচনা করেছেন।

অক্টোবরে এক সমাবেশে জেফ্রিস বলেন, 'আমি এখানে বলতে এসেছি, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পর আমাদের প্রথম কাজ হবে পিট হেগসেথকে শহর থেকে বের করে দেওয়া।'



মিশিগানে আবদুল এল-সায়েদের ঐতিহাসিক জয়

রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সকে পরাজিত করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম হিসেবে সিনেটে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মিশিগানের সিনেট আসনটি ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণেই থাকছে।

বুধবার ভোরে ডেট্রয়েটে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে কটাক্ষ করেন এল-সায়েদ। নির্বাচনী প্রচারণার কয়েক মাস ধরে এই দুই রিপাবলিকান নেতা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে উদ্দেশ করে এল-সায়েদ বলেন, জানুয়ারিতে সিনেটে তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে ভ্যান্সকেই শপথবাক্য পাঠ করানোর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই পরিস্থিতিকে তিনি 'উষষরপরড়ঁং রৎড়হু' বা 'চমৎকার পরিহাস' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দজেডি, হাবিবি, এখানে একটি চমৎকার পরিহাস রয়েছে। কারণ, আগামী জানুয়ারিতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে তোমাকেই আমাকে শপথবাক্য পাঠ করাতে হবে।'

'হাবিবি' একটি আরবি স্নেহসূচক শব্দ, যার অর্থ প্রিয়জন বা প্রিয় বন্ধু। এরপর মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ও ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গ টেনে এল-সায়েদ বলেন, "ডড়ষাবৎরহবং ১, ইঁপশবুবং ০।" মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া দলের নাম উলভারিনস এবং ভ্যান্সের সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় ওহাইও স্টেটের দলের নাম বাকআইস। এর মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক বিজয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ঐতিহ্যবাহী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও কৌতুকের ছলে তুলে ধরেন। এরপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে এল-সায়েদ বলেন, দডোনাল্ড, আমি জানি আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার সমস্যা হয়। তাই আগামী জানুয়ারিতে জেডি আমাকে শপথবাক্য পাঠ করানোর পর তুমি আমাকে শুধু সিনেটর বলে ডাকতে পারো।'

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প বারবার এল-সায়েদের নাম উচ্চারণ নিয়ে উপহাস করেন এবং তাঁর মুসলিম পরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আক্রমণ করেন। ভ্যান্সও তাঁকে 'ঠবহু, ৎবহু বারষ' বলে মন্তব্য করেছিলেন। অন্যদিকে ট্রাম্প তাঁকে 'জিহাদি' ও 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যায়িত করেন। রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পর্ক থাকার অভিযোগও তোলা হয়েছিল, যা এল-সায়েদ অস্বীকার করেছেন।

শোক সংবাদ

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা ও জাতীয় যুব সংহতি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি আব্দুল কাদির লিপুর পিতা জনাব আব্দুল খালিক লালু সাহেব গুরুতর অসুস্থ থাকার পর আজ শনিবার ৩১ শে অক্টোবর ২০২৬ ভোরে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । মরহুম লালু সাহেবের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি তথ্য জাতীয় পার্টি একজন নিবেদিত নেতা হারালো । আমরা জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে গভীর শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ,এবং মহান আল্লাহ যেনো মরহুম আব্দুল খালেক লালু সাহেবকে যেনো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন ।

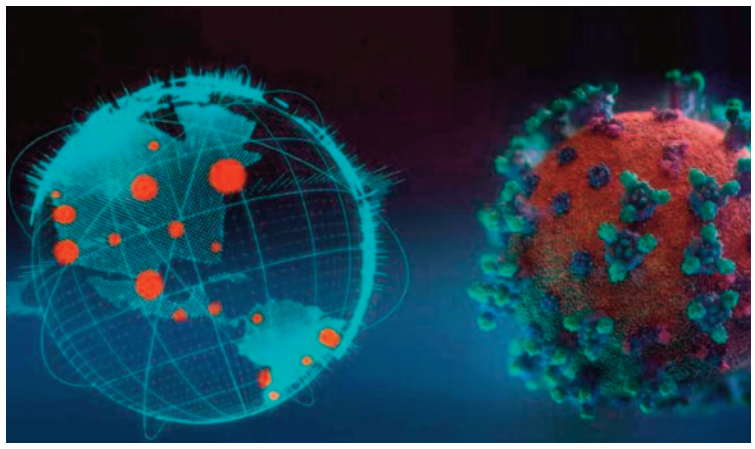








অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



স্তনে লাম্প ছাড়াও হতে পারে ক্যান্সার, লক্ষণগুলো জেনে নিন

স্তনে কোনও লাম্প, মাংসপিন্ড বা টিউমার হওয়া স্তন ক্যান্সারের অন্যতম লক্ষণ। তবে এটিই স্তন ক্যানসারের একমাত্র উপসর্গ নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্তন, স্তনবৃন্ত বা তার আশপাশের ত্বকে সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তনও এই অসুখের ইঙ্গিত দিতে পারে বলে জানানো হয়েছে নিউজ১৮-এর এক প্রতিবেদনে। তাই স্তনের আশপাশে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ

স্তনের ত্বকে পরিবর্তন: স্তনের ত্বকে টোল পড়া, কুঁচকে যাওয়া, লালচে ভাব, ত্বক পুরু হয়ে যাওয়া কিংবা কমলালেবুর খোসার মতো হয়ে যাওয়া স্তন ক্যানসারের ইঙ্গিত হতে পারে।

স্তনবৃন্তের চেহারায় পরিবর্তন: হঠাৎ স্তনবৃন্ত ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, অস্বাভাবিক তরল বের হওয়া, বিশেষ করে রক্তমিশ্রিত তরল অথবা স্তনবৃন্তের চারপাশে দীর্ঘদিন ধরে খোসা ওঠার মতো সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

স্তনের আকার বা আকৃতিতে পরিবর্তন: কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই স্তন ফুলে যাওয়া কিংবা একটি স্তনের আকার, আকৃতি বা চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিলে সতর্ক হন।

স্তন বা বাহুমূলের কাছে দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তি: স্তনে ব্যথা হলেই যে ক্যানসার হয়েছে, এমন নয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে অস্বাভাবিক ব্যথা বা অস্বস্তি থাকলে, বিশেষত তার সঙ্গে অন্য কোনও পরিবর্তন দেখা দিলে, অবহেলা করবেন না। কারণ এটি হতে পারে স্তন ক্যান্সারের সংকেত।

বাহুমূল বা কলারবোনের কাছে ফোলা: বাহুমূল বা কলারবোনের কাছে নতুন করে কোনও মাংসপিন্ড তৈরি হওয়া কিংবা ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে তা লিম্ফ নোড ফুলে যাওয়ার কারণে হতে পারে। সতর্ক হন।

দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট বা হাড়ে ব্যথা: স্তন ক্যানসার শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়লে একটানা কাশি, অকারণে শ্বাসকষ্ট কিংবা হাড়, পিঠ বা কোমরে একটানা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা বা স্নায়ুজনিত নতুন কোনও সমস্যা দেখা দিলেও দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পেট ফুলে যাওয়া ও জন্ডিস: কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই পেটে পানি জমে পেট ফুলে যাওয়া, কিংবা ত্বক ও চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে গেলে সাবধান হতে হবে। এগুলো জন্ডিস লিভারের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। আগে ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন, এমন কারও ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলো কখনও কখনও লিভারে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিতে পারে। তাই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

তবে এই উপসর্গগুলো অন্য অনেক রোগের কারণেও দেখা দিতে পারে। তাই এই লক্ষণগুলোর কোনও একটি দেখা দিলেই যে ক্যানসার হয়েছে বা ক্যানসার ফিরে এসেছে, এমনটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

কী করবেন?

এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে নিয়মিত ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিং করানো জরুরি। যাঁরা আগে ব্রেস্ট ক্যানসারের চিকিৎসা করিয়েছেন, তাঁদেরও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফলো-আপ করানো উচিত। ব্রেস্ট ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা মানে শুধু স্তনে লাম্প খুঁজে দেখা নয়। স্তনের বিভিন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে জানা এবং ক্যানসার শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়লে কী কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তা জেনে রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হলে কীভাবে বুঝবেন?

বাড়ন্ত বয়সে শিশুদের পর্যাপ্ত প্রোটিন জরুরি। কারণ এটি শিশুর শারীরিক-মানসিক বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু খাবার থেকে শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিন পৌঁছোচ্ছে কি না তা অনেক সময় বোঝা যায় না। দৈনন্দিন খাবার থেকে শরীরের চাহিদামতো প্রোটিন না মিললে, শিশু অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শরীরের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।

আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বয়স অনুযায়ী শিশুদের প্রোটিনের গড় চাহিদা বদলায়। প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১ থেকে ৩ বছরের শিশুর দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা ১.০৫ গ্রাম, ৪ থেকে ১৩ বছরের ক্ষেত্রে ০.৯৫ গ্রাম, ১৪ থেকে ১৮ বছরেরর জন্য ০.৮৫ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। আইসিএমআর-এনআইএন-এর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যদি ৫ বছর বয়সী শিশুর ওজন ২০ কেজি হয়, তবে তার প্রতিদিন প্রায় ১৯ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন।

যেসব লক্ষণে বুঝবেন শিশুর শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হচ্ছে

ঘন ঘন ক্ষুধা: শিশু যদি বারবার বিস্কুট, চিপস বা প্রক্রিয়াজাত খাবারের বায়না করে, তবে বুঝতে হবে মূল খাবার খেয়ে তার পেট ভরছে না। মূল খাবারে পুষ্টির ঘাটতি হলেও বার বার ক্ষুধা পেতে পারে। খাদ্যতালিকায় ডাল, দই, পনির, ডিম, মাছ, মাংস, ছোলা থাকলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে।

দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া: শিশুরা প্রাণচঞ্চল ও চনমনে হবে সেটাই স্বাভাবিক। খেলার সময় শিশু যদি দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার খাদ্যতালিকায় নজর দেওয়া প্রয়োজন। দুধ, ছোলা ভাজা, ডিম বা পনিরের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তালিকায় রাখা দরকার। এগুলি শক্তি জোগাতে সাহায্য করে।

ওজন বৃদ্ধি না হওয়া: পর্যাপ্ত প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই শিশুর বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। বৃদ্ধি সন্তোষজনক না হলে শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া বা সেরে উঠতে দেরি হওয়া: প্রোটিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং কোষের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। শিশু যদি বারবার অসুস্থ হয় বা অসুখ থেকে সেরে উঠতে বেশি সময় নেয়, দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

পেশির দুর্বলতা: ছোটখাটো ক্ষত সহজে না শুকোনো, পেশি দুর্বল হওয়া পুষ্টির ঘাটতির সঙ্কেত। ওজন কমার সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসক কিংবা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে খাবার খাওয়াতে হবে।

অন্ত্রের সুস্থতায় উপকারী প্রিবায়োটিকসমৃদ্ধ ৫ ফল

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় প্রিবায়োটিকসমৃদ্ধ ফল রাখলে অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে। প্রিবায়োটিক হলো একধরনের খাদ্যআঁশ, যা উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। এই আঁশের কিছু অংশ পরিপাকতন্ত্রে পুরোপুরি হজম হয় না। বরং অন্ত্রে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া প্রিবায়োটিক আঁশকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এতে অন্ত্রের অণুজীবের ভারসাম্য বজায় থাকে, হজমপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে, সেই সাথে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

প্রিবায়োটিকসমৃদ্ধ পাঁচ ফল

আপেল

আপেলে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ও পেকটিনের মতো খাদ্যআঁশ রয়েছে। এর অধিকাংশ আঁশ থাকে খোসায়। তাই ভালোভাবে ধুয়ে খোসাসহ আপেল খেলে বেশি খাদ্যআঁশ পাওয়া যায়। আপেলে থাকা বিভিন্ন উপকারী উদ্ভিজ্জ যৌগ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমানোর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে গবেষণায় দেখা গেছে। ফলটি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে প্রয়োজনীয় আঁশ গ্রহণেও সহায়তা পাওয়া যায়। প্রায় ১৬৫ গ্রাম ওজনের একটি ছোট আপেলে রয়েছে ১০১ কিলোক্যালরি, ২৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩.৫ গ্রাম খাদ্যআঁশ ও ২০ গ্রাম শর্করা। এ ছাড়া এতে ১৭২ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ০.০৫ মিলিগ্রাম আয়রন, ৮ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম, ৫ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন এ, ৭.৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি এবং ০.০৩৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক পাওয়া যায়।

কলা

কলায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যআঁশ। বিশেষ করে কাঁচা বা কম পাকা কলায় রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ বা প্রতিরোধী শ্বেতসার বেশি থাকে। এই শ্বেতসার ক্ষুদ্রান্ত্রে পুরোপুরি হজম হয় না। বরং অন্ত্রে খাদ্যআঁশের মতো কাজ করে এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কলা পাকতে থাকলে এর শ্বেতসারের একটি অংশ শর্করায় রূপান্তরিত হয়। ফলে কম পাকা কলায় সাধারণত প্রতিরোধী শ্বেতসার বেশি থাকে এবং পাকা কলার তুলনায় শর্করা কম থাকে। কলায় আরও রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ও জিঙ্ক। প্রায় ১১৫ গ্রাম ওজনের একটি মাঝারি কলায় রয়েছে ১০৫ কিলোক্যালরি, ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৩ গ্রাম খাদ্যআঁশ, ১.৩ গ্রাম প্রোটিন ও ১৪ গ্রাম শর্করা। এ ছাড়া এতে ৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৬ মাইক্রোগ্রাম ফোলেট, ৩২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম, ৩৭৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম এবং ১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

নাশপাতি

নাশপাতির খোসা ও শাঁসে পেকটিন, সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজের মতো দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্যআঁশ রয়েছে। এসব আঁশ অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে এবং মলত্যাগ সহজ করতে সহায়তা করে। নাশপাতিতে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন এ-ও রয়েছে। ফলটির খোসায় মোট ভিটামিন সি-এর প্রায় ২৫ শতাংশ পাওয়া যায়। তাই ভালোভাবে ধুয়ে খোসাসহ নাশপাতি খাওয়া উপকারী। প্রায় ১৬১ গ্রাম নাশপাতিতে রয়েছে ৯২ কিলোক্যালরি, ২৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৫ গ্রাম খাদ্যআঁশ ও ১৬ গ্রাম শর্করা। এ ছাড়া এতে ১৮৭ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ১১ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম, ৪০ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন এ, ৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি এবং ০.১৬ মিলিগ্রাম জিঙ্ক পাওয়া যায়।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
• মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com



কন্যা সন্তানের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের দায়

রুকাইয়া সাওম লীনা

কিশোরগঞ্জের নিকলীতে 'বাবা এসেছে' ভেবে দরজা খুলে ১০ বছরের শিশু, তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে প্রতিবেশী। ফরিদপুরে ইজি-বাইক চালক এক কন্যা শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ প্রতিবেশীর সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রাখে। মাত্র দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। পত্রিকার পাতা খুললে এমন আরও অনেক ঘটনা রোজ আমাদের চোখে পড়ে।

বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে কন্যা শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী নির্যাতন, নিপীড়ন এবং হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শিকার হওয়াদের তালিকায় কন্যা শিশুদের সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয় থেকে শুরু করে নিজ গৃহ-কোথাও আমাদের কন্যা শিশুরা পুরোপুরি নিরাপদ নয়। সমাজ ও পরিবারের সচেতনতার পাশাপাশি এ সংকট থেকে উত্তরণে রাষ্ট্রকে সবার আগে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভারাক্রান্ত মনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, 'আমরা তো যেটা দেখছি, এখন আসলে নারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কন্যা নিরাপত্তাটা বেশি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ যা নির্যাতন, হত্যা এগুলো হচ্ছে এসবের মধ্যে কন্যার সংখ্যা বেশি বা সমান সমান প্রায়। কাজেই সেই দিক থেকে কন্যা বা কন্যা শিশুর নিরাপত্তাটা এখন বড় ইস্যু হয়ে গেছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্কুল, বাড়ির আশপাশের এক বাসা থেকে অন্য বাসায় যাচ্ছে-সেখানেও কোনো নিরাপত্তা নেই। দুই-একটা করে বিচার হচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগই বিচার প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তো এই যে বিচারহীনতার যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাকে তো উন্নত করতেই হবে এবং তার পাশাপাশি এখন যেরকম আমরা দেখছি যে বাল্যবিয়ের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা হচ্ছে, সেটাকে প্রমোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে-এগুলো করে করে কন্যাদের আরও নাজুক অবস্থায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তার অধিকার, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসাবে তো গড়ে তোলার দায়টার জায়গাতে আমরা খুবই অবহেলা করছি। সমাজের একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা ছাড়া, বিচার ব্যবস্থাটাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসা-এটা না করতে পারলে আমরা আসলে এই জায়গাটার খুব একটা উন্নতি করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের অনেক নীতি আছে কিন্তু সেই নীতির বাস্তবায়নের যেন একটা যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সেই জায়গাটাতে আমরা একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছি না। এটা তো সমাজ করবে না, এটা তো রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারের যে নীতি আছে শিশুর সুরক্ষার জন্য, সেই নীতিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের দিকে সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা নিতে হবে, দায়বদ্ধতা দেখাতে হবে। তাহলেই কেবল এ পরিস্থিতি থেকে আমরা আমাদের কন্যা সন্তানদের রক্ষা করতে পারব। আমার মনে হয় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপটাই প্রথম হবে। রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ হলে তখন কিন্তু অভিভাবক ও সমাজ সবাই সচেতন হবে। অভিভাবকরা তো সচেতন হয়েও কিছু করতে পারছে না। একজন অভিভাবক তো একটা মেয়েকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারে না। তাকে তো স্কুলে পাঠাবে, তাকে তো নানা কারণে সে তার মতো জীবন যাপন করবে। স্বাভাবিকভাবে এটাই তো অভিভাবকরা চায় এবং সেটা করতে গিয়ে সে তো কিছু করতে পারছে না। ঘরেও তো সে নিরাপদ নয়। অপরাধগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ মানে অপরাধগুলোকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত না করার ফলে ঘরেও সে নিরাপদ থাকছে না। কাজেই অপরাধগুলোকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করার দায়িত্বটা হচ্ছে রাষ্ট্রের। কাজেই রাষ্ট্রের দায়িত্বটাই প্রথম। রাষ্ট্র যদি কিছু বার্তা দেয় সেই বার্তার মধ্য দিয়ে সমাজ বদলাবে, সমাজ বদলালে পরিবারও সেখানে একটা ভূমিকা পালন করবে। অতএব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির মাধ্যমেই কেবল বিচারহীনতার এ সংস্কৃতি দূর করা সম্ভব। বহু ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া কিংবা সুবিচার না পাওয়ার কারণে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এর পাশাপাশি বাল্যবিয়ের মতো কুপ্রথাগুলোকে প্রমোট করে কন্যা শিশুর মৌলিক অধিকার ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এ সংকট উত্তরণে রাষ্ট্রকে আরও কঠোর হতে হবে। প্রথমত, নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলোর দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বাস্তবায়ন জরুরি, যাতে অপরাধীরা পার পেতে না পারে। দ্বিতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও তৎপর হতে এবং প্রতিটি এলাকায় নজরদারি বাড়াতে হবে। তৃতীয়ত, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি অধিকার সম্পর্কে নারীদের সচেতন করার জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বোপরি, কন্যা শিশুরা যেন নির্ভয়ে, নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে-এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই কেবল কন্যা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।'

যাই তবু এগিয়ে

ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায় রেবেকা গ্রিনস্প্যান

রাফিয়া আক্তারঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাত দশকের বেশি সময় ধরে জাতিসংঘের নেতৃত্বে পুরুষ। এবার সেই দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন লাতিন আমেরিকার দেশ কোস্টারিকার এক নারী-রেবেকা গ্রিনস্প্যান। অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, কূটনীতিক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নকর্মী-বহুমাত্রিক পরিচয়ে তিনি ইতোমধ্যে বিশ্ব অঙ্গনে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন।

২০২৬ সালের ৩০ অক্টোবর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক বাছাইপর্বে তার অবস্থান তাকে আলোচনার শীর্ষে নিয়ে এসেছে। তবে চূড়ান্ত নিয়োগ এখনো বাকি। নির্বাচিত হলে তিনি হবেন জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম নারী মহাসচিব। এটি শুধু একজন নারীর ব্যক্তিগত অর্জন হবে না, বরং বিশ্ব নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাসেও হবে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

১৯৫৫ সালে মধ্য আমেরিকার দেশ কোস্টারিকার রাজধানী সান হোসেতে জন্ম রেবেকা গ্রিনস্প্যানের। ছোটবেলা থেকেই অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বেছে নেন অর্থনীতিকে। কোস্টারিকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স থেকে নেন অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

শিক্ষাজীবনের পাঠকে তিনি কাজে লাগান বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে। তার পেশাগত চিন্তার কেন্দ্রে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই কি মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটে? নাকি উন্নয়নের সুফল সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোও জরুরি?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি যুক্ত হন অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাে। রেবেকার কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় কোস্টারিকার সরকারে যোগ দেওয়ার মধ্যদিয়ে। তিনি দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে আবাসনমন্ত্রী এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক-বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবেও কাজ করেন।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি কোস্টারিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট বা উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এ সময় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন, আবাসন ও জনকল্যাণমূলক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন, একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন শুধু বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ কিংবা জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তাকে পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে।

রেবেকা গ্রিনস্প্যানের আন্তর্জাতিক কর্মজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপিতে (টঘউচ) যোগদান। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে সংস্থাটির আঞ্চলিক পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব এবং ইউএনডিপির সহযোগী প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সংকট মোকাবিলায় সংস্থাটির কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব ছিল তার ওপর।

২০১৪ সালে তিনি আইবেরো-আমেরিকান সম্মেলনের মহাসচিব নির্বাচিত হন। লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল এবং ইউরোপের ২২টি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদারে কাজ করেন। এই পদে তার নেতৃত্বের মেয়াদ ছিল ২০২১ সাল পর্যন্ত।

২০২১ সালে তিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা ইউএনসিটিএডি (টঘঈঞঅউ)-এর মহাসচিব নিযুক্ত হন। সংস্থাটির ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী মহাসচিব। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঋণ, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে কাজ করাই এ সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

রেবেকা গ্রিনস্প্যানের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ানোর পেছনে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক উদ্যোগ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কৃষ্ণসাগর দিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। এতে বিশ্ববাজারে খাদ্যসংকট ও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশেষ করে খাদ্য আমদানিনির্ভর দরিদ্র দেশগুলো বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ, তুরস্ক, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন রেবেকা। তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা কৃষ্ণসাগরীয় শস্য উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ টন শস্য নিরাপদে রপ্তানি হয়েছিল। আর এ উদ্যোগের জন্য ২০২৪ সালে তিনি 'নেগোশিয়েটর অব দ্য ইয়ার' বা বর্ষসেরা আলোচক পুরস্কারসহ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

হাসান মামুন

তবে স্বীকার করতে হবে, পোশাক খাতে নিয়োজিত লাখ লাখ কর্মীর অবদান কখনোই যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়নি। এই অবমূল্যায়ন দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত মজুরি কাঠামোতেও। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে চালু হওয়া ন্যূনতম মজুরিতেও সেটা ছিল স্পষ্ট। অন্যান্য শিল্প খাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে না বলেও পোশাক খাত শ্রমের একটা অব্যাহত সরবরাহ পাচ্ছে। প্রবাসী শ্রমবাজারেও আছে চাপ। তবে এসবের 'সুযোগ গ্রহণ' অব্যাহত রাখা উচিত হবে না সেই খাতের উদ্যোক্তাদের, বিশ্ববাজারে যাদের প্রশংসা রয়েছে। উপযুক্ত ও সম্মানজনক মজুরির ব্যবস্থা করে তারা এখন পারেন উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে।

শ্রমিকদের দাবি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে উদ্যোক্তারা পারেন অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ কমানো এবং সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে। বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় ক্রেতাদের কাছ থেকে বাড়তি দাম তারা সহজে পাবেন না। সরকারের কাছ থেকেও বাড়তি প্রণোদনা কিংবা ছাড় পাওয়া সম্ভব নয়। সরকার নিজেই আছে অর্থ সংকটে। জ্বালানি খাতে ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী পুষতেই তার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, পরিবহন ও বন্দর সুবিধার দক্ষ ব্যবহারের মতো ক্ষেত্রগুলোয় জোর দিয়ে হলেও শ্রমিকদের একটা মোটামুটি মানসম্মত জীবন নিশ্চিতে তাদের এগিয়ে আসা জরুরি।

নির্ভরযোগ্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জ্বালানি নিরাপত্তা না পেয়ে মাঝে উদ্যোক্তারা অনেক ভুগেছেন, সন্দেহ নেই। কলকারখানা বন্ধ হয়েছে; পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদনও করতে পারেননি। কিন্তু সে জন্য তো শ্রমিক দায়ী নয়। তাদের একাংশ সেই কারণে বরং কর্মচ্যুত হয়েছে। এর দায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকেই নিতে হবে। আর তাদের সঙ্গেই করতে হবে বোঝাপড়া।

হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক

আবু আহমেদ

নিয়ে আমাদের ভারতের সঙ্গে শর্তে যেতে হবে কেন? বাংলাদেশের মাতারবাড়ীতে তাদের এ শর্তসাপেক্ষ বিনিয়োগ, এটা বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু হবে বলে মনে হয় না। এটা ঠিক, তারা আমাদের অত্যন্ত স্বল্প সুদে ঋণ দেবে এবং তাদের সুবিধা অনুযায়ী তারা শিল্প করবে, রপ্তানি করবে-এগুলোতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এর মাঝে ভারতকে সুবিধা দেওয়ার শর্তে যেতে হবে কেন? ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে 'গিভ অ্যান্ড টেক'। ভারতকে সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি যদি অর্থনৈতিকভাবে আমাদের জন্য যথেষ্ট পোষায়, তাহলে অবশ্যই আমরা নিজস্ব উদ্যোগেই সেটা করব। সেটা শর্তের মাধ্যমে হবে কেন? সেভেন সিস্টারে আমাদের মালামাল সরবরাহ করা এবং ওদের জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি যদি লাভজনক হয়-অবশ্যই আমরা সেটা করব।

যাই হোক, বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। এখন আমাদের উচিত এআই রিলেটেড শিল্প গড়ে তোলা। মাতারবাড়ি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তুলতে হবে। চীনও আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্কের চাকাটিকে আরও গতিশীল করতে হবে। চীন যে মিয়ানমার হয়ে ওদের সঙ্গে একটা করিডর বানাতে চাচ্ছে, তা যদি বস্তাবায়ন করা যায়, তাহলে সেটাও ব্যবহার করতে পারবে বাংলাদেশ। অবশ্য এটা বাংলাদেশের নিজস্ব সিদ্ধান্তে হওয়া উচিত।

আমি আবারও বলছি যে, বাংলাদেশে আগের মতো সহজে বিদেশি ঋণ, অর্থ কিংবা সুদবিহীন সাহায্য এগুলো এখন আর আশা করা ঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে কোনো পণ্য আমদানি করলে সেটা বাংলাদেশের জন্য ব্যয়বহুল হবেই। ইউরোপ থেকে আনা হলে তার থেকে কিছুটা কম হবে। সুতরাং বাংলাদেশকে বুঝেশুনেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাই হোক, বাংলাদেশকে নিজস্ব সম্পদ আহরণের ওপর জোর দিতে হবে। কিন্তু আমরা নিজস্ব সম্পদ আহরণ সেভাবে করতে পারছি না। আমাদের ব্যর্থতা, অযোগ্যতার কারণে, কাজে কর্মে মন্থর গতির কারণে আমরা সে সম্পদ আহরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছি। তা না হলে চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন এত বছর এভাবে ফেলে রাখলাম? চট্টগ্রাম বন্দরের এ সিদ্ধান্তটি আমরা আরও অনেক আগেই নিতে পারতাম। কিন্তু তা পারিনি। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কথাই চিন্তা করি না কেন? এটা কি আন্তর্জাতিক মানে কাজ করছে? না, করছে না। চট্টগ্রাম বন্দরের মতো এটাকেও বিদেশি তত্ত্বাবধানে দেওয়া উচিত। এখন সবার একই কথা-আমাদের অর্থ নেই, তাই ঋণের জন্য মরিয়া হয়ে আছি। আমাদের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিগুলোকে যদি ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারতাম, তাহলে দেশে অর্থ নেই-এ কথাটি শুনতে হতো না। আসলে আমাদের এফিসিয়েন্ট ইকোনমি তৈরি করতে হবে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে। আমরা গর্ব করে বলি যে, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের মতো এত বড় সৈকত পৃথিবীতে হয়তো খুব বেশি পাওয়া যাবে না। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে এর কতটুকুই আমরা ব্যবহার করতে পারছি? আসলে সমস্যা হচ্ছে, আমাদের যে কালচারে বা বর্তমানে যে লেভেলে আমরা আছি, সেখানে বিদেশি পর্যটক আমরা পাব না এবং এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে একবার চিন্তা করা হয়েছে। থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষকে যদি কক্সবাজার বিমানবন্দরকে লিজ দিয়ে তাদের হাতে এর ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর চেহারা পালটে যাবে। কক্সবাজারের কিছু অংশ তাদের মাধ্যমে পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ভারী হতো। এখানকার দুর্নীতি থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হতো দেশ। আসলে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই তো দুর্নীতির একটা বড় ব্যবসা চলছে। এটাকে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। দেশ এগোবে কীভাবে? আসলে দেশে মানুষ যত গরিব থাকবে-তত বিভক্ত থাকবে, তত দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। এটাই নিয়ম। পৃথিবীতে তাই দেখা গেছে। 'ইউ রিমেইন পুওর, ইউ রিমেইন ডিভাইডেড, অ্যান্ড ইউ রিমেইন করাপ্ট।' এখন এটাই হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা যদি কোনো আশার উজ্জ্বল আলো সামনে দেখতে পেতাম তাহলে আমরা সেদিকেই দৌড়াতাম। কিন্তু সে আলোর কোনো রেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জানি না সামনে দেখতে পাব কি না।

আবু আহমেদ : অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ; চেয়ারম্যান, আইসিবি

অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার

মাবাশরা তাজামাল

প্রস্তাব করা হচ্ছে, যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে এবং মুসলিম আমেরিকান সুধীসমাজকে অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করার যে প্রচেষ্টা চলছে, তাতেই এটি স্পষ্ট।

ঘৃণা শুধু অনলাইনেই সীমাবদ্ধ থাকে না কিংবা কোনো নির্দিষ্ট নির্বাচনী প্রচারণার গণ্ডিতেও আটকে থাকে না। মে মাসে দুজন বন্দুকধারী সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে হামলা চালিয়ে তিন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইসলামোফোবিয়ার জেরে ঘৃণামূলক অপরাধ এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে; দেশজুড়ে হয়রানি, ভাঙচুর ও সহিংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

আজ মুসলিমদের ওপর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার হুমকি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর অভিযান চালানো এবং সুধীসমাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করার মতো যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেগুলো যে কারোর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হতে পারে।

৩ নভেম্বর ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবেন যে ভয় ও ঘৃণাই রিপাবলিকান পার্টির মূলভিত্তি হিসেবে টিকে থাকবে, নাকি এগুলো দলটির শেষ এবং ব্যর্থ বাজি হিসেবে গণ্য হবে।

লেখক : জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ইসলামোফোবিয়া বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প 'দ্য ব্রিজ ইনিশিয়েটিভ'-এর সহযোগী পরিচালক

ইংরেজি থেকে ভাষান্তর : কামরুননাহার এ্যামি

মাইকেল ম্যাকফল

নজিরবিহীন হস্তক্ষেপের ছক আঁকেন। হিলারি ক্লিনটনের প্রচার শিবিরের ই-মেইল চুরি করে প্রকাশ করা এবং ট্রাম্পের সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো ২০১৬ সালের ভোটের ফলাফলকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে পুতিন যে ফলাফল পরিবর্তনের চেষ্টা করছিলেন, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

২০১৭ সালে ট্রাম্পের ওপর পুতিনের এই বিনিয়োগ কূটনৈতিক পরিবেশে ফল দিতে শুরু করে। ট্রাম্প প্রকাশ্যে রুশ একনায়কের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

তবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে পুতিনের প্রতি তাঁর এই প্রশংসাসূচক মনোভাব মার্কিন নীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ, ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা দলের শীর্ষ কর্মকর্তারা ট্রাম্পকে পুরোপুরি রাশিয়াঘেঁষা নীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

২০২৪ সালে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর ক্রেমলিনের এই দীর্ঘদিনের চেষ্টার বাস্তব সুফল মিলতে শুরু করে। যার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে ইউক্রেনে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের মাধ্যমে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রই ছিল ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সমর্থক।

অন্যান্য মার্কিন পদক্ষেপও ইউক্রেনকে দুর্বল করেছে এবং রাশিয়াকে লাভবান করেছে। ট্রাম্প সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ইউক্রেন কখনো ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে না। গত বছর আলাস্কা সম্মেলনে তিনি পুতিনকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেন, যেখানে দুই প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনকে পূর্ব দনবাসের বাকি অংশ ছেড়ে দিতে চাপ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন (যা পুতিন ২০১৪ সাল থেকে দখলের চেষ্টা করছেন)।পুতিনেরও বোঝা উচিত যে ট্রাম্পের সবলেছিলেন, 'অনেক কথা বলেছেন। আপনারা এই যুদ্ধে জিতছেন না...আপনাদের হাতে জেতার মতো কোনো কার্ড নেই।' গত দুই সপ্তাহে ট্রাম্প পুতিনের যুদ্ধের পক্ষে সাহায্য আরও বাড়িয়েছেন। তিনি রাশিয়ার ডিজেল রপ্তানির সুযোগ দিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন, যা মস্কোকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শত শত কোটি ডলারের জোগান দেবে।

সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, স্পেসএক্স ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান সমর্থক, পরম মিত্র ও তার প্রশাসনের প্রাক্তন কর্মকর্তা ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) সরবরাহ করা 'স্টারলিংক' ও 'স্টারশিল্ড' যোগাযোগব্যবস্থায় ইউক্রেন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।কিয়েভ নিজেদের ড্রোন পরিচালনা এবং ড্রোন ও রকেট ট্র্যাক করে প্রতিহত করতে এই দুই পরিষেবার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

নিজের নিজের প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে পুতিন ও ট্রাম্প নতুন কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়েও আলোচনা করছেন। পরিস্থিতি কি আবার ঘুরতে পারে?ইউক্রেনীয়রা আশা হারাচ্ছে না, জনমত জরিপ অনুযায়ী, এখনো এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করেন, তাঁদের দেশের লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত। ইউরোপীয় দেশগুলোও ইউক্রেনের পাশ থেকে সরছে না। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতে আমেরিকান-সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে ইউক্রেন দ্রুত ভেঙে পড়বে বা আত্মসমর্পণ করবে বলে পুতিন আশা করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হতে যাচ্ছেন হাকিম জেফরিস

নিউইর্য়ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হলে দেশটির ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে এই পদে বসবেন ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা হাকিম জেফরিস। ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে স্পিকার নির্বাচনের পথে রয়েছেন তিনি। তবে দলের ভেতরের মতপার্থক্য ও নতুন নেতৃত্বের দাবি সামলে দায়িত্ব পালন করাই হবে তার বড় চ্যালেঞ্জ। সিএনএনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

২০১৩ সালে প্রতিনিধি পরিষদে যোগ দেওয়ার পর থেকেই জেফরিসকে ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা শুরু করেন দলের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। তাদের লক্ষ্য ছিল, ন্যান্সি পেলোসি অবসরে গেলে হাকিম জেফরিস যেন স্পিকার হতে পারেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পেরিয়ে এবার সেই লক্ষ্য পূরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। স্পিকার নির্বাচিত হলে প্রেসিডেন্টের উত্তরাধিকার নির্ধারণের তালিকায় ভাইস প্রেসিডেন্টের পরই থাকবে হাকিম জেফরিসের অবস্থান। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দুই বছরে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্ব দেবেন তিনি। তবে দলের বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক ঘরানার নেতাদের সমর্থন ধরে রাখা সহজ হবে না। স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসন ও ইসরায়েল-সংক্রান্ত বিষয়ে হাকিম জেফরিসের মধ্যপন্থী অবস্থান নিয়ে তাদের একাংশের আপত্তি রয়েছে। পাশাপাশি দলের দীর্ঘদিনের নেতাদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মতপার্থক্যও সামলাতে হবে তাকে।

হাকিম জেফরিসের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ধনীদের ওপর কর বাড়ানো, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সুপ্রিম কোর্টের জন্য কঠোর নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি বাড়ানোরও পরিকল্পনা রয়েছে তার। তবে দলের ভেতরে বিভাজন তৈরি করতে পারে–এমন বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় ভোটাভুটি এড়িয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর মতো বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে চান তিনি। ব্রুকলিনের বাসিন্দা হাকিম জেফরিস ২০১৩ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তার অভিশংসন প্রক্রিয়ায় ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরিচিতি পান তিনি। ২০২২ সালে দলের নেতা হওয়ার পর থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির অবস্থান শক্তিশালী করতে কাজ করছেন। সংবাদসংস্থা এপির তথ্য মতে, ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে ৮৫ শতাংশ ভোট গণনা শেষে হাকিম জেফরিস ৭৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী লুইস মিজরাহি পেয়েছেন ১৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ ভোট।

সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিল ডেমোক্র্যাটরা

নিউইর্য়ক ঃমধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। চারটি আসন পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাটরা। গত বছরও দলটির জন্য এমন জয়কে প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছিল।

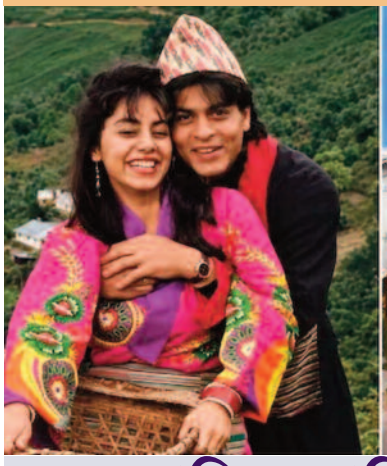
এই জয়ের ফলে আগামী ২০২৭ সালে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আবারও দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমারের। একই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর নজরদারি, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় নিয়োগ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা পেতে যাচ্ছে দলটি।

সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে ডেমোক্র্যাটদের অন্তত চারটি আসন বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। নির্বাচনে নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, টেক্সস ও ওহাইওতে রিপাবলিকানদের হারিয়ে সেই লক্ষ্য পূরণ করেছে তারা।



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com





প্যারিসে হানিমুনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন গৌরীকে, কথা রাখতে পেরেছিলেন শাহরুখ?

মোম্বাই ডেস্কঃ কে জানত রাস্তার থিয়েটারের ছেলেটি একদিন বলিউডে রাজত্ব করবে? তাকে সবাই এক নামে চিনবে? তিনি আজ বলিউডের বাদশাহ। এক নামেই বিশ্ব চেনে, তিনি শাহরুখ খান। তার জীবনের প্রেমকাহিনি বলিউড জগতের বাইরে শুরু, যখন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মতোই ছিল তার চালচলন। আর সেই প্রেমিকা ছিলেন গৌরী খান।

আর আজ এ তারকা দম্পতির প্রেমকাহিনি রূপকথাকেও হার মানায়। আজকের মতো সেই জৌলুসপূর্ণ দিনগুলোতে তারা ছিলেন সাধারণ এক তরুণ-তরুণী। ১৯৯১ সালে সদ্য বিবাহিত দম্পতির জীবনে তখন অর্থনৈতিক সংগ্রাম ছিল নিত্যসঙ্গী। অথচ নববধূকে দেওয়া কথা রাখার জেদ আর ভালোবাসার কাছে হার মেনেছিল সব প্রতিকূল বাধাবিপত্তি।

সময়টা ১৯৯১ সাল। বিয়ের পর শাহরুখ খান তখন কেবল বলিউডে নিজের ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে পাকা জায়গা তৈরি হতে তখনো অনেক বাকি। নতুন বউ গৌরীকে কথা দিয়েছিলেন–মধুচন্দ্রিমায় প্যারিস ঘুরিয়ে আনবেন। কিন্তু পকেট ফাঁকা। প্যারিসের দুটো প্লেনের টিকিট কেনার মতো পর্যাপ্ত টাকাও তার কাছে নেই। হানিমুন করবেন কীভাবে? মাথায় দুশ্চিন্তা ভর করেছে। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ঠিক এমন সময়ই বড় সুযোগ এলো।

হঠাৎ করেই সুযোগ এলো 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান' সিনেমায় অভিনয়ের। সেই সিনেমার একটি গানের শুটিংয়ের জন্য যখন দার্জিলিংকে বেছে নেওয়া হলো, ঠিক তখনই বিন্দুমাত্র দেরি না করে গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা পাহাড়ে পাড়ি দিলেন তখনকার উদীয়মান এই অভিনেতা। কুয়াশায় মোড়া পাহাড়ি উপত্যকা গৌরীকে দেখিয়ে শাহরুখ সেসময় বলেছিলেন– এটাই আমাদের প্যারিস। আর প্যারিসের টিকিট কাটার সামর্থ্য না থাকলেও বাদশাহ ঠিকই খুঁজে নিয়েছিলেন ভালোবাসার অনন্য এক ঠিকানা, যা আজও দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি কুয়াশার মাঝে এক অমর প্রেমের স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে।

দার্জিলিং থেকে মাত্র ৫ মিনিটের মেঠোপথ। টয় ট্রেন স্টেশন থেকে ৪ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত একটি হোটেলের ২৫টি ডিলাক্স রুম ও স্যুট রয়েছে। পর্যটকদের ভিড় থেকে দূরে নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য এটি আদর্শ জায়গা। হোটেলের ভেতরে রয়েছে তিনটি অসাধারণ রেস্তোরাঁ– লাইভ পিয়ানো বাজনাসমেত 'অর্কিড ডাইনিং রুম', পাহাড়ি চা ও কুকিজের জন্য বিখ্যাত 'টি লাউঞ্জ অ্যান্ড টিম্বার বার' এবং খোলা আকাশের নিচে আড্ডার জন্য 'গার্ডেন গাজেবো'।

ডিলাক্স রুম থেকে শুরু করে অ্যাটিক ও স্যুট– সব মিলিয়ে পর্যটনের মৌসুমে এখানে একরাত কাটানোর ন্যূনতম খরচ ১২ হাজার টাকা। পুরোনো দিনের নস্টালজিয়া আর পাহাড়ি রোমান্টিকতার ছোঁয়া পেতে আজও ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই 'দ্য এলগিন'।

সেদিন নতুন বউকে নিয়ে এই হোটেলটিতেই রাত কাটিয়েছিলেন শাহরুখ খান ও গৌরী খান। সেই ঐতিহাসিক হোটেলে ১৮৮৭ সালে মূল জায়গাটিতে কোচবিহারের মহারাজার প্রাসাদ ছিল, যেখানে রাজকীয় অতিথিদের নিয়ে পার্টি বসত। পরে ব্রিটিশ আমল পেরিয়ে ১৯৬৯ সালে হোটেলটি কিনে নেন বিখ্যাত হোটেল ব্যবসায়ী ওবেরয় পরিবারের কেসি ওবেরয়। বর্তমানে এর মালিক বিআর ওবেরয়, যাকে স্থানীয়রা 'ডায়মন্ড ওবেরয়' নামে চেনেন।

শুধু শাহরুখ-গৌরী দম্পতি নন; এই ঐতিহাসিক হেরিটেজের আতিথেয়তা উপভোগ করেছেন ফরাসি লেখক ডমিনিক লাপিয়ের, সাংবাদিক মার্ক টালি এবং মডেল-অভিনেতা মিলিন্দ সোমনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরাও।

বিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন 'বেবি ডল' খ্যাত গায়িকা কনিকা কাপুর

মোম্বাই ডেস্কঃ বলিউডের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনিকা কাপুর ও তার স্বামী গৌতম হাথিরামানির চার বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটতে চলেছে। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এক আবেগঘন বার্তার মাধ্যমে নিজেই এই বিচ্ছেদের খবরটি নিশ্চিত করেছেন গায়িকা।

ইনস্টাগ্রামে কনিকা লিখেছেন, 'প্রিয় বন্ধু এবং পরিবার, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমার স্বামী ও আমি আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একসঙ্গে কাটানো সময়টুকুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই। এই কঠিন সময়ে আমরা যেন নিজেদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারি এবং একটু সহানুভূতি ও সম্মান পাই, সেই অনুরোধই করছি।'



এটি কনিকার দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদ। এর আগে ১৯৯৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ব্যবসায়ী রাজ চান্দকের সঙ্গে প্রথম ঘর বেঁধেছিলেন তিনি। বিয়ের পর দীর্ঘদিন লন্ডনেই কাটিয়েছেন এবং তাদের তিন সন্তান–আয়না, সামারা ও যুবরাজকে বড় করেছেন। তবে ২০১২ সালে সেই সম্পর্কেরও ইতি ঘটে। এরপর কনিকা ভারতে ফিরে আসেন এবং নিজের মিউজিক ক্যারিয়ার গড়ে তোলার দিকে মন দেন।

বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, তারপর বিয়ে

গৌতম হাথিরামানির সঙ্গে কনিকার পরিচয় প্রায় ১৫ বছরের। সম্পর্কে জড়ানোর আগে দীর্ঘদিনের ভালো বন্ধু ছিলেন তারা। কনিকা এর আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেই গৌতমকে দুবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন–প্রথমে ২০১৪ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০২০ সালে। অবশেষে ২০২১ সালের আগস্টে গৌতম তাকে প্রপোজ করেন এবং ২০২২ সালের ২০ মে লন্ডনে একটি জাঁকজমকপূর্ণ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

'বেবি ডল' খ্যাত কনিকার সংগীত জীবন

২০১৪ সালে সানি লিওনের 'রাগিনি এমএমএস ২' ছবির 'বেবি ডল' গানটির মাধ্যমে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেন কনিকা কাপুর। মিত ব্রোস-এর সুরে গানটি সুপারহিট হওয়ার পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। একই বছর শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ছবিতে 'লাভলি' গান গেয়েও তুমুল জনপ্রিয়তা পান তিনি।

এরপর মিত ব্রোস এবং ডা. জিউসের সঙ্গে মিলে 'রয়' ছবির 'চিটিয়া কালাইয়া', 'এক পহেলি লীলা' ছবির 'দেশি লুক', 'অল ইজ ওয়েল' ছবির 'নাচান ফার্রাতে' এবং 'উড়তা পাঞ্জাব' ছবির 'দা দা দাসে'র মতো একের পর এক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়ে বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেন এই গুণী শিল্পী।

'বেতন বাড়াতে বলায় বের করে দেয়'

মোম্বাই ডেস্কঃ ছোটপর্দার পারিশ্রমিকের বৈষম্য নিয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় অভিনেত্রী সোনারিকা ভদোরিয়া। একটি ধারাবাহিকে প্রায় এক বছর কাজ করার পরে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন তিনি।

বেতন বাড়ানোর দাবি জানাতেই ধারাবাহিক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাকে। অথচ একই ধারাবাহিকে অভিনেতাদের পারিশ্রমিক বেড়েছিল তিন গুণ।

তবে কোন ধারাবাহিকের কথা বলছেন, তা স্পষ্ট করেননি অভিনেত্রী। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামও প্রকাশ্যে আনতে চাননি তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের অভিজ্ঞতা জানান সোনারিকা।

অভিনেত্রী বলেন, টিআরপি এত ভালো ছিল যে চ্যানেলের পক্ষে আমাদের নিয়ে উদ্যাপন করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কাজের স্বীকৃতি বা বেতনবৃদ্ধি আশা করতেই পারেন। কিন্তু আমি যখন সেই দাবি জানালাম, তখন উল্টে প্রশ্ন করা হল, কিসের ভিত্তিতে আমি বেতন বৃদ্ধির কথা বলছি।

সোনারিকার, বেতন বৃদ্ধির কথা বলেছিলাম বলে আমাকে ধারাবাহিক থেকে সরিয়েই দেওয়া হল। অথচ আমাকে যে বাদ দেওয়া হচ্ছে, সেটাও জানানো হয়নি। আমার পুরুষ সহ-অভিনেতা ধারাবাহিক ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন। তাঁর পারিশ্রমিক তিন গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আমার বেতন এক বারও বাড়েনি।

আমিরকে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মানতেন শাহরুখ!

মোম্বাই ডেস্কঃ বাদশাহ শাহরুখ খানের বলিউডে শুরুটা মোটেও ভালো ছিল না। কিন্তু আজ তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত, কোটি কোটি ভক্তের প্রিয় তারকা। অথচ তার ক্যারিয়ারের শুরুতে নিজের অভিনয় দেখে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমনকি প্রথম সিনেমা 'দিওয়ানা' দেখে নিজের অভিনয়কে বলেছিলেন 'ভয়াবহ, উচ্চকণ্ঠ ও নিয়ন্ত্রণহীন'। শুধু তা-ই নয়, একসময় ৩০ বছর বয়সেই অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন এ বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। নিজের অভিনয় দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়েছিলেন।

শাহরুখ খান বলেন, 'আমি নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় সমালোচক। পর্দায় নিজেকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষ যে আমাকে সিনেমাটিতে পছন্দ করেছে, সেটাই অবাক করার মতো। হয়তো নতুন মুখ ছিলাম বলেই তারা পছন্দ করেছে। কিন্তু এমন অভিনয় আবার করতে বা মনে রাখতে চাই না।'

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সমসাময়িক অভিনেতাদের নিয়েও কথা বলেছিলেন শাহরুখ খান। আমির খানকে নিজের সবচেয়ে কাছের প্রতিদ্বন্দ্বী উল্লেখ করলেও তার অভিনয়ের প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি কিং খান।

শাহরুখ খান বলেন, 'আমির আমার চেয়ে



অনেক ভালো অভিনেতা। এ মুহূর্তে দেশে যদি অসাধারণ কোনো অভিনেতা থাকেন, তবে তিনি আমির খান।'

বলি বাদশাহর ৬১তম জন্মদিনে সামনে এসেছে ১৯৯২ সালে দেওয়া তার প্রথম দিকের একটি সাক্ষাৎকার। সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে সেই সাক্ষাৎকারের নানা কথা। তখন বলিউডে নতুন মুখ ছিলেন শাহরুখ খান। 'দিওয়ানা' সিনেমার সাফল্যে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের নজরে এলেও নিজের অভিনয় নিয়ে তার মনে ছিল অসন্তোষ।

সেই সাক্ষাৎকারে নিজের অভিনয়ের সমালোচনা করে শাহরুখ বলেছিলেন, 'আমি খুব বাজে অভিনয় করেছি। অতিরিক্ত চড়া, অশোভন ও নিয়ন্ত্রণহীন ছিল আমার অভিনয়। এর পুরো দায় আমি নিচ্ছি।'

কেন এমন মনে হয়েছিল, সে কথা জানিয়ে শাহরুখ খান বলেন, সিনেমাটির শুটিংয়ের আগে তার হাতে কোনো চিত্রনাট্যও ছিল না। অন্য কিছু কাজের শুটিং বাতিল হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ করেই 'দিওয়ানা'র জন্য সময় দিতে হয়েছিল তাকে। তার মতে, একটি চরিত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের ধরন বুঝে নেওয়ার সুযোগ না থাকলে এমন ভুল হতে পারে।

তখন আমির ৩০ বছর বয়সে অভিনয় ছেড়ে পরিচালনায় আসতে চান বলে শুনেছিলেন বাদশাহ। মজার বিষয় হচ্ছে– শাহরুখ নিজেও একই বয়সে অভিনয় ছাড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। অবশ্য সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে সেই ভাবনা। ৩০ পেরিয়ে ৬১ বছর বয়সেও অভিনয়ে দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

'দিওয়ানা' সিনেমাটির জনপ্রিয়তার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল সংগীত পরিচালক নদীম-শ্রবণের বলে জানিয়েছেন শাহরুখ খান। গানগুলোর চিত্রায়ণের জন্য পরিচালক রাজ কানওয়ারেরও প্রশংসা করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি সহশিল্পী ঋষি কাপুর, দিব্যা ভারতী, দেবেন ভার্মা ও অমরিশ পুরীর অবদানের কথা স্মরণ করেন শাহরুখ খান। তবে নিজের লক্ষ্য নিয়ে পরিষ্কার ছিলেন তিনি। বাদশাহ চাইতেন, দর্শক যেন শুধু সিনেমার গল্প বা গান ভালো লাগার কারণে হলে না আসেন, তার অভিনয়ের জন্যও আসেন। শাহরুখ বলেন, 'আমি চাই মানুষ বলুক, সিনেমার গান ভালো, কিন্তু শাহরুখ আরও ভালো।' বাদশাহ বলেন, 'আমি চাই না আমার সিনেমার কারণে আমি সফল হই। বরং আমার কারণে সিনেমাটি সফল হোক। অন্য কেউ অভিনয় করলেও যদি সিনেমাটি হিট হয়ে যায়, তাহলে আমার অবদান কোথায়?'

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *হ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding, Receptions & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



১৯ বছরেই এমবাপ্পেকে টপকে ইতিহাস গড়লেন ইয়ামাল

স্পোর্টস ডেস্কঃ চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছেন বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড লামিন ইয়ামাল। মঙ্গলবার অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে গোল করে তিনি বনে গেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা টিনএজার।

১৯ বছর বয়সী ইয়ামাল গেল রাতে ম্যাচের সপ্তম মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন বার্সাকে। ভিলার রক্ষণের ভুলের সুযোগ নেন তিনি। বাঁকানো শটে গোলরক্ষক জিওন সুজুকিকে পরাস্ত করেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি তার ১৪তম গোল। এতে তিনি কিলিয়ান এমবাপ্পের ১৩ গোলের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন। ইয়ামাল এই মাইলফলকে পৌঁছেছেন মাত্র ৩৭ ম্যাচে।

ইউরোপের সেরা ক্লাব প্রতিযোগিতায় ইয়ামালের রেকর্ডের তালিকা আগে থেকেই লম্বা। স্পেনের এই তারকা চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বের ম্যাচে শুরু থেকে খেলা সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়। পোর্তোর বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ ইউরোপীয় অভিষেকের সময় তার বয়স ছিল ১৬ বছর ৮৩ দিন।

একই ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্ট করা সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়ও তিনি। সেমিফাইনালে গোল করা সবচেয়ে কম বয়সীও তিনিই। ১৮ বছর বয়সের আগে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড তার, ৫টি। ১৯ বছর বয়সের আগে সবচেয়ে বেশি গোলও তার, ১১টি।

তবে একটি রেকর্ড আর তার নেই। নকআউট পর্বে খেলা সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে তাকে ছাড়িয়ে গেছেন ম্যাঙ ডাউম্যান। এ বছরের শুরুতেই সেটি ঘটেছে।

মঙ্গলবারের রেকর্ড ইয়ামালের আরেকটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্সকে পূর্ণতা দিয়েছে। মৌসুমের শুরুটা তার দারুণ কাটছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৫ ম্যাচে তার গোল ১৩টি, অ্যাসিস্ট ১১টি।

‘উদীয়মানদের’ এশিয়া কাপ দলে ডাক পেলেন ৩৪ বছর বয়সি সাব্বির

স্পোর্টস ডেস্কঃ বয়স তার ৩৪। এই বয়সে বাংলাদেশ ক্রিকেটে অনেকেই নিজেদের ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেন। তবে সাব্বির রহমান এই বয়সে এসেও জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার আশা ছাড়েননি। শুধু যে চেষ্টাই করে যাচ্ছেন, বিষয়টা এমন নয়। তিনি জায়গা করে নিয়েছেন ‘উদীয়মান’দের এশিয়া কাপ দলেও!

২০১৬ সালের এশিয়া কাপে ২৪ বছর বয়সী সাব্বির দারুণ পারফর্ম করেছিলেন। সে আসরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছিলেন তিনিই। তার দশ বছর পর তিনি ডাক পেলেন এমন এক এশিয়া কাপে, যেখানে তাকে খেলতে হবে অন্যান্য দেশের উদীয়মান ক্রিকেটারদের বিপক্ষে। শুধু সাব্বির রহমান হলেও বিষয়টা মানা যেত, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই প্রাথমিক স্কোয়াড সাজিয়েছে একগাদা জাতীয় দলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার দিয়ে। এতটাই যে একটা গোটা একাদশ সাজিয়ে দেওয়া যাবে এককালে বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলা খেলোয়াড় দিয়ে।

এই তালিকায় আছেন প্রায় ৬ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার নাঈম শেখ, ২০১৯ বিশ্বকাপে



খেলা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, ২০২৫ সালে দলে অভিষিক্ত পারভেজ হোসেন ইমন, টেস্ট দলে এক সময়ের নিয়মিত মুখ মাহমুদুল হাসান জয়, শাহাদাত হোসেন দিপু, জাকির হাসান, লেগ স্পিনার আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, স্পিনার রাকিবুল হাসান ও পেসার রিপন মন্ডল।

তালিকার মোটে ৭ জন আছেন এমন যাদের অভিষেক হয়নি বাংলাদেশ দলে। তারা হলেন ইফতেখার হোসেন ইফতি, ইরফান শুক্কুর, সামিউন বশির রাতুল, মোহাম্মদ রুবেল, ইকবাল হোসেন ইমন, এস এম মেহেরব ও চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান।

ওয়ানডে ফরম্যাটের এই এশিয়া কাপ মাঠে গড়াবে কাতারে, আগামী ১৯ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই আসর।

বাংলাদেশ আছে এ গ্রুপে। এখানে তাদের চেনা প্রতিপক্ষ বনে যাওয়া আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা আছে, সঙ্গে আছে হংকং। ‘বি’ গ্রুপে অবধারিতভাবেই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান আছে, তাদের সঙ্গে অন্য দুই দল সংযুক্ত আরব আমিরাত ও নেপাল।

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কোয়াড:

সাব্বির রহমান, আফিফ হোসেন, নাঈম শেখ, পারভেজ হোসেন ইমন, মাহমুদুল হাসান জয়, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শাহাদাত হোসেন দিপু, মাহমুদুল হাসান জয়, জাকির হাসান, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, রিপন মন্ডল, রকিবুল হাসান, ইফতেখার হোসেন ইফতি, ইরফান শুক্কুর, সামিউন বশির রাতুল, মোহাম্মদ রুবেল, ইকবাল হোসেন ইমন, এস এম মেহেরব ও চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান।

২ গোলে পিছিয়ে পড়েও জয়, ৯ ম্যাচের খরা কাটাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ঢাকা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নভেম্বরে পা রেখেছিল একটা অস্বস্তি নিয়ে। টানা ৯ ম্যাচ ধরে না জেতার অস্বস্তি। এই সময়ে কাদের কাছে হারেনি দলটা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নবাগত কোমো থেকে শুরু করে ইএফএল কাপে ব্রাইটন, প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের কাছে ম্যানইউ’র হতাশার যাত্রাটা ক্রমে বড়ই হচ্ছিল। রোমার বিপক্ষেও সেটা দীর্ঘায়িত হওয়ার ইঙ্গিতই মিলছিল। ২ গোল হজম করে বসেছিল শুরুতেই। তবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষমেশ ইউনাইটেড ম্যাচটা জিতেছে ৩-২ গোলে। তাতে সেপ্টেম্বরের মাসের পর প্রথম জয়ের স্বাদ নিল মাইকেল ক্যারিকের দল।

ম্যাচের শুরুটা ছিল ইউনাইটেডের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম ২০ মিনিটেই দুই গোল হজম করে তারা। এতে স্বাগতিক সমর্থকদের ক্ষোভ প্রায় বিদ্রোহের পর্যায়ে চলে যায়।

১১ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন মাতিয়াস সুলে। রদ্রিগো মোরার পাস ধরার সময় তিনি অনেক জায়গা পেয়ে যান। সেখান থেকে সেনে লাম্মেন্সকে পরাস্ত করেন। কিছুক্ষণ পরেই ইউনাইটেডের বাঁ প্রান্ত আবার ফাঁকা পড়ে যায়। সুলের শট গিয়ে লাগে আয়েদেন হেভেনের প্রসারিত হাতে। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ২-০ করেন ডোনিয়েল মালেন।

প্রথমার্ধের মাঝামাঝি ম্যাচ কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। সমর্থকরা মাঠে টেনিস বল ছুড়ে মারেন। সঙ্গে ছিল স্লোগান। ক্লাবের অজনপ্রিয় মালিকপক্ষ আমেরিকান গেজার পরিবারকে ক্লাব বিক্রি করে দেওয়ার দাবি তোলেন তারা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আরেক ধাক্কা আসে। ইউনাইটেডের ৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের নতুন খেলোয়াড় কার্লোস বালেবা রোমার বক্সে ঢুকে হঠাৎ থেমে যান। ধারণা করা হচ্ছে, তার হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর চোট লেগেছে। দুই মিনিটও পার হয়নি তখন।

এরপর ঘণ্টাখানেকের কাছাকাছি সময়ে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। রোমার জিয়ানলুকা মানচিনির সঙ্গে সামান্য ছোঁয়া লাগে মাথিউস কুনিয়ার। রেফারি সেটিকে পেনাল্টি দেন। ব্রুনো ফার্নান্দেসের প্রথম শট ঠেকিয়ে দেন রোমার তৃতীয় পছন্দের গোলরক্ষক দেভিস বাসকেস। কিন্তু রোমার খেলোয়াড়রা আগেই বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। তাই পেনাল্টি আবার নিতে হয়। ইউনাইটেড অধিনায়ক এবার জোরালো শটে গোল করেন। ব্যবধান কমে ২-১।

কিছুক্ষণ পরেই ব্রায়ান এমবেউমো কুনিয়ার পাস পেয়ে শট নেন। বল দুই পোস্টের ভেতর দিক ছুঁয়ে ফিরে আসে। এ যাত্রায় বেঁচে যায় রোমা।

শেষ সাত মিনিটে এসে উপহার পায় ইউনাইটেড। রোমার লেওনার্দো বালের্দি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে ফাঁকা বাতাসে লাথি মারেন। কুনিয়ার সামনে তখন সহজ কাজ। ট্যাপ-ইনে তিনি সমতা ফেরান। তিন মিনিট পরে ব্রাজিলিয়ান এই খেলোয়াড় আবার গোল



করেন। কাছের পোস্ট দিয়ে বাসকেসকে পরাস্ত করে তিনি দলকে এগিয়ে দেন। উল্লাসে দর্শকদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। এর মাশুল দিতে হয়েছে পরে। এ জন্য তিনি হলুদ কার্ড দেখেন। ইনজুরি সময়ে একটি বিপজ্জনক ট্যাকলের কারণে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন কুনিয়া। মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। তবু ১০ জনের দল শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখে।

আবেগ সামলে রাফিনিয়ার জোড়া গোল, অ্যাস্টন ভিলাকে হারাল বার্সা

স্পোর্টস ডেস্কঃ ম্যাচের প্রায় ১২ ঘণ্টা আগে পাওয়া এক সংবাদ স্প্যানিশ ফুটবল তো বটেই, গোটা ফুটবল বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। মাঠে পাওয়া কনকাশন চোটের কারণে সিডি তেনেরিফের ফরোয়ার্ড হেসুস দে মিগুয়েলের অকাল মৃত্যু রাফিনিয়াকে যেন একটু বেশিই ছুঁয়ে গিয়েছিল, ম্যাচশেষে তিনি জানালেন, দুজনে সমবয়সী ছিলেন বলেই। সে শোক রাফিনিয়ার খেলাতেও প্রভাব ফেলছিল বটে, তবুও তিনি ম্যাচ শেষ করেছেন জোড়া গোল নিয়ে। তার জোড়া গোল আর লামিন ইয়ামালের লক্ষ্যভেদে ভর করে বার্সেলোনা অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। তাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে অ্যাস্টন ভিলার শতভাগ জয়ের ধারায় ছেদ টানল বার্সেলোনা।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



নবান্নের পিঠাপুলি

রেসিপি দিয়েছেন জিন্নাত রায়হান সুমি

নকশি পিঠা

যা লাগবে : চালের গুঁড়া ২ কাপ, পানি ২ কাপ, লবণ ১ চা চামচ, খেজুর কাঁটা কয়েকটি, বাঁশের চটা প্রয়োজনমতো, তেল (ভাজার জন্য) ১ লিটার, সিরা তৈরির জন্য চিনি বা গুড় ২ কাপ, পানি ২ কাপ, এলাচ ২-৩টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ১টি।

যেভাবে করবেন : হাঁড়িতে পানি ফুটতে দিন। পানি ফুটে উঠলে লবণ ও চালের গুঁড়া দিন। মাঝারি আঁচে ঢেকে সিদ্ধ করুন ৮-১০ মিনিট। নাড়বেন না। আঁচ কমিয়ে হাঁড়ি চুলায় রেখেই নেড়ে কাই করুন। চুলা থেকে নামিয়ে কাই ভালোভাবে মথে নিন। ভেজা নেকড়া দিয়ে ঢেকে রাখুন। মথা কাই ৬ ভাগ করুন। প্রত্যেক ভাগ কাই দিয়ে ১/২ ইঞ্চি পুরু রুটি বেলুন। রুটির ওপর হাত দিয়ে তেল মেখে খেজুর কাঁটা দিয়ে নকশা করুন। বড় মোটা সুই দিয়ে বড় নকশার ভেতর থেকে কাই তুলে নিন ও ছোট নকশার ভেতর জিগজ্যাগ করে দিন। পিঠার চারদিকে বাঁশের চটা দিয়ে দাঁত কেটে দিন। লোহার কড়াইতে তেল গরম করে মৃদু আঁচে পিঠা ভাজুন। খেয়াল রাখুন পিঠা যেন ভেতরে-বাইরে সমান ভাজা হয় এবং গাঢ় রং না হয়। ভাজার পর বেশ কয়েক সপ্তাহ সংরক্ষণ করতে পারেন। পরিবেশনের আগে সিরা তৈরির উপকরণ দিয়ে মাঝারি ঘনত্বের সিরা করে নিন। এলাচ দারুচিনি তেজপাতা তুলে ফেলে দিন। কড়াইতে তেল গরম করে বাদামি রং করে পিঠা ভেজে তেল ঝরিয়ে সিরায় ফেলুন। ২-৩ বার উলটে দিন। ৫-৬ মিনিট পর সিরা থেকে পিঠা তুলে পরিবেশন করুন।

তেলের পিঠা

যা লাগবে : ময়দা আধা কাপ, খেজুরের গুড় মিষ্টি অনুযায়ী, তরল দুধ প্রয়োজনমতো, লবণ ১ চিমটি, ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন : দুধের সঙ্গে খেজুরের গুড় গুলিয়ে নিন। মিশ্রণটি ছেঁকে নিন, (যাতে গুড়ের ময়লা থাকলে বের হয়ে যায়)। একটি পাত্রে চালের গুঁড়া, ময়দা ও লবণ মিশিয়ে নিন। এবার গুড় মেশানো দুধ অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে বেটার তৈরি করুন। বেটারের ঘনত্ব ঠিক করুন, বেটার এমন হবে, যাতে চামচ থেকে ঢাললে একটানা পড়ে, কিন্তু একেবারে পানির মতো পাতলা না হয়। ঢেকে ২০-৩০ মিনিট রেখে দিন। চালের গুঁড়ায় দুধ শুষে নিলে প্রয়োজনে আরও সামান্য দুধ মিশিয়ে নিন।

পিঠা ভাজা : কড়াইয়ে পর্যাপ্ত তেল মাঝারি আঁচে গরম করুন। একটি ছোট হাতা বা চামচ দিয়ে বেটার তেলে ছাড়ুন। পিঠা ফুলে উঠলে এবং নিচের অংশ শক্ত হলে উলটে দিন। মাঝারি-কম আঁচে দুই পাশ সোনালি-বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। তুলে ঝাঁঝরিতে রাখুন।

নারিকেল-খেজুর গুড়ের ভাজা পুলি

যা লাগবে : খেজুর গুড় মিষ্টি অনুযায়ী, এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ।

যেভাবে করবেন : নারিকেলের পুর তৈরি-একটি প্যানে কোরানো নারিকেল ও খেজুরের গুড় একসঙ্গে নিন। মাঝারি থেকে কম আঁচে নাড়তে থাকুন। গুড় গলে নারিকেলের সঙ্গে মিশে গেলে আঁচ কমিয়ে দিন। পুরটি আঠালো হয়ে অতিরিক্ত পানি শুকিয়ে গেলে এলাচ গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। পুর সম্পূর্ণ ঠান্ডা করুন। পুর যেন বেশি ভেজা না থাকে।

ময়দার খামির : ময়দার সঙ্গে লবণ ও তেল মিশিয়ে নিন। অল্প কুসুম গরম পানি দিয়ে নরম, মসৃণ খামির তৈরি করুন। ঢেকে ২০-৩০ মিনিট রাখুন।

পুলি তৈরি : খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে পাতলা রুটি বেলে নিন। রুটির একপাশে নারিকেল ও গুড়ের পুর দিন। চারপাশে সামান্য পানি লাগিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ভাঁজ করুন। কিনারা ভালোভাবে চেপে বন্ধ করুন, যাতে ভাজার সময় পুর বেরিয়ে না আসে। চাইলে কাঁটাচামচ দিয়ে কিনারা নকশা করে দিতে পারেন। কড়াইয়ে তেল মাঝারি আঁচে গরম করুন। পুলিগুলো ছেড়ে আঁচ মাঝারি-কম রাখুন। দুই পাশ সোনালি ও মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে ভাজুন। এরপর তুলে ঝাঁঝরিতে রাখুন।

গোলাপ পিঠা

যা লাগবে : চালের গুঁড়া (শুকনা) ২ কাপ, ময়দা ২ কাপ, তরল দুধ ৪ কাপ, ডিম ২টি, এলাচ-দারুচিনি গুঁড়া আধা চা চামচ করে, ঘি পরিমাণমতো, চিনি ৩ কাপ, পানি ২ কাপ, তেল (ভাজার জন্য) পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন : হাঁড়িতে দুধ ফুটতে দিন। দুধ ফুটলে চালের গুঁড়া ও ময়দা দিয়ে সিদ্ধ কাই করে নিন। কাই শক্ত হবে। সিদ্ধ কাইয়ে ঘি ও ডিম ভেঙে দিয়ে খুব ভালোভাবে ময়ান করুন। এমনভাবে মাখাতে হবে যেন হাতে না লাগে। চিনি, পানি, এলাচ ও দারুচিনি গুঁড়া একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে মাঝারি ঘনত্বের সিরা তৈরি করুন। মেখে রাখা সিদ্ধ কাই থেকে পরিমাণমতো নিয়ে ছোট রুটি বেলে অথবা বড় রুটি বেলে গোল কাটার বা বোতলের মুখ দিয়ে কেটে জোড়া লাগিয়ে গোলাপ তৈরি করুন। ডুবোতেলে মচমচে করে ভেজে সিরায় ফেলুন। সিরা থেকে ৫-৭ মিনিট পর তুলে নিন।

রুবি সন্দেশ থেকে মার্বেল ক্ষীর, সব্জি-মশলার রঙে রাঙিয়ে বানিয়ে ফেলুন দীপাবলির ৩ রঙিন মিষ্টি

দীপাবলিতে বাঙালি মিষ্টিমুখ করবেই। অন্য রকম কিছু খেতে ইচ্ছে হলে, দোকানের মতো রঙিন মিষ্টি বানিয়ে ফেলতে পারেন বাড়িতেই। তাতে কৃত্রিম রং মেশানোর প্রয়োজনই হবে না। সব্জি, মশলার রঙে রাঙিয়েই তৈরি হয়ে যাবে ফিউশন মিষ্টি।

মিষ্টির দোকানের শো-কেসে থরে থরে সাজানো রঙিন মিষ্টি দেখলে লোভ হয়ই। দীপাবলি ও ভাইফোঁটার আগে এমন নানা ধরনের রঙিন মিষ্টি তৈরির ধুম পড়ে যায় দোকানগুলিতে। তবে সেইসব মিষ্টি খেতে সুস্বাদু হলেও ভয় থেকে যায় ফুড কালারের। কৃত্রিম রং মানেই তাতে রাসায়নিকের আধিক্য। কাজেই মিষ্টি খেতে মন চাইলে, দোকানের মতো রঙিন মিষ্টি বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। তাতে কোনও কৃত্রিম রং মেশানোর প্রয়োজনই হবে না। নানা সব্জি ও মশলার রঙেই রঙিন হবে মিষ্টি। কেশর, বাদাম, ক্ষীর বা ছানার মিলমিশে স্বাদও হবে ভাল। খেয়ে খুশি হবেন অতিথিরাও।

রয়্যাল রুবি সন্দেশ

বিটের রসেই তৈরি হবে এই মিষ্টি। লাগবে ২ কাপের মতো ছানা, আধ কাপ চিনি, ২ চামচ টাটকা বিটের রস, এলাচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, সাজানোর জন্য পেস্তাকুচি।

রয়্যাল রুবি সন্দেশ

পদ্ধতি: প্রথমে ছানা ভাল করে মেখে নরম করে নিন। কড়ায় ছানা ও চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি শক্ত হয়। এ বার এতে বিটের রস মিশিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন, যাতে সুন্দর গোলাপি বা রুবির মতো রং ধরে। ছানার পাক কড়া হলে এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নামিয়ে নিন। হালকা ঠান্ডা হলে ছাঁচে ফেলে বা গোল পাকিয়ে পেস্তাকুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

পালংশাকের সবুজ মার্বেল ক্ষীর

দোকানের মতো সবুজ মিষ্টিই তৈরি হবে, তবে কোনও ফুড কালারের প্রয়োজন হবে না। পালংশাকের রসেই সবুজ রং ধরবে মিষ্টিতে। সঙ্গে লাগবে ফুল ক্রিম দুধ ১ লিটার, চালের গুঁড়ো বা সুজি ২ চামচ, ৩ চামচের মতো পালংশাকের রস, চিনি আধ কাপ, সাজানোর জন্য কাজু-পেস্তা-এলাচ।

পালংশাকের সবুজ মার্বেল ক্ষীর

পদ্ধতি: দুধ ফুটিয়ে ঘন করে অর্ধেক করে নিন। অল্প জলে চালের গুঁড়ো বা সুজি গুলে দুধে দিয়ে দিন যাতে ক্ষীর দ্রুত ঘন হয়। পালংশাক অল্প গরম জলে ভাপিয়ে মিহি পেস্ট বানিয়ে নিন। দুধের মধ্যে চিনি ও পালংশাকের পেস্ট মিশিয়ে ৫-৭ মিনিট ফোটান। এতে দুধের রং সবুজ হবে। উপরে ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

কফি ব্রাউন চকোলেট ফিউশন বরফি

কোকো পাউডারের গুণেই খয়েরি রং হবে মিষ্টিতে। আলাদা করে কৃত্রিম রং মেশানোর প্রয়োজন হবে না। এই মিষ্টি বানাতে নিতে হবে ২ কাপের মতো কাজুবাদামের গুঁড়ো, ১ কাপ চিনি, আধ কাপ জল, ১ চামচ কোকো পাউডার, ১ চামচ কফি, ১ চামচ ঘি।

কফি ব্রাউন চকোলেট ফিউশন বরফি

পদ্ধতি: জল ফুটিয়ে তাতে চিনি দিয়ে কম আঁচে নাড়তে থাকুন। চিনির সিরা তৈরি করে তাতে কাজুর গুঁড়ো মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি দুই ভাগে ভাগ করুন। এক ভাগে কোকো পাউডার ও কফি মিশিয়ে খয়েরি রং তৈরি করে নিন। এ বার একটি ছড়ানো পাত্রে তৈরি করা কাজুর গুঁড়োর মিশ্রণ ঢেলে দিন। তার উপরে খয়েরি রং ঢালুন। ঠান্ডা হয়ে জমে গেলে বরফির আকারে কেটে নিন। উপর থেকে আরও খানিকটা বাদামের গুঁড়ো, পেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

কষা-কোর্মা-কালিয়া নয়, ডিম দিয়ে রাঁধুন ধোঁকার ডালনা

ভাপা রান্নার কৌশল জেনে নিলেই সুস্বাদু পদ রেঁধে ফেলতে পারবেন। বাড়িতে কোনও সব্জি না থাকলেও সহজে এই রান্নাটি করে ফেলতে পারেন। রইল ডিমের ধোঁকার ডালনার রেসিপি।

ধোঁকার ডালনা তো মাঝেমধ্যেই খাওয়া হয়। কিন্তু ডিমের ধোঁকার ডালনা? ভাপা রান্নার কৌশল জেনে নিলেই সুস্বাদু পদ রেঁধে ফেলতে পারবেন। বাড়িতে কোনও সব্জি না থাকলেও সহজে এই রান্নাটি করে ফেলতে পারেন। রইল ডিমের ধোঁকার ডালনার রেসিপি।

উপকরণ

ধোঁকা প্রস্তুতির জন্য
৪টি ডিম
১ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো
স্বাদমতো নুন
১ টেবিলচামচ সর্ষের তেল

মশলা প্রস্তুতির জন্য
১ ইঞ্চি আদা (টুকরো করা)
৭-৮ কোয়া রসুন
১টি ছোট টম্যাটো
৩টি কাঁচালঙ্কা
১ চা-চামচ জিরেগুঁড়ো
১ চা-চামচ ধনেগুঁড়ো
আধ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো
অল্প জল

ডালনা প্রস্তুতির জন্য
১টি বড় আলু (ডুমো ডুমো করে কাটা)
১টি পেঁয়াজ (কুচোনো)
১ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো
১টি তেজপাতা
১টি শুকনোলঙ্কা
১টি চিরে রাখা এলাচ
ছোট দারচিনির টুকরো
২-৩টি লবঙ্গ
আধ চা-চামচ গোটাজিরে
আধমুঠো কসৌরি মেথি
আধ চা-চামচ গরমমশলাগুঁড়ো
১ চা-চামচ ঘি
স্বাদমতো নুন

প্রণালী

একটি পাত্রে ডিম, হলুদগুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিতে হবে।

তার পর যে পাত্রে ধোকা বানানো হবে, ধরা যাক একটি টিফিন বাঙ, তাতে সর্ষের তেল দিয়ে চারদিকে ব্রাশ করে দিতে হবে, যাতে ধোঁকা ভেঙে না যায়।

এ বার ডিমের মিশ্রণটি টিফিন বাঙে ঢেলে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন।

তার পর একটি বড় কড়াইয়ে জল দিয়ে গরম করে নিন। তার পর তার মাঝখানে এই স্টিলের বাঙটি বসিয়ে দিতে হবে। জলের ভাপে ধোঁকা তৈরি হয়ে যাবে। ঢাকা ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন।

অন্য দিকে আদা, রসুন, টম্যাটো, লঙ্কা মিক্সর গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভাল করে পিষে নিতে হবে। একটা মশলা প্রস্তুত করে রেখে দিন পাশে।ও দিকে একটি ছোট পাত্রে গুঁড়োমশলাগুলি নিয়ে নিন। তাতে অল্প জল দিয়ে গুলে রেখে দিন।এ বার কড়াই থেকে টিফিন বাঙনামিয়ে জল ফেলে দিন। কড়াই শুকিয়ে গেলে তাতে পরিমাণমতো তেল দিয়ে দিন। তেল গরম হলে তাতে আলু ছেড়ে দিন। এক চিমটে হলুদ আর নুন দিয়ে আলু ভাজতে শুরু করুন। বাদামি রং ধরলে কড়াই থেকে তুলে রেখে দিন। টিফিনবাঙেডিমের ধোঁকা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। একটি থালায় ঢেলে ছোট ছোট আকারে কেটে নিন ছুরি দিয়ে। চাইলে তেলে অল্প করে ভেজেও নিতে পারেন টুকরোগুলি।

এ বার সেই তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনোলঙ্কা, গোটাজিরে, এলাচ, দারচিনি এবং লবঙ্গ ফোড়ন দিন। মশলার সুবাস বেরোতে শুরু করলে তাতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন।পেঁয়াজে বাদামি রং ধরলে তাতে আদা, রসুন, টম্যাটো, লঙ্কা বেটে রাখা মশলাটি ঢেলে দিন। এক চিমটে হলুদ আর নুন দিয়ে মশলাটি কষাতে থাকুন। তার পর গুলে রাখা গুঁড়োমশলাগুলিও কড়াইয়ে মিশিয়ে দিন। সমস্ত মশলা একসঙ্গে কষাতে থাকুন।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪





বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে’ উদযাপন

ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল-এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এটর্নী মঈন চৌধুরী’র উদ্যোগে ‘ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল’-এর ব্যানারে বুধবার (২৮ অক্টোবর) সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস মেং সহ নিইয়র্কের বিভিন্ন কোর্টের জজ, মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অভিবাসীদের অর্জন ও কমিউনিটি সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন পেশার ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য সকল ভোটারের প্রতি আহ্বান জানান।

নতুন প্রজন্মের নৃত্যশিল্পীর চমৎকার একক নৃত্যের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়ার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক এটর্নী মঈন চৌধুরী। এরপর বিভিন্ন পেশার ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়। এরা হলেন- নিউইয়র্ক ষ্টেট সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় জজ কারেন গোপ, কুইন্স কাউন্টি সারোগেঁস কোর্টের মাননীয় জজ ক্যাসান্দ্রা এ. জনসন, রিয়েল এষ্টেট ইন্ড্রাষ্ট্রি লীডার রব চৌধুরী, এনওয়াইপিডি’র ইন্সপেক্টর আদিল রানা, জ্যাকসন হাইটস ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি শিব দাস, এনওয়াইপিডি’র ইন্সপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ ও বিশিষ্ট চি-কিৎসক ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক। এটর্নী মঈন সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের হাতে





পক্ষ থেকে সম্মানিত ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এসময় গ্রেস মেং তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এটর্নী মঈন চৌধুরীর কর্মকান্ডের প্রশংসা এবং ইমিগ্র্যান্ট ল’ বিষয়ক তার লেখা বইয়ের কথা স্মরণ করে বলেন, আমেরিকা ইমিগ্র্যান্টদের দেশ। ইমিগ্র্যান্টরাই এই দেশ গড়ে তুলেছেন। এই দেশকে সমৃদ্ধ করতে নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে হবে এবং ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

গ্রেস মেং তার বক্তব্যে এনওয়াইপিডি’র ইন্সপেক্টর আদিল রানার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, আশি দীর্ঘদিন ধরে তাকে চিনি। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ইউনিয়ন ভাষণে রানা আমার স্পেশাল অতিথি ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা বিদায় বেলায় রানাকে হ্যালোও বলেন। তিনি বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকা কুইন্সের মুসলিম কমিউনিটির সন্তানরা আমেরিকান হিসেবে গৌরবের সাথে বেড়ে উঠছেন এবং দায়িত্ব পালন করছেন।

স্বাগত বক্তব্যে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, আমেরিকা ইমিগ্র্যান্টদের দেশ। এখানে বৈধভাবে থাকার সুযোগ রয়েছে। কোন বৈধ অভিবাসীকে ডিপোর্ট করার সুযোগ নেই, যারা আমেরিকান নাগরিক তাদের তো নয়ই। তিনি বলেন, বৈধ কাগজপত্র থাকলে এদেশে বসবাসের জন্য কারো কোন সমস্যা হবে না। তিনি আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীদের ভোট দেয়ার জন্য সকল ভোটারের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি ইমিগ্রেশন বিষয়ক যেকোন সমস্যায় সংশ্লিস্ট ব্যক্তিদের তার সাথে যোগযোগ করার আনুরোধ করেন।

রিয়েল এষ্টেট ইন্ড্রাষ্ট্রি লীডার রব চৌধুরী তার সম্মাণনা গ্রহণের সময় বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ সহ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশন (সারা)-এর সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান সরদারের নেতৃত্বে রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায় সম্পৃক্তদের মধ্যে ফেরদৌস খান, সারোয়ার খান বাবু, মোহাম্মদ মাসুদ সিরাজী প্রমুখ তাকে অভিনন্দন জানান এবং সারা’র পক্ষ থেকে সম্মানসূচক প্ল্যাক প্রদান করা হয়। এর আগে তারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় আব্দুর রব-এর সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, প্রেমা রহমান, মিটুল হক, নাসির প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন বাবু জামান। সবশেষে ছিলো কেক কাটা পর্ব। অনুষ্ঠানের মাঝে দেশ ও প্রবাসে এটর্নী মঈন চৌধুরী ও ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল’ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ড ডিজিটাল পর্দায় তুলে ধরা হয়। কর্মকান্ডের বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনটির প্রশাসনিক পরিচালক তরিকুল ইসলাম মিঠু।

DAS WINE & LIQUOR


UTTAM
347-885-2025


RATAN
646-361-5660


KRISHNA
646-363-3137



25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

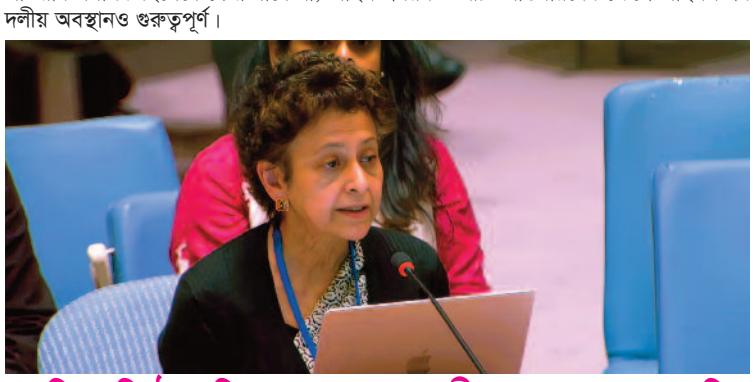


রিপাবলিকানদের হটিয়ে সিনেটের

সংবাদমাধ্যম স্টেটলাইন এ তথ্য জানিয়েছে। শেষ খবর পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটরা ২৮টি এবং রিপাবলিকানরা ২০টি রাজ্যের গভর্নর পদ পেতে যাচ্ছে। তখনো আলাস্কা ও কানসাসে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়নি। ফলে এই হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়িত চূড়ান্ত ফল নয়। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশটির ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৬টিতে গভর্নর পদে ভোট হয়। নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের হাতে ছিল ২৬টি এবং ডেমোক্র্যাটদের হাতে ২৪টি গভর্নর পদ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ২৬টি পদের সীমা এবার অতিক্রম করেছে ডেমোক্র্যাটরা। এবারের অন্যতম বড় পরিবর্তন এসেছে টেক্সাসে। সেখানে তিন মেয়াদের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে পরাজিত করেছেন ডেমোক্র্যাট রাজ্য আইনপ্রণেতা জিনা হিনোহোসা। এর মধ্য দিয়ে তিন দশকের বেশি সময় পর টেক্সাসের গভর্নর পদে ফিরছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। হিনোহোসা হতে যাচ্ছেন রাজ্যটির প্রথম লাতিনা গভর্নর। চতুর্থ মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অ্যাবট পরাজয় মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। জর্জিয়ায় রিপাবলিকান ব্যবসায়ী রিক জ্যাকসনকে হারিয়েছেন আটলান্টার সাবেক মেয়র কিশা ল্যান্স বটমস। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো রাজ্যের গভর্নর পদে নির্বাচিত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হতে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি হবেন জর্জিয়ার প্রথম নারী গভর্নর। তাঁর জয়ে দুই দশকের বেশি সময় পর রাজ্যটির শীর্ষ নির্বাহী পদে ফিরছে ডেমোক্র্যাটরা। ওহাইওতে রিপাবলিকান বিবেক রামাস্বামীকে পরাজিত করেছেন চিকিৎসক ও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যামি অ্যাক্টন। ২০০৬ সালের পর এই প্রথম রাজ্যটির গভর্নর নির্বাচনে জয় পেলেন কোনো ডেমোক্র্যাট। অ্যাক্টন ওহাইওর প্রথম নির্বাচিত নারী গভর্নরও হতে যাচ্ছেন। আইওয়ায় রিপাবলিকান ব্যবসায়ী জ্যাক লানকে হারিয়েছেন ডেমোক্র্যাট রব স্যান্ড। দুই মেয়াদের এই রাজ্য নিরীক্ষক বিদায়ী রিপাবলিকান গভর্নর কিম রেনল্ডসের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রেনল্ডস এবার পুনর্নির্বাচনে অংশ নেননি। স্যান্ডের জয়ে ২০১১ সাল থেকে চলা রিপাবলিকানদের গভর্নর পদে নিয়ন্ত্রণের অবসান হচ্ছে।

নেভাদাও রিপাবলিকানদের কাছ থেকে ডেমোক্র্যাটদের দখলে যাওয়া পাঁচ রাজ্যের তালিকায় রয়েছে। পাশাপাশি মেইন, মিশিগান ও উইসকনসিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গভর্নর নির্বাচনেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে দলটি।

নিউইয়র্কে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রুস ব্লেকম্যানকে হারিয়ে গভর্নর ক্যাথি হোকুল পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সিবিএস নিউজ। উইসকনসিনে ডেমোক্র্যাট ডেভিড ক্রাউলি, ক্যালিফোর্নিয়ায় একই দলের জেভিয়ার বেসেরা এবং ফ্লোরিডায় রিপাবলিকান বায়রন ডোনাল্ডসকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে ফক্সনিউজ। এসব ফল কার্যকর হলে রাজ্য পর্যায়ে ডেমোক্র্যাটদের প্রশাসনিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। তবে গভর্নর পদে জয়কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার সমার্থক হিসেবে দেখা যাবে না; আইন প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনসভার দলীয় অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ।



শান্তি প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নারীর অংশগ্রহণ জরুরি:

নিরাপত্তা পরিষদেও ১৩২৫ নম্বর প্রস্তাবের অন্যতম মূল সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধওে আইরিন খান নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক এজেন্ডা বাস্তবায়নে দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সহিংসতা প্রতিরোধ, বিরোধের বিস্তার রোধ এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৃণমূল পর্যায়ে নারীদেও উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ছয় বছর আগে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। এ পর্যায়ে নাগরিক সমাজ ও নারী সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, হিংসতা প্রতিরোধে কিশোরী ও তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিও পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতায় তাঁদেও সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের উদ্যোগ বিরোধের বিস্তার রোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রাষ্ট্রদূত খান নারী অধিকার কর্মী ও সংগঠনগুলোর জন্য বাড়তি সহায়তা, সংঘাত কবলিত এলাকায় নারীদের সুরক্ষা এবং শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য ধারাবাহিক অর্থায়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তাকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব পর্যায়ে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

৩০ বছরের মধ্যে নিউইয়র্কে হামে প্রথম

অঙ্গরাজ্যটিতে হামের সংক্রমণ-সংশ্লিষ্ট প্রথম মৃত্যুর ঘটনা এটি।বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা সোমবার (৩ নভেম্বর) শিশুটির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ ও লুইস কাউন্টি পাবলিক হেলথ এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, চলমান হামের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারণে লুইস কাউন্টিতে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'চলমান হামের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারণে লুইস কাউন্টিতে এক শিশুর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। শিশুটির পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। এই কঠিন সময়ে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সম্মান দেখানোর অনুরোধ করছি।' শিশুটির বয়স, লিঙ্গ বা মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে হামের প্রাদুর্ভাবের কারণে গভর্নর ক্যাথি হোকুল জরুরি অবস্থা ঘোষণার এক মাস পর এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত নিউইয়র্কে হামে আক্রান্ত হওয়ার ১৭৮টি ঘটনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিতে আক্রান্ত হয়েছেন আটজন।

নিউইয়র্কের আইনসভায় প্রথম ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত নারী আবের কাওয়াস

আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম ফিলিস্তিনি-আমেরিকান এবং প্রথম হিজাব পরা নারী হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের ১২ নম্বর আসনে ৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন কাওয়াস। ভোট গণনার ৯০ শতাংশ শেষে নিউইয়র্ক টাইমস তার বিজয় ঘোষণা করে। কাওয়াসের নির্বাচনী স্লোগান ছিল 'মর্যাদায় বিনিয়োগ, ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই'।

তিনি সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত গণ-পরিবহন, সাশ্রয়ী আবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং যুদ্ধে অর্থায়ন বন্ধের পক্ষে প্রচার চালান। তার প্রতি সমর্থন জানান নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি, সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও কংগ্রেস সদস্য রাশিদা তালাইব। রাজনীতিতে আসার আগে ১৫ বছরের বেশি সময় শ্রমিক, অভিবাসী ও ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন কাওয়াস। নিউইয়র্কের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধের উদ্যোগেও যুক্ত ছিলেন তিনি। ব্রুকলিনে ফিলিস্তিনি অভিবাসী বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা কাওয়াস অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার পক্ষে কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইসিইর সঙ্গে নিউইয়র্কের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা বন্ধের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে সরব কাওয়াস ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নিউইয়র্ক সফরের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ করেছিলেন। ওই কর্মসূচিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

রিজু মোহাম্মদের পিতা আব্দুল খালিক লালুর ইন্তেকাল

ভোর ৫টার দিকে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড জুইশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছয় ছেলে ও দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর ছেলে রিজু মোহাম্মদ বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান প্রচার সম্পাদক ও এবি টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বড় ছেলে আব্দুল কাদির লিপু জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় নেতা ও সমাজকর্মী। অন্য সন্তানরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

ওই দিন এশার নামাজের পর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন তাঁর ছোট ভাই, আটলান্টাপ্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মালিক। তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী জানাজায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আত্মীয়স্বজন,



বন্ধুবান্ধব, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পরে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্কে বিয়ানীবাজার সমিতির কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আব্দুল খালিক লালু বিয়ানীবাজার পৌরসভার সুপাতলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গ্রাম সরকারের দায়িত্বও পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি এবি মিডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক এবং বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএর সাবেক উপদেষ্টা ছিলেন। দেশে ও প্রবাসে বিভিন্ন সামাজিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

গত ২৪ অক্টোবর শনিবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে লং আইল্যান্ড জুইশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্ট ও কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি ও জন্মস্থান বিয়ানীবাজারে শোকের ছায়া নেমে আসে। কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। পরিবারের ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁকে স্নেহশীল, পরোপকারী ও অভিভাবকসুলভ মানুষ হিসেবে স্মরণ করেন।

বাবার অসুস্থতার সময় থেকে জানাজা ও দাফন পর্যন্ত যাঁরা পাশে ছিলেন, তাঁদের সবার প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রিজু মোহাম্মদ।

চট্টগ্রাস সমিতির কার্যকরি কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে**বাকী অংশ ৩৪ পাতায়** সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয় 'চট্টগ্রাম ভবনে' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে বর্তমান কমিটির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধিসহ চারটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ ঈছা এবং গীতা পাঠ করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য পল্লব রায়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

সমিতির প্রয়াত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের স্মরণে নীরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের জ্যেষ্ঠ সদস্য মুনীর আহমেদ।

সভার প্রথম পর্বে কোষাধ্যক্ষ শফিকুল আলম আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব উপস্থাপন করেন। সদস্যদের অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হলে হিসাব বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম তাঁর প্রতিবেদনে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সদস্যদের সহযোগিতায় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখযোগ্য আয়োজনের মধ্যে ছিল দুটি বৃহৎ বনভোজন, দুটি ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠান, বৈশাখী উৎসব, অভিবাসন ও করবিষয়ক সেমিনার, নিউইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিক্ট ৩৯-এর কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ এবং বাংলাদেশের সংসদ সদস্য সারওয়ার আলমগীরকে সংবর্ধনা। এ ছাড়া সমিতির আটজন প্রয়াত সদস্যের দাফনের জন্য বিনামূল্যে কবরের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের তাঁর প্রতিবেদনে সদস্যদের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনের নয় দিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় প্রচারে সরাসরি অংশ নিতে পারেননি। ওই সময় চট্টগ্রামবাসীর ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য তিনি নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নির্বাচনী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার অভিযোগও তোলেন তিনি।

সমিতির আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিসাধনের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সভাপতি। এ প্রসঙ্গে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা দুটি মামলার বিষয়েও তাঁর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।

এরপর সংবিধান সংশোধনী কমিটির প্রধান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ সেলিম প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারার ব্যাখ্যা দেন কমিটির সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার।

ট্রাস্টি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান কামাল হোসেন মিঠু সাধারণ সভায় চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হলো- আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন, বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩ নভেম্বর ২০২৬ থেকে ৩ নভেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি, সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন, সমিতির আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগঠনের বিধান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপস্থিত সদস্যদের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে চারটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়। সভায় জানানো হয়, গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অনুমোদনের দিন থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

সভায় বক্তব্য দেন- সাবেক ট্রাস্টি চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ; সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম; প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী; জ্যেষ্ঠ ট্রাস্টি সদস্য মুনীর আহমেদ; ট্রাস্টি সদস্য ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহজাহান; ট্রাস্টি সদস্য সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বাবর ও আবুল কাশেম চট্টলা; সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও বর্তমান ট্রাস্টি সদস্য মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর; ট্রাস্টি সদস্য আবু তালেব চৌধুরী চান্দু; উপদেষ্টা সদস্য সাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন; মোহাম্মদ দিদারুল আলম, মোহাম্মদ জামালাউদ্দিন, মতিউর রহমান চৌধুরী, কানেকটিকাটের মোহাম্মদ আবুল কালাম এবং নিউজার্সির আব্দুল্লাহ আল মামুন।

সাবেক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য দেন আরিফ চৌধুরী, খোকন কে চৌধুরী, আশ্রাব আলী খান লিটন, মোহাম্মদ রুমি, অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ, কাজী ইকবাল, মোহাম্মদ আমিন, মেজেবাউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কাউসার চৌধুরী, বাসন আলী ও উত্তম দাস।

বর্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য দেন কলিমুল্লাহ মাস্টার, তানিম মহসিন, হাজী তৌহিদুল আলম, জাবের শফি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, আক্তার হোসেন, অজয় প্রসাদ তালুকদার, ইমরুল কায়সার, নাসিরুদ্দিন ও মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন।

মৌলভীবাজারবাসীর মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার

উদ্যোগ এগিয়ে চলছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিভক্ত সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইতিমধ্যে একাধিক সভা হয়েছে। এসব সভায় পারস্পরিক বিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝি ভুলে বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় মৌলভীবাজারের নেতৃস্থানীয় প্রবাসীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঐক্য প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক সিটির অ্যাস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ প্রবাসী হাজী আব্দুল মোসব্বির। সভা পরিচালনা করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিনহাজ আহমেদ শাম্মু।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আজমল এইচ. খান, মামুনুর রশিদ শিপু, মো. কাইয়ুম, চৌধুরী সালেহ, বদরুন নাহার খান মিতা, দুলাল তরফদার, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, জালাল চৌধুরী, সোহান আহমেদ টুটুল, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, তাজাম্মুল হুসাইন, ইমরান হুসাইন, এমদাদ রহমান তরফদার, মঈনুর রহমান শুয়েব, মজিবুর চৌধুরী, মোহাম্মদ কুতুব, সৈয়দ এস. আলী, শাহ-জাবের আহমেদ, জুয়েল খান, সৈয়দ গওসুল হুসাইন, মোহাম্মদ শামীম ইসলাম, এম. ডি. ইন্তাজ খান, এম. আশরাফুর রহমান, সৈয়দ আলী, জাবেদ আহমেদ, সৈয়দ রুহুল আলী, শাহীন হাসনাত, সৈয়দ ফয়সাল আহমেদ, আল আমিন জিল্লা, শাহীন খান, হেলালুর খান, সৈয়দ মামুন, শামসুল আলম খান, মিসবা মজিদ এবং চৌধুরী মুনিথ (তানিম) প্রমুখ।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত : সভায় প্রাথমিকভাবে সদস্য ফি ৫০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত ফি প্রদানকারীদের নিয়ে একটি সদস্যমণ্ডলী গঠন করা হবে।

পরবর্তী সাংগঠনিক কার্যক্রমে এই সদস্যমণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেবে।

এ ছাড়া ৫০ ডলার সদস্য ফি দিয়ে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ফি প্রদানকারী সবাই সদস্যমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

সভায় জানানো হয়, ঐক্য প্রক্রিয়ার পরবর্তী সভা আগামী ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দলমত-নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর মৌলভীবাজারের সব অধিবাসীর সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি শক্তিশালী, কার্যকর ও ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

Please Visit our YouTube Channels

Ratan Talukder Live NY

Jonmobhumi News TV

Alaap USA

Phone: (646) 327 7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Web: www.jonmobhumi.com

Ratan Talukder, Host

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪







উৎসব ও সম্প্রীতির আবহে বাংলাদেশ পূজা সমিতির দুর্গোৎসব

হিন্দু বাংলাদেশী যাঁরা উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী হিন্দুদের প্রথম সংগঠন ও প্রথম দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাংলাদেশ পূজা সমিতির জন্য গর্ববোধ করতে পারে। বাংলাদেশ পূজা সমিতি শুরু থেকেই হপ্তাহপ্তে শনিবার ও রবিবার পূজার আয়োজন করে।

বাংলাদেশ পূজা সমিতি শুরু থেকেই উৎসব ও সম্প্রীতির নিয়েই পূজা অর্চনার আয়োজন করে। সার্বজনীন এই পূজা অনেকাংশে মিলন মেলা ও উৎসবে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ পূজা-সমিতি এবার ৩১ শে অক্টোম্বর ও ১লা নবেম্বর দু'দিনব্যাপী এ উৎসবের আয়োজন করে। স্থানীয় গুজরাটী-সমাজ কমিউনিটি সেন্টারে এই দুর্গোৎসবের আয়োজন ছিলো বর্ণিল। দুর্গাপূজার রেশ কাটলেও পূজা-সমিতির পূজা সকলকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। হাজার দর্শক শ্রোতা ও ভক্ত মন উজার করে বাংলাদেশ পূজা সমিতির সিঁদুর দান ও ধামাইল নৃত্য উপভোগ করে। শুরু থেকেই পূজা সমিতির পূজায় সিলেটের আঞ্চলিক লোকগীতি ধামাইল নৃত্যে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বাংলাদেশ পূজা সমিতির দুর্গোৎসবে ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী পূজা ও রবিবার মহানবমী ও বিজয়া দশমী পালন করে। শনিবার দুপুর থেকেই পূজার শুরু। পূজা অর্চনা ও অঞ্জলীর মাধ্যমে দেবী বন্দনা করা হয়। প্রতিদিনেই পূজার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও প্রসাদ বিতরণ করা হয় মধ্যরাত পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পশরা ছিলো অতি মনমাতানো। ঢাকা ও কলকাতা শিল্পীদের দিয়ে গানের অনুষ্ঠানে ছিলো উত্তাল হাওয়া।

নতুন প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশী আমেরিকান তরুনদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। পাঞ্জাবী, মোদী কোট ও রং-বেরং এর শাড়ীর বাহারে নতুন প্রজন্ম রঙ্গিন হয়ে উঠে। এটাই সম্ভবত পূজা সমিতির বড় স্বার্থকতা।

বাংলাদেশ পূজা সমিতির দুর্গোৎসবে সাংস্কৃতিক পর্ব বরাবরেই আকর্ষণীয়। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পাগল মানুষ, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির মিলন দেখা যায় পূজা সমিতির মহাযজ্ঞে। দেখা যায় নতুন প্রজন্মের উচ্ছ্বাস। সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তিকে পিছনে ফেলে পূজা সমিতির পূজায় মিলিত হয় সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষ। বাংলাদেশ পূজা সমিতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঢাকা, কলকাতার শিল্পী ছাড়াও ছিলো স্থানীয় শিল্পী, নতুন প্রজন্মের আমেরিকান বাঙালি শিল্পীরা সংগীত পরিবেশ করে।

নতুন প্রজন্ম ও মধ্যবয়সী সবাই এক ফ্লোরে এসে সঙ্গীতে আবহে নৃত্যে শামিল হয়। বিজয়া দশমীর প্রকৃত বিজয় তারাই এনেছে দিয়েছে। পূজার প্রাঙ্গণে এনেছে উল্লাস জেগেছে প্রাণ। সবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সাংস্কৃতিক পর্বের ইতি টেনে বাংলাদেশ পূজা সমিতির আগামী পূজার আগাম আবেদন জনিয়ে সকল সমাপ্তি ঘটায়।

পূজা সমিতির এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চৌধুরী, বিজু পুরকায়েস্ত, বিপ্লব রায়, পার্থ প্রতীম তালুকদার, রনজিৎ পুরকায়স্থ বিজু, সাবেক সভাপতি বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অমিত কুমার ঘোষ, অমল কান্তি দেব, বিষ্ণু গোপ, শিবব্রত দে চৌধুরী, উপদেষ্টা নরেন্দু বিকাশ দত্ত, পরেশ সাহা, চন্দন সেনগুপ্ত, চম্পা রায়, বাবুল কুমার সাহা, রিনি দাশগুপ্ত, বিমল চৌধুরী, রানা দত্ত রঞ্জু, নান্নু চৌধুরী, সুভেন রায়, ডা. প্রদীপ পাল, দীপক দে, রাজীব নন্দী, অশ্রু দাশ ও শম্ভলাল চন্দ প্রমুখ।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২





প্রোহেলথ হোমকেয়ার



মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Phone: 718-633-1112

Fax: 718-633-1117



www.jonmobhumi.com

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP

Board Certified

(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)

with TJH Medical services PC

Affiliated with Jamaica Hospital



Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY



- TAX SERVICES
- INSURANCE
- TLC INCURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
- Life Insurance
- Auto • Home • Business
- Medicare Health Insurance
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Pay your Bill here

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
Authorized e-file Provider
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

LOW COST
প্রতি রবিবার একঘন্টার ফ্রি কর্মশালা
Notary Public

Jaydeb Gain

GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR
NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি



Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার
ডাঃ মিতা চৌধুরী

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বন্ধুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রীনিং
সব ধরনের টিকা
চেম্বারে রক্ত, ইকেজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

আমারা প্রায় সকল ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199
চেম্বারে আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন







Khagendra Gharti-Chettry, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York Law School, NY, USA.
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনের যে কোন জটিল সমস্যার ভরসা
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006
IRS e-file PROVIDER
TAX
IMMIGRATION



Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP



- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com



NY HOME CARE SERVICE INC.

কর্মসংস্থানের সুযোগ
যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

আমাদের সেবাসমূহ
PCA
OPWDD
HHA

যোগাযোগ করুন
718-874-0047
ই-মেইল: info@nyhcs.org
ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org


ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্


এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | বিশ্বস্ত সহযোগী | মানসিক শান্তি

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.35 Thursday 05 November 2026 Weekly Janmobhumi

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রিপাবলিকানদের হটিয়ে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিল ডেমোক্র্যাটরা

নিউইর্য়ক ডেস্ক ঃ রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা টেক্সস, জর্জিয়া, ওহাইও, আইওয়া ও নেভাদার গভর্নর পদে জয় পেয়েছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এর মধ্য দিয়ে ১৬ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশি রাজ্যের গভর্নর পদ দলটির নিয়ন্ত্রণে আসছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও ডিসিশন ডেস্ক এইচকিউর বেসরকারি ফলাফল ও বিজয়ী ঘোষণার ভিত্তিতে -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়





মিশিগানে আবদুল এল-সায়েদের ঐতিহাসিক জয়

শিব্বীর আহমেদ, ওয়াশিংটন ডিসি– যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের সিনেট আসনে ঐতিহ-াসিক বিজয় অর্জন করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদ।-বাকী অংশ ২৬ পাতায়

নিউইর্য়কের আইনসভায় প্রথম ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত নারী আবের কাওয়াস

নিউইর্য়ক ঃ নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আবের কাওয়াস। এর মধ্য দিয়ে তিনি অঙ্গরাজ্যটির -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

রিজু মোহাম্মদের পিতা আব্দুল খালিক লালুর ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : বিশিষ্ট সমাজসেবক ও প্রবীণ প্রবাসী আব্দুল খালিক লালু আর নেই। গত ৩১ অক্টোবর শনিবার-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

দুর্ঘটনা কমাতে নিরাপত্তা প্রযুক্তি নিউইয়র্ক সিটির বাসে

নিউইর্য়ক ঃ নিউইয়র্ক নগরীতে বাস দুর্ঘটনা কমাতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সিটি পরিবহন কর্তৃপক্ষ। বাসের আশপাশে পথচারী, সাইকেল -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

বর্ণাঢ্য আয়োজনে 'ন্যাশনাল ইমিগ্রান্টস ডে' উদযাপন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্কে উদযাপিত হলো আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইমি-গ্রান্টস ডে'। কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সমাজসেবী,-বাকী অংশ ৩৩ পাতায়

৯৪ বছরের ইতিহাস ভেঙে কানসাসের ডেমোক্র্যাট সিনেটর

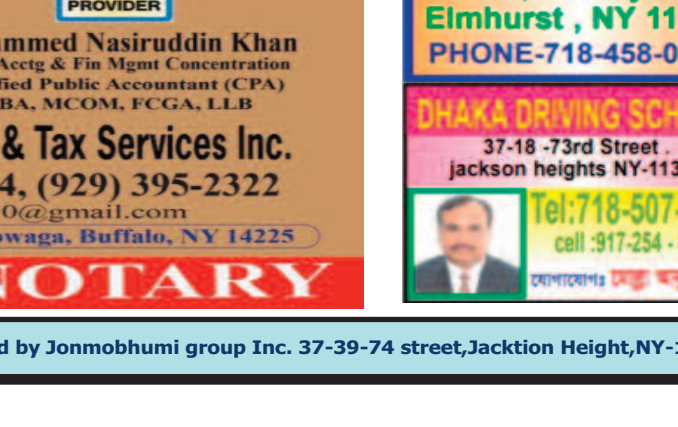
নিউইর্য়ক ঃ কানসাস অঙ্গরাজ্যের সিনেট নির্বাচনে মঙ্গলবার জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাডাম হ্যামিল্টন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের পূর্বাভাস অনুযায়ী, তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড-বাকী অংশ ১৯ পাতায়

নিউইয়র্কে ঢাবি অ্যালামনাইদের বার্ষিক ডিনারে ঐক্যের প্রত্যয়

নিউইয়র্ক: স্মৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের ক্যাম্পাস, কণ্ঠে গান আর আড্ডায় পুরোনো দিনের গল্প–এমন আবহে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের বার্ষিক ডিনার। গত ৩১ অক্টোবর উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বাকী অংশ ১৯ পাতায়

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নারীর অংশগ্রহণ জরুরি: আইরিন খান

নিউইয়র্ক: টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর কার্যকর ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন জুবাইদা খান। বুধবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক (ডব্লিউপিএস) এক উন্মুক্ত বিতর্কে বক্তব্য দানকালে তিনি এ আহ্বান জানান।-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়



উৎসব ও সম্প্রীতির আবহে বাংলাদেশ পূজা সমিতির দুর্গোৎসব

জন্মভূমি : বাংলাদেশ পূজা-সমিতি নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রথম সংগঠন। ১৯৮৯ সালে গঠিত এই সংগঠন ১৯৯০ সালেই নিউইয়র্কে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব পালন করে উডসাইডের করপাস কৃষ্টি চার্চে। তারপর দেখতে দেখতে চোখের পলকেই ৩৭ বছর। আজ নিউইয়র্কে হাজার হাজার -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

৩০ বছরের মধ্যে নিউইয়র্কে হামে প্রথম শিশুমৃত্যু

নিউইর্য়ক ঃ নিউইয়র্কে হামের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ৩০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

পার্কে আইসের ঘাঁটি, মামলার হুঁশিয়ারি মামদানির

নিউইর্য়ক ঃ নিউইয়র্ক সিটির পার্ক ও সিটি-মালিকানাধীন পার্কিং লট অভিবাসন অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার বন্ধ না হলে ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, সিটি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া নগরীর সম্পত্তি এ ধরনের কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ২ নভেম্বর সোমবার -বাকী অংশ ১৯ পাতায়

চট্টগ্রাস সমিতির কার্যকরি কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি

নিউইয়র্ক : চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৬ গত ১ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায়

মৌলভীবাজারবাসীর মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

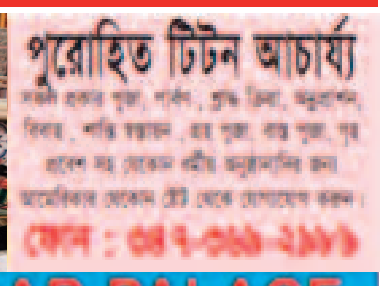
নিউইয়র্ক : নানা কারণে বিভক্ত নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মৌলভীবাজারবাসীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

www.jonmobhumi.com



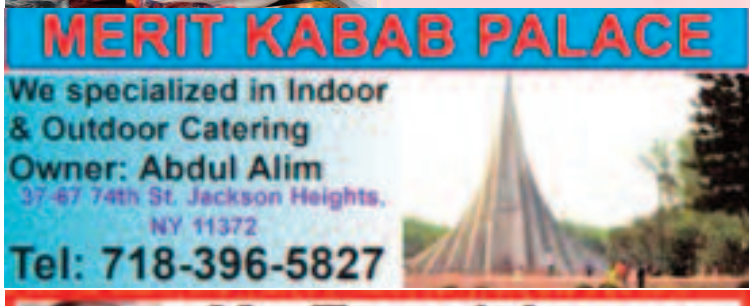


















Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com